দণ্ডীপর্ব্ব-গীতাভিনয়

বা

উর্ব্বশীর শাপ-মোচন !

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ

প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
৩ নং মদন মিত্রের লেন,
"এমারাল্ড্ প্রিণ্টিং কার্য্যালয়ে"
শ্রীবিহারিলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৬।

মূল্য ১৷০ মাত্র।

উৎসর্গ।

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ বাবু মন্মথনাথ সাঁতরা

পরম স্নেহাস্পদেষু।

প্রিয় মণি !

দরিদ্র পিতা স্বীয় সন্তানাদি প্রতিপালনে অসমর্থ হইলে কোন দয়াবান ধনির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অনাথপালক ধনির আশ্রয়ে প্রতিপালিত অনাথবালক ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বয়সের সমতা ও সর্ব্বদা একত্র সহবাস হেতু প্রতিপালক অপেক্ষা প্রতিপালক পুত্রের আনুগত্য লাভ করিয়া সর্ব্বদা তারই কাছে থাকিতে ইচ্ছুক হয়।

এই সন্তানাদি প্রতিপালন-অসমর্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তার "দণ্ডী" নামক অনাথ সন্তানটীকে শৈশবেই তোমার অনাথপালক দয়াবান পিতার আশ্রয়ে রক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রতিপালক পুত্রের সহিত বহুদিন একত্র বাস, এবং বয়ঃ সামঞ্জস্য হেতু অনুগ্রহ বা ভালবাসা লাভ করিয়া সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকিতে—কৃতজ্ঞতা দেখাইতে—নিয়ত প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, সেইজন্য, অদ্য তোমার পিতার আশ্রয়ে প্রতিপালিত দণ্ডীকে তোমার নিকট পাঠাইলাম;

আমার দণ্ডী চতুর্থাশ্রমী—সংসার ত্যাগী, সুতরাং ভিক্ষুক বা স্বার্থ লোলুপ নহে, কেবল তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেছে মাত্র, ভরসা করি তোমার পিতৃ প্রতিপালিত দণ্ডীকে অনাদর করিবে না। আমি ইহাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আনন্দের সহিত তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় হইলাম, যদি জীবিত থাকি আর একবার সাক্ষাৎ করিব, এবং এই অসহায় ব্রাহ্মণ সন্তান সংসার ত্যাগী দণ্ডীর পর, আর কতগুলি দণ্ডী তোমাদের অনাথ আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে দেখিবার সাধ রহিল। কিমধিক মিতি—

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

আমার গীতাভিনয়গুলি মুদ্রাঙ্কিত করিবার যাহা প্রধান উদ্দেশ্য, মৎপ্রণীত "তুলসী-লীলা" গ্রন্থেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। অনেক যাত্রার দলের নাচ-প্রকৃতি অধিকারিগণ "পালা" অপহরণ করিবার জন্য, সময়ে সময়ে, আমার দলস্থ ব্যক্তিবিশেষকে যথাসম্ভব অর্থে বশীভূত করিয়া, "পালা" লেখাইয়া লইয়া যান। তাহার প্রমাণ এই যে, "দণ্ডীপর্ব্ব" পালা মফস্বলস্থ অনেক দলে অভিনীত হইতেছে। আমার লিখিত "পালা" অন্যের জীবিকার উপায়, ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, ঐ সকল অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ পালার অভিনয় দর্শনে, লেখককে বড়ই মর্ম্মাহত হইতে হয়। যাহাতে মফস্বলস্থ যাত্রার অধিকারিগণকে ঐ সকল অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ পালা অভিনয় করিতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, দণ্ডীপর্ব্ব-গীতাভিনয় মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইল।

মানুষ উৎসাহিত হইলে, বাসনাও অধিকতর বলবতী হয়। বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্রের শুভ পরিণয় উপলক্ষে, তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে, দণ্ডীপর্ব্বের অভিনয় হয়। সেই অভিনয় দর্শন করিয়া, তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন এবং আমাকে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করিয়া, গীতাভিনয়খানি প্রকাশিত করিতে বলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহোদয়ও আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত উৎসাহেই আমি এই গ্রন্থের

মুদ্রাঙ্কনে সাহসী হইলাম। আরও একটী কারণ, এস্থলে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই দণ্ডীপর্ব্ব-গীতাভিনয় শ্রবণে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া, ধান্যকুড়িয়া নিবাসী শিক্ষিত ধনী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয় এই গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য, আমাকে অনুরোধ ও অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং, তিনি আমার ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। দণ্ডীপর্ব্ব-গীতাভিনয় শিক্ষিত সমাজে আদরণীয় হইবে, ইহা আমি মনে করি না। যাত্রাভিনয়ের পুস্তক অভিনয়ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে; কিন্তু পাঠকগণের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হইবে, ইহা আমি আশা করিতে পারি না।

এই গ্রন্থে ভাষাগত ও ভাবগত অনেক দোষ থাকিতে পারে; তবে মুদ্রাঙ্কনকালে, ইহার পাণ্ডুলিপি অনেক আবর্জ্জনাপূর্ণ থাকিলেও, প্রুফ সংশোধন সময়ে আমার একটী পরম বন্ধুর যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। তিনি প্রত্যেক ফর্ম্মার, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, তাঁহার মূল্যবান সময়ের অনেকাংশ আমার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমার চিরদিনের আশীর্ব্বাদের পাত্র। তিনি অন্য কেহ নহেন, কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক প্রভৃতি বাঙ্গালার বহু সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালক, প্রথিতনামা গ্রন্থকার ও অনরেরী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর রায় গুণসাগর। তাহার নাম আমার পুস্তকে ও হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিলাম।

"তুলসী-লীলার" মুদ্রাঙ্কণকালে আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ধনকৃষ্ণ সেন যেরূপ যত্নাতিশয় সহকারে আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতির ইংরাজি অনুবাদক, কেশব একাডেমীর রেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ দত্ত, এম, এ, মহাশয়

পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করিতেও তাঁহারা সেইরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন। আমার উৎসাহদাতা মহোদয়গণের মধ্যে, পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায়ের পদ-ধ্যান-পূর্ব্বক অপর সকলকেই সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলাম।

আর একটী কথা। আমাকে সময় সময় কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় প্রবাস ছাড়িয়া, উপপ্রবাসে থাকিতে হয়। সুতরাং, এই গীতাভিনয় গ্রন্থের আবর্জ্জনাপূর্ণ পাণ্ডুলিপি পরিষ্কৃত করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে যন্ত্রস্থ করিতে পারিব, ইহা আমার আশা ছিল না। আমার সোদরোপম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শ্রীধরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর উৎসাহে ও পরিশ্রমে, আমি এই গীতাভিনয় গ্রন্থখানি এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। শ্রীমান্ চিকিৎসাবিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। যথা-সময়ে অধ্যয়ন, অধ্যয়নক্ষেত্রে গমন, উপদেশাদি শ্রবণ এবং শব-ব্যব-চ্ছেদাদি সময়সাধ্য কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও, বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার ও ছাত্রজীবনের মূল্যবান সময়ের অনেকাংশ ব্যয় করিয়া, পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, শ্রমসহিষ্ণু উদ্যমশীল শ্রীমানের উদ্যম ও যত্নাধিক্যই পুস্তকের সত্বর মুদ্রাঙ্কণে কৃতকার্য্য হইবার একটি অন্যতম কারণ। আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান্ যথাকালে চিকিৎসা-বিদ্যায় সুযশের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, দীর্ঘ জীবন লাভ করুন এবং জনসমাজে যশস্বী ও কীর্ত্তিমান হউন।

গ্রন্থকার।



দণ্ডীপর্ব্ব-গীতাভিনয়!

বা

উর্ব্বশীর শাপ-মোচন।

প্রস্তাবনা।

গীত।

রাগিণী—বাগেশ্রী। তাল—আড়া।

সাদরে, সাধরে, ও মন, সাধনের মূল ভক্তি ধনে।
কি আছে আর মুক্তির উপায়, হরি-ভক্তি-শক্তি বিনে॥
ভক্ত-প্রাণ-ধন হরি, ভক্তের তরে অবতরি,
নিজ দর্প হরেন হরি, ভক্তের কারণে—
ভক্ত-প্রিয় হরির কর্ম্ম ব্যক্ত কূর্ম্ম-পুরাণে॥
দণ্ডিরাজে উপলক্ষ করি হরি কমলাক্ষ,
করিলেন পাণ্ডবগণে রণে বিজয়ী ত্রৈলোক্য—
শুন সেই দণ্ডী-বিবরণ, পাবে মুক্তি-ধন নিধনে॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পর্ব্বত-প্রান্তরস্থ বন-ভূমি।

(মৃগয়া-বেশে দণ্ডিরাজ, সেনাপতি ও অশ্ব-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

দণ্ডী।—সেনাপতি! এবার সকলে সাবধান!—বিশেষ সতর্কতার সহিত অশ্বিনীকে বেষ্টন কর!

সেনাপতি।—মহারাজ! এ অশ্বিনীকে সহজে ধ'র্‌তে পার্‌বেন ব'লে বোধ হ'চ্ছে না! এ সামান্য অশ্বিনী নয়! নিশ্চয়ই কোনো মায়াবিনী। আম্‌রা অনেকবার মহারাজের সঙ্গে মৃগয়ায় এসেছি—অনেক দ্রুতগামী পশুকেই দৃষ্টিমাত্রেই ধৃত ক'রেছি—কিন্তু, আজ আম্‌রা সকলে, এবং মহারাজ স্বয়ং, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্বিনীর পশ্চাতে, ক্রমাগত এত তীব্রবেগে অনুসরণ ক'রে, যখন তা'র ছায়া-স্পর্শেও সমর্থ হ'লেম না, তখন এ যে নিশ্চয়ই কোনো মায়াবিনীর মায়া, তাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই! যদিও আম্‌রা মহারাজের সঙ্গে, সমবেগে অশ্বচালনে সমর্থ হই নাই, তথাপি পশ্চাৎ থেকে দেখেছি, মহারাজের সুশিক্ষিত অশ্ব অতি আশ্চর্য্যবেগে গমন ক'র্‌ছে!

মহারাজ! তীরের তীব্র বেগ দেখেছি—নক্ষত্রের বিচিত্র গতি দেখেছি;—উল্কাপিণ্ডের অদ্ভুত গতি-শক্তি দেখেছি—কিন্তু, কি উল্কা, কি তীর, কি তারা, তা'রাও মহারাজের অশ্ববেগের তুলনা-স্থল হ'তে পারে কি না, সন্দেহ! আবার, লক্ষিতা অশ্বিনীর গতিও ততোধিক! আমাদের ক্ষণে ক্ষণে ভ্রম হ'তে লাগ্‌লো। একবার বোধ হ'লো এইবার মহারাজ নিশ্চয়ই অশ্বিনীকে ধর্‌লেন! আবার মুহূর্ত্তমধ্যেই দেখি—শত হস্ত ব্যবধান!—পরক্ষণেই দেখি—নিকটবর্ত্তী! তাই বলি, ও মায়াবিনী অশ্বিনীকে ধর্‌বার আশা নিতান্ত দুরাশামাত্র! মায়াবিনী ভিন্ন সামান্য অশ্বিনীর কি কখনো এরূপ বিচিত্র গতি সম্ভব?

দণ্ডী।—তোম্‌রা নিতান্ত কাপুরুষ! একটা সামান্য অশ্বিনীর একটু বেগাধিক্য দেখেই স্থির ক'রে ব'স্‌লে, এটা প্রকৃত অশ্বিনী নয়—মায়াবিনী! কি ভ্রান্তি! এ শুদ্ধ তোমার ব'লে নয়, অনেকেই এরূপ ভ্রমে পতিত! স্বাভাবিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুণাধিক্য দেখে, একেবারে দৈবশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞান করা স্বীয় দুর্দ্দৈবকে আহ্বান করা মাত্র! ভাল,—ঐ অশ্বিনী যদি দৈবশক্তি-সম্পন্নই হয়, তবে আমিও তো প্রায় সমবেগে অশ্বিনীর অনুসরণ ক'রেছিলেম, 'এই ধর্‌লেন'—'এই ধর্‌লেন' এরূপ ভ্রমও তো তোমাদের হ'য়েছিল! তবে বল, আমাতেও দৈব শক্তি আছে?

সেনাপতি।—দৈব শক্তি না থাক্, দৈব অনুগ্রহ যে আছে, তা'র আর সন্দেহ নাই! তা না হ'লে জগতের কোটী কোটী জীবের উপর আধিপত্য লাভ করা কি সামান্য মানবে সম্ভব?

দণ্ডী।—যাক্!—ও সকল এসময়ের কথা নয়! এক্ষণে আমার মৃগয়া-বৃক্ষের চরম-ফল-স্বরূপ ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্বিনীটি যাতে লাভ ক'র্‌তে পারি, সকলেই সে পক্ষে যত্নবান্ হও!—বিশেষ সতর্কতার সহিত চতুর্দ্দিক

বেষ্টন কর! আমি নিশ্চয়ই বলছি, ঐ অশ্বিনী যার পার্শ্বভূমি অতিক্রম ক'রে পলায়ন ক'রবে, তা'র সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও সেই সঙ্গে পলায়ন ক'রবে!—সতর্ক হও! কিন্তু, সাবধান! কেউ যেন অশ্বিনীর প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ ক'রো না—জীবিত ধরা চাই।

সকলে।—(সমস্বরে)—মহারাজ! ঐ পালায়!—ঐ—ঐ! অশ্বিনী মহারাজেরই বাম পার্শ্ব অতিক্রম ক'রে পালায়!

দণ্ডী।—কৈ?—কৈ?—এখনি ধ'রব! সকলেই এস!—আমার সঙ্গে!—শীঘ্র!!

(দ্রুতবেগে সকলের প্রস্থান।—অশ্ব-রক্ষকদ্বয়ের পুনঃপ্রবেশ।)

প্রথম অশ্ব-রক্ষক।—ঘুঁড়িটে মেইড়ি খুব পেইলেছে? লয় ভাই কাল্‌নাশ?

কালনাশ।—মুই প্যাশম পেক্‌ড়ে ধ'রেছেলাম আর কি!—তা সে খচ্চরের বাচ্চা কি প্যাশম ধ'রে এট্‌কে আথ্‌বার যো আছে?—ফুক্‌লে পেইলে গেল!

প্রথম রক্ষক।—ও! ভারী মন্দ!—প্যাশম ধরেছেলো!—মোদের আজা অমন ঘোড়ায় চ'ড়ে, তা'র ত্যা-সীমানায় পা দিতে নালো, ও কিনা প্যাশম ধ'রেছেলো! ছিঁড়ে নিতে পেরিলি ত? ক্যামন ক'রে প্যাশম পেক্‌ড়িলি—আঁ্যা?

কালনাশ।—ক্যামন ক'রে প্যাশম পেক্‌ড়েছেলাম, দেখ্‌বিবে শালা তালভোঁশ? এই দেখ্! (কেশাকর্ষণ)—আমার সাতে তামেশা!

তালভোঁশ।—ওরে! মেইড়ি তুই প্যাশ ধ'রতে পেরিলি! আরে

ছেড়ে দে! ওরে—শালা মোরে মেরে ফ্যাল্লে! স্যানাপতি-মশায়!—ও শালাপতি-মশায় গো—ও—ও!

(সেনাপতির পুনঃপ্রবেশ।—অশ্ব-রক্ষকদ্বয় শশব্যস্তভাবে, পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া, অদূরে দণ্ডায়মান)

কালনাশ।—এঁজ্ঞে, মোরা তামেশা কর্‌ছিলাম!

সেনাপতি।—তবে ও চীৎকার ক'র্‌ছিল কেন?

কালনাশ।—এঁজ্ঞে, কতটা বেলা আছে, তাই দ্যাখ্‌বার তরে, গাছে উঠে, ভয়ে এঁত্‌কে উঠেছ্যাল! বলেন ত মুই গাছে উঠে দেখি, বেলা আছে কি না?

তালভোঁশ।—এঁজ্ঞে, কত্তা! আমি গাছে উঠে এঁত্‌কে উঠিনি! ঐ শালা কালনাশ আমাকে—এ—এ—

কালনাশ।—এঁজ্ঞে, কত্তা! ও আমার ঐ সম্‌পরক্ক হয়! তাই ও কথা ব'ল্‌ছে!

সেনাপতি।—ভাল, তোমরা একজন ঐ উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ কোরে দেখ দেখি, সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব কত? বনভূমি ত স্বভাবতই অন্ধকার-ময়—এখন যেন অপেক্ষাকৃত আরো গাঢ়তর হ'য়ে আস্‌ছে! সূর্য্যদেব অস্তগত হ'য়েছেন ব'লেই বোধ হ'চ্ছে?

কালনাশ।—(বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক)—স্যানাপতি-মশায়! সব্বনাশ হ'য়েছে!—ব্যালা ত আর এক তোলাও নেই!—পচ্চিম আকাশ এখনি আঙ্গা টক্‌টকে ছ্যালো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব নিবে গিয়ে আঁদার মাখা হ'য়ে গ্যালো!

সেনাপতি।—তবেই সর্ব্বনাশ। একে এই শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম বন-ভূমি, তা'র উপর অন্ধকার ভীষণ-মূর্ত্তি বিস্তার ক'রে, ক্রমে জগৎকে গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে! পথ সকল নিতান্ত সঙ্কীর্ণ অথচ বন্ধুর! এই বন্ধুর ভূমি অতিক্রম ক'রে, পরিশ্রান্ত অশ্বগণও যে আর গমনে সমর্থ হবে তাও বোধ হ'চ্ছে না! মৃগয়া-কৌতুহলে আত্মহারা হ'য়ে, কে যে কোন পথে, কোন্ দিকে গিয়েছে, কিছুই নিশ্চয় নাই! মহারাজই বা কোন্ পথে, কত দূর গিয়ে, কোথায় প'ড়েছেন, তা'ও স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছিনে! একেত মৃগয়াকালে তাঁর বাহ্যজ্ঞান শূন্যপ্রায় হয়, তার উপর সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অশ্বিনীর অনুসরণে, একেবারে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, উন্মত্তের ন্যায়, তীর-বেগে তা'র পশ্চাৎ গমন ক'রেছেন! তাঁর সুশিক্ষিত অশ্ব, বন্ধুর ভূমি অনায়াসে অতিক্রম ক'রে, বিদ্যুৎ-বেগে ধাবমান হ'লো— আমরাও যতক্ষণ পার্‌লেম, যথাসাধ্য মহারাজের পশ্চাৎ গমন ক'র্‌লেম! শেষে তিনি অশ্বিনীর অনুসরণে ক্রমে অদৃশ্য হ'লেন। এখন কোথায় গেলে যে মহা-রাজের সাক্ষাৎ পাব—কোন্ পথে, কোন্ দিকে যাব—কিছুই স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। আজ আমাদেরই হোক্ বা মহারাজেরই হোক, কোন সর্ব্বনাশ যে ঘট্‌বে, তা'র সন্দেহ নাই! মহারাজের কোন বিপদ হ'লে, আমাদেরই বিপদ! আমি জানি, রাজন্যবর্গের দুর্লক্ষণের পূর্ব্বক্ষণেই এরূপ ঘ'টে থাকে! লক্ষ্য ব্যর্থ—অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবের অনুসরণ—এ সমস্তই অনর্থের কারণ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বিপৎপাতের পূর্ব্বক্ষণেই লক্ষ্য ব্যর্থ হ'য়েছিল! ভগবান রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগের অনুসরণ ক'রেই, শেষে সীতা-বিচ্ছেদ চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে বনে বনে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। এই সকল কারণেই স্পষ্ট বোধ হ'চ্চে, সেই অভূতপূর্ব্ব অশ্বিনীর অনুসরণ ক'রেই, মহারাজ শান্তিময়ী অবন্তীপুরীর ভাবী সর্ব্বনাশের সূত্রপাত ক'রেছেন!

গীত।

হায়রে অন্ধকার আজ্ হ'লো অবন্তীনগর।
অকালে লুকাল রবি, শুকাল শান্তিসাগর॥
একে ঘোর নিবিড়ারণ্য, দশদিক তমসাচ্ছন্ন,
কোথায় শিবির, কোথায় সৈন্য, কোথায় দণ্ডী নরবর॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:—

স্থান—পর্ব্বত-উপত্যকা।

(সবেগে দণ্ডীর প্রবেশ)

দণ্ডী।—নিশ্চয়ই ধ'রব! এই—এই ধর্‌লেম! কৈ? না!—কি আশ্চর্য্য!—অদৃশ্য! একেবারেই অদৃশ্য!! ও কি! অন্ধকারময় অরণ্যভূমি সহসা আলোকময় হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? এ কি দাবানল! বন-দগ্ধকারী ঘোর দাবানল প্রজ্বলিত হ'লো! না!—তা হ'লে, অনল-উত্তাপ অবশ্যই অনুভূত হ'তো! এতে ত তেজের সত্বা কিছুই নাই। এ যে পূর্ণচন্দ্রের অমৃতময় কিরণ অপেক্ষাও অমৃতময় ব'লে বোধ হ'চ্ছে! তবে কি চন্দ্র? অরণ্যে চন্দ্রোদয়! না—তাও ত নয়! ক্রমে যে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্না রমণী মূর্ত্তি ব'লেই বোধ হ'চ্চে—এ কি জীবিত? না সুনিপুণ বিশ্বশিল্পীর স্বহস্ত-গঠিত অগ্নি-পরিশুদ্ধা সুবর্ণ-প্রতিমা? না—না! এতো সজীব ব'লেই বোধ হ'চ্চে! ঐ যে! হস্ত পদাদিও

সঞ্চালিত হ'চ্ছে! তবে সেনাপতি যা ব'লেছিল, এ কি সত্যই তাই? সত্যই কোন মায়াবিনী, অশ্বিনীরূপে মায়াজাল বিস্তার ক'রে, আমার সঙ্গে ছলনা আরম্ভ ক'রেছে? ভাল, দেখি—মায়াবিনীর মায়াজাল ছিন্ন ক'র্‌তে পারি কি না! আমি ত নিরস্ত্র নই! আজ নিশ্চয়ই মায়াবিনীর মায়াজাল ছিন্ন ক'র্‌বো! আগে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, প্রকৃত পরিচয় দেয় কি না—(প্রকাশ্যে)—দেখ, সুন্দরী! আমি তোমার সেই অশ্বিনীরূপ হ'তে এই মোহিনীরূপ ধারণ পর্য্যন্ত সকলই প্রত্যক্ষ ক'রেছি! —আর আমার নিকট আত্ম-গোপন ক'রো না! যা ক'রেছ—যথেষ্ট হ'য়েছে! অনেক কষ্ট দিয়েছ—আর না! আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রছি! প্রবঞ্চনা ক'রে, সত্যপথ কণ্টকিত ক'রো না! প্রকৃত পরিচয় দাও!—আমি তোমার অশ্বিনীরূপের অনুসরণ জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার ক'রেছি, প্রকৃত পরিচয় পেলেও, সে পরিশ্রম অনেক অংশে সার্থক জ্ঞান ক'র্‌বো!—সুন্দরী! তুমি কে?—শীঘ্র পরিচয় দাও!

গীত।

একাকিনী কে তুমি হে এ ঘোর কাননে,
প্রকাশি, রূপসি! বল কি ভাব মনে।
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা, নিরখি রূপ নিরুপমা,
বল হে হ্লাদিনি তুমি কার মনোরমা—
কি জন্যে অরণ্যে ভ্রমো নব-যৌবনে।

রমণী।—পরিচয় দিয়ে, পরিচয় নিলে, ভাল হয় না?

দণ্ডী।—নিজ মুখে নিজ পরিচয় দেওয়া, আমাদের রীতি নয়!—রাজারা কখনো স্বয়ং কারো কাছে পরিচয় দেন না!

রমণী।—পরিচয় না পেয়ে পরিচয় দেওয়া, আমাদেরও রীতি নয়!

বিশেষতঃ, স্ত্রীজাতি কখনো নিজ মুখে পুরুষের নিকট পরিচয় দেয় না!

দণ্ডী।—তবে তোমার পতিকে ডাক—তিনি এসে পরিচয় দিন্!

রমণী।—আপনি কেন আপনার রাণীকে ডাকুন না—তিনি এসে আপনার পরিচয় দিন্!

দণ্ডী।—আমি মৃগয়ার জন্য অরণ্যে এসেছি! এ অবস্থায়, রাজ্ঞীদের কি সঙ্গে থাকা সম্ভব?

রমণী।—আমিও যখন একাকিনী, স্বাধীনভাবে, বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌ছি, তখন আমারও কি স্বামী সঙ্গে থাকা সম্ভব?

দণ্ডী।—তবে কি তোমার স্বামী নাই?

রমণী।—আপনারও কি তবে রাণী নাই?

দণ্ডী।—রাণী আছেন বৈ কি?

রমণী।—আমারও স্বামী আছেন বৈ কি?

দণ্ডী।—তোমার স্বামী কোথায়?

রমণী।—আপনার রাণী কোথায়?

দণ্ডী।—অন্তঃপুরে!

রমণী।—আমার স্বামীও স্বর্গপুরে!

দণ্ডী।—তোমার স্বামী স্বর্গে গিয়েছেন!—তবে বল, তাঁর পরলোক হ'য়েছে!—তুমি বিধবা?

রমণী। স্বর্গের নাম যদি পরলোক হয়, তবে অন্তঃপুরের নামও নরক হ'তে পারে? তবে বলুন, আপনার রাণী নরকে আছেন—আপনি গৃহ-শূন্য?

দণ্ডী।—কেন তুমি অকারণে আমার রাণীর অমঙ্গল কামনা ক'র্‌ছ?

রমণী।—আপনিই বা কেন অকারণে আমার স্বামীর অমঙ্গল কামনা ক'র্‌ছেন?

দণ্ডী।—এরূপ অলোক-সামান্যা ষোড়শী রূপসী যা'র স্বেচ্ছাচারিণী, সে স্বামীর মৃত্যুই মঙ্গল।

রমণী।—এরূপ অলোক-সামান্য সুরূপ-সম্পন্ন স্বামী যা'র স্বেচ্ছাচারী, সে স্ত্রীর মরণই মঙ্গল!

দণ্ডী।—কেন?—মৃগয়ায় আস্‌তে কি আমাদের বাধা আছে?

রমণী।—আমাদেরও কি মৃগয়ায় আস্‌তে বাধা আছে?

দণ্ডী।—তুমিও মৃগয়ার জন্যে বনে এসেছ? কৈ, সুন্দরি! মৃগয়ার উপযোগী অনুবন্ধ ও উপকরণ কৈ? অধিক সৈন্য-সামন্ত না থাক্, অন্ততঃ দু চার জন পৃষ্ঠ-রক্ষকও তো আবশ্যক? তার পর ধনু, শর, বাগুরা প্রভৃতি কিছুই ত দেখ্‌ছিনে?—সে সকল কৈ?

রমণী।—(সহাস্যে)—কেন, আমাদের ভ্রূ—ধনু! কটাক্ষ—শর! কোকিল, বসন্ত, মলয়ানিল, পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি—পৃষ্ঠ-রক্ষক অনুচর! যৌবন—প্রলোভন! রূপরাশিই—মৃগ-ধরা ফাঁদ! যুবক-মৃগকুল, লোভে আকুল হ'য়ে, এই ফাঁদে আপ্‌না আপ্‌নি এসে আবদ্ধ হয়! আপ্‌নাদের মৃগয়ার লক্ষিত-মৃগের অনুসরণ ক'রতে হয়, আমাদের লক্ষিত মৃগ আপ্‌নিই এসে ধরা দেয়!

গীত।

যুবক-মৃগ-কুল আকুল চিতে, ভুলে আপনা হ'তে
অবশেষে, পড়ে এসে, বসিলে রূপের ফাঁদ পেতে।
স্বর শুনে যেমন কুরঙ্গ, ব্যাধের ফাঁদে সোঁপে অঙ্গ,
রূপেতে ভুলে পতঙ্গ, পোড়ে যেমন পাবকেতে।

দণ্ডী।—হাঁ, এ মৃগয়ায় যে, তোমাদের সম্পূর্ণ নৈপুণ্য আছে, তা আমি বেশ জানি! কিন্তু, কি মৃগয়া ক'রেছ, তাতো কিছুই দেখ্‌ছিনে?

রমণী।—আপনিই বা কি মৃগয়া ক'রেছেন, তাওত দেখ্‌ছিনে?

দণ্ডী।—সংপ্রতি আমার মৃগয়া-লব্ধ ধন তুমি! তোমার সেই অশ্বিনীরূপের অনুসরণ ক'রেই ত তোমাকে ধরেছি!

রমণী।—তবে আমরাও মৃগয়া-লব্ধ ধন আপনি!

দণ্ডী।—কেন, তুমি ত আমাকে ধর্‌বার জন্য যত্ন কর নাই?

রমণী।—আমিত পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমাদের লক্ষিত মৃগ আপ্‌নি এসে ধরা দেয়!

দণ্ডী।—আমি তোমার নিকট বাক্‌-চাতুর্য্যে পরাজয় স্বীকার ক'রলেম! কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, আমরা মৃগয়ায় এসে, যে মৃগকে জীবিত ধর্‌তে পারি, তা'কে পশুশালে রক্ষা ক'রে থাকি, তোমার মৃগয়া-লব্ধ মৃগকে কোথা রাখ্‌বে বল দেখি?

রমণী।—আপনি যদি আমার মৃগ-ধরা ফাঁদে প'ড়ে থাকেন, তা হ'লে পশুশালে রাখ্‌তেই বা দোষ কি? আপনি রাজা! আপনাকে আমার এতদূর বলা উচিত নয়; কিন্তু, বলুন দেখি, যুবা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী, অজ্ঞান,—যিনিই হউন, আগে পশুতে পরিণত না হ'লে আমাদের ফাঁদে পড়ে কিনা?

দণ্ডী। সংপ্রতি আমিও তোমার রূপে মুগ্ধ!—তবে আমাকেও কি তাই মনে কর?

রমণী।—না! শুদ্ধ রূপে মুগ্ধ হ'লে, তা মনে করিনে! রূপে হোক্‌, গুণে হোক, তাতে নিঃস্বার্থভাবে মুগ্ধ হওয়া, মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম! কিন্তু, রমণীর রূপ, চক্ষের পথ দিয়ে, হৃদয় মধ্যে প্রবেশ ক'রে, যা'র কু-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, আর সে যদি সেই কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি

কর্‌তে সমর্থ না হ'য়ে সেই দুষ্প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করে, তা' হ'লে তা'র সেই অবস্থাকে আমি পশুত্ব মনে করি! আপ্‌নি রাজা; আর আমি একজন অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী, স্বেচ্ছাচারিণীর মত একাকিনী বনে বনে বেড়াচ্ছি, এ দেখে আমার রূপে মুগ্ধ হওয়া আপনার কর্ত্তব্য, না অন্তরের সহিত আমাকে ঘৃণা করা উচিত? আপনি আমার বাহ্যিক রূপে মোহিত হ'লেন; কিন্তু, আমার অন্তর মধ্যে স্বর্গ কি নরক আছে, তা দেখ্‌লেন না। জানি, প্রথমতঃ, লোকে রূপজ মোহে, পরে প্রণয়ের বিনিময়ে, মুগ্ধ হ'য়ে থাকে; কিন্তু, আমি ত আপনাকে প্রণয়ের চিহ্ন কিছুই দেখাই নাই। আর, দেখালেও সেটা মৌখিক কি আন্তরিক, নিঃস্বার্থ, কি স্বার্থ-পূর্ণ, তার পরীক্ষা ক'রেছেন কি?

দণ্ডী।—সুন্দরি! তোমার হৃদয় পরীক্ষা ক'র্‌তে, স্বার্থ-নিঃস্বার্থতা দেখ্‌তে, সরলতা-কপটতার বিচার ক'র্‌তে, আর আমার অধিকার নাই। যে জ্ঞানে, যে ধৈর্য্য-শক্তিতে, সে বিচার ক'র্‌তে সমর্থ হ'ব, এখন আমি সেই জ্ঞান ও সেই ধৈর্য্যের উচ্চ সীমা হ'তে, বহু নিম্নে পতিত। সুতরাং, সে বিচারে, আর আমার সামর্থ্য নাই! তুমি সরল-ভাবে অন্তরে স্থান দাও বা না দাও, কিন্তু, আমি আর তোমার ঐ ভুবনমোহিনী প্রতিমা অন্তর হ'তে অন্তর কর্‌তে পার্‌ব না! এখন আমার অনুনয় রাখ! সন্দেহ ঘুচাও! প্রকৃত পরিচয় দিয়ে, উৎকণ্ঠা দূর কর!

রমণী।—না! আর আপনার উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধি ক'র্‌ব না! আমার পরিচয় এবং অশ্বিনী-দেহ ধারণের কারণ শুনুন! আমি অপ্সরাজাতি!—স্বর্গ-নর্ত্তকী!—নাম—উর্ব্বশী!—আপন দুর্ব্বুদ্ধির দোষে, মহর্ষি দুর্ব্বাসার কোপ-দৃষ্টিতে অভিসম্পাতগ্রস্ত হ'য়েছি!—সেই অমোঘ ব্রহ্ম-শাপে দিবাভাগে অশ্বিনী হ'য়ে, বনে বনে ভ্রমণ করি, আর সূর্য্যাস্তের পর স্বদেহ প্রাপ্ত হই! আপনি দিবাভাগে, প্রকৃত অশ্বিনী বোধে, আমার

অনুসরণ ক'রেছিলেন, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই, তাই আমার স্বদেহ-প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ ক'রেছেন !

দণ্ডী।—সুন্দরি ! তুমি দেবী হও, দানবী হও, বা সত্যই শাপভ্রষ্টা স্বর্গ-রূপসী উর্ব্বশী হও, তুমি আমার মৃগয়া-লব্ধ ধন ! তোমায় আমি কখনই পরিত্যাগ ক'র্ব না। ইন্দ্রের উদ্যান-লতা নন্দন-বনচ্যুত হ'য়েছে ব'লে কি, এই কণ্টক-কাননে বাস ক'র্বে ? এস !—এখন আমার এই হৃদয়-উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন কর !

[উর্ব্বশীর কণ্ঠ-আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অবন্তী—রাজ-অন্তঃপুর।

(রাণী ও অনেক সখীর প্রবেশ)

রাণী।—আর কিছু শুন্‌লিনে ?

দাসী।—আরও শুন্‌লেম! মন্ত্রী-মশায় ব'ল্লেন—সেনাপতি এখনও ফেরেন নাই! আগে কতকগুলি লোকজন পাঠিয়ে দিয়েছেন।—তা'রাই এসে ব'ল্লে—মহারাজ, মৃগয়া ক'র্‌তে ক'র্‌তে, একটা সুন্দর ঘোড়া দেখে, সেটাকে ধর্‌বার জন্য, তা'র পাছে পাছে ছুট্‌লেন। সেনাপতি-মশায় আরও কে ক'জন মহারাজের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। শেষে তা'রা মহারাজের ঘোড়ার সঙ্গে বেশী দূর যেতে না পারায়, খানিক পরেই ছাড়াছাড়ি হ'য়ে পড়ে।—তা'র পর ক্রমে রাত হ'য়ে এল, অন্ধকারে সে রাত্রে তা'রা মহারাজের অনুসন্ধান না পেয়ে, সকাল হ'তে সকলে তাঁর সন্ধান ক'র্‌তে বেরিয়েছেন! আর সেনাপতি-মশায় ব'লে দিয়েছেন—মন্ত্রী-মশায় যেন কোন চিন্তা না করেন, রাণী-মা ভাব্‌বেন ব'লে আগে লোক পাঠালেম, আমরা মহারাজের অনুসন্ধান ক'রে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে, সত্বরেই নগরে উপস্থিত হব! বোধ হয়, আজ এক সময় এসে পৌঁছাবেন।

রাণী।—নিশ্চয়ই পৌঁছাবেন, তাই বা কেমন ক'রে জানব? অন্যবার তাঁর মৃগয়ায় যাবার উৎসব দেখে, আমার মনে আনন্দ হ'তো, এবার যেন, সব তা'র বিপরীত ঘট্‌লো! মহারাজ যখন, সেই মৃগয়ার বেশে, আমার কাছে বিদায় নিতে এলেন, তখন তাঁকে দেখেই আমার দক্ষিণ চক্ষু নৃত্য ক'রে উঠ্‌লো—দক্ষিণ অঙ্গ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো—কি যেন মনে হ'য়ে, হঠাৎ চক্ষে জল এলো—আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ এসে হৃদয়কে অধিকার ক'ল্লে! তখন যাত্রা ক'রে বেরিয়েছেন, বাধা দেওয়া ভাল হয় না, বাধা দিলেও শুন্‌বেন না, তবে কেন মিছামিছি তাঁর যাত্রা ভঙ্গ করি, এই ভেবে, আর কিছুই বল্‌তে পাল্লেম না! যতদূর পাল্লেম, মনের ভাব গোপন করে চক্ষের জল চক্ষে মুছে, সেই কান্নার চক্ষে হেসে, তাঁকে বিদায় দিলেম! আমার প্রাণের ব্যথা, মর্ম্মের যাতনা, যদি তিনি জান্‌তেন, তা হ'লে কি মৃগয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হ'তেন! না, এম্‌নি ক'রে ভুলে থাক্‌তে পারতেন! সখি! মৃগয়ার যে এত মাদকতা, মৃগয়ায় যে এমনধারা আত্মহারা করে, তা যদি আগে জান্‌তেম, তা হ'লে কি তাঁকে যেতে দিতেম? তিনি বীর পুরুষ!—মৃগয়ায় গিয়েছেন—সেই উৎসবেই ভুলে আছেন! কিন্তু, আমার প্রাণ তা বোঝে কৈ? পোড়া মনে যে কু বৈ সু চিন্তার ছায়াও পড়ে না! একবার মনে হয়—হয় ত কোনো ভাগ্যবতীর কপাল প্রসন্ন হয়েছে! তা'কে পেয়েই ভুলে আছেন! তা থাকুন, তাতেও তত দুঃখ নাই!—তিনি স্বামী, যাতে তিনি সুখে থাকেন, তাতেই আমার সুখ! কোনো অমঙ্গল না ঘট্‌লেই হ'ল! কিন্তু, সখি! সেনাপতি যা ব'লে পাঠিয়েছেন, তা শুনে যে মন আরও ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো! এত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সেনাপতি এবং মহারাজ স্বয়ং সমস্ত দিনেও একটা অশ্বিনীকে ধর্‌তে পারেন নাই! শেষে সকলে মহারাজকে বনের মধ্যে হারিয়ে, এখন পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক'চ্ছে

বেড়াচ্ছেন! এ যে, সখি, বড়ই সন্দেহের কথা! বনে কত মায়াধারী রাক্ষস-পিশাচের বাস, পাছে তা'দের ছলনায় মহারাজ কোনো বিপদে পড়েন! কি যে হবে—পোড়া কপালে যে কি সর্ব্বনাশ লেখা আছে—কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে!

গীত।

কেন হেরি এ কুলক্ষণ, বিধির লিখন কি আছে, না জানি।
এত দিনে সুখের বাজার ভাঙ্গ্‌ল বুঝি ও সজনি॥
অন্তরে বিষম আতঙ্ক, কাঁপিতেছে দক্ষিণ অঙ্গ,
শুকাইল সুখের তরঙ্গ;
আজ ভাগ্য-দোষে, বিধির বসে—(কপাল ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে)
(অভাগিনীর কপাল বুঝি ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে) আজ ভাগ্য দোষে,
বিধির বসে, দিবসে দেখি যামিনী॥
মৃগয়াতে হ'য়ে ভ্রান্ত, হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত,
পাণ্ডু রাজার ব্রহ্মশাপান্ত—
ভেবে হয় প্রাণান্ত বুঝি একান্ত—(কি যে আছে সই, আছে সই—
অভাগিনীর ভাগ্যে)—ভেবে হয় প্রাণান্ত, বুঝি একান্ত
হারাই কান্ত গুণমণি॥

(ধনুর্ব্বাণ-হস্তে শিশু-রাজকুমারের প্রবেশ)

কুমার।—দেখ মা! আজ আমায় কেমন মানিয়েছে! বাবা যখন মৃগয়ায় যান, তখন তিনি, এম্‌নি ক'রে, পোষাক প'রে, যান্‌নি মা? হাঁ মা, কথা ক'চ্ছ না কেন? আমি মন্ত্রী-মশায়ের কাছে ছিলেম—অনেকক্ষণ তোমার কাছে আমি নাই—তাই কি মা রাগ ক'রেছ? এই ত আমি এসেছি! মন্ত্রী-মশায় আমাকে সাজিয়ে, তোমাকে দেখাবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন! মা, দেখ দেখ! আমি কেমন বাণ ছুড়্‌তে শিখেছি! (একটী ক্ষুদ্র বাণ ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ)—দেখ্‌লে না? তবে আমি

রাগ ক'রে চল্লেম!—আমাকে কাঁদালে? আমি তবে আর তোমার কোলে যাব না।

(প্রস্থানোদ্যত পুত্রকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দণ্ডীর প্রবেশ)

দণ্ডী।—মহিষি। কুমারকে কাঁদিয়েছ কেন? দেখ দেখি, কেঁদে কেঁদে চোক দুটী রক্তপদ্মের মত রাঙ্গা হ'য়েছে।—তোমার প্রাণ তো বড় কঠিন!

রাণী।—তোমার প্রাণ ত খুব কোমল?—তা হ'লেই হ'লো।

রাজা।—কেন? আমার কঠিনতার পরিচয় কি পেলে?

রাণী।—আমারই বা কি পেলে?

রাজা।—কুমারকে কাঁদিয়েছ কেন?

রাণী।—তুমি আমাকে কাঁদিয়েছ কেন?

রাজা—আমি তোমাকে কিসে কাঁদালেম?

রাণী।—কিসে কাঁদালে, তা যদি বুঝ্‌তে পার্‌তে তা হ'লে আমাকে কঠিন ব'ল্লে, শোভা পেতো!

রাজা।—ভাল! তাতে আমারই উপর অভিমান হ'তে পারে, ছেলেমানুষকে কাঁদালে কেন?

রাণী।—মন্ত্রী ওকে মৃগয়ার বেশ পরিয়ে দিয়েছে কেন? ও আমি দেখ্‌তে পারিনে।

কুমার।—আমায় কি মৃগয়া শিখ্‌তে দিবিনে মা?

রাণী।—না, তোমাকে শিখ্‌তে হবে না।

কুমার। না, আমি শিখ্‌বে।

রাণী।—শিখ্‌বি তবে যা! (রাজার কোল হইতে নাবাইয়া দিয়া) যা!—তোর মন্ত্রী-মশায়ের কাছে যা! যা মৃগয়া শিখগে!

কুমার।—না, আমি যাব না!

রাণী।—তবে বল্, ওসব শিখ্‌বি নে?

কুমার।—শিখ্‌বো!

রাণী।—তবে মার্‌ব! (পৃষ্ঠে স্নেহভরে ক্ষুদ্র মুষ্ট্যাঘাত) কেন, ওদিকে চেয়ে রইলি যে? আয় কোলে আয়!—বল্, শিখ্‌ব না?

কুমার।—এখন না শিখ্‌লে, তখন মৃগয়া কর্‌তে পার্‌ব কেন?

রাণী।—তোমাকে মৃগয়া ক'র্‌তে হ'বে না।

কুমার।—কেন?

রাণী।—তুমি মৃগয়ায় গেলে, বৌমা যে কাঁদ্‌বে?

কুমার।—বাবা যে মৃগয়ায় যান?

রাণী।—আমি যে কাঁদি!

রাজা।—ওঃ! এইজন্য মৃগয়ার প্রতি এত বিদ্বেষ? মহিষি! তুমি স্বভাব-সরলা স্ত্রীজাতি। মৃগয়ায় যে কত আনন্দ, কত উৎসব, তা কেমন ক'রে জান্‌বে?

রাণী।—মৃগয়ার উৎসব যা, আনন্দ যা, তাও জানি, পরিণাম যা, তাও জানি! মৃগয়াতে কে কবে সুখী হ'য়েছে? কেউ নিজে কেঁদেছে।—কেউ পরকে কাঁদিয়েছে। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গিয়ে শকুন্তলাকে বিবাহ ক'রেন, তাকে কত কাঁদিয়েছিলেন। রাজা উত্তানপাদ মৃগয়ায় গিয়ে, পরিত্যক্তা পত্নী সতী সুনীতির কুটীরে উপস্থিত হ'য়ে, তা'র নির্ব্বাণ আগুণ জ্বেলে দিয়ে, আবার তাকে কাঁদিয়ে রেখে, গৃহে এসেছিলেন। রাজা দশরথ মৃগয়ায় গিয়ে, অন্ধমুনির একমাত্র সন্তান সিন্ধুকে বিনাশ করায়, সেই পুত্রহারা অন্ধ-অন্ধার যে কি গতি হ'য়েছিল, তা তোমার অবিদিত নাই। পাণ্ডুরাজ মৃগয়ায় গিয়ে, আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ক'রেছিলেন। রামচন্দ্র সীতা-হারা হ'ন।—হরিশ্চন্দ্র রাজ্য হারা হ'ন।—মৃগয়ার ফলাফল আর বেশী কি বল্‌ব।

রাজা।—মহিষি! তুমি, রাজা উত্তানপাদ, রাজা দুষ্মন্ত, রাজা দশরথ প্রভৃতি, মহাত্মাগণের মৃগয়া জন্য যে অশুভ ফল প্রতিপন্ন ক'ল্লে, ভেবে দেখ দেখি, সেই আশু অশুভের পরিণাম কত প্রার্থনীয়? কতদূর মঙ্গলজনক?

রাণী।—মঙ্গলজনক কিসে?

রাজা।—কিসেই বা নয়? মহাত্মা উত্তানপাদ যদি মৃগয়ার্থে গমন না ক'র্‌তেন, তা হ'লে কি সেই সপত্নী-বিদ্বেষানল বিদগ্ধা পরিত্যক্তা পত্নী সতী সুনীতির কুটীরে উপস্থিত হ'তেন, না তেমন কুলপাবন পুত্র ধ্রুব-রত্ন লাভে ধন্য হ'তে পার্‌তেন? রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া-যাত্রা না ক'র্‌লে, কণ্বাশ্রমেও উদয় হ'তেন না, আর মহর্ষি কণ্ব-পালিতা সেই স্বর্ণপ্রতিমা শকুন্তলাকেও পত্নীরূপে প্রাপ্ত হ'তেন না।—ভারতবর্ষ যে আজ শকুন্তলা পুত্র ভারতের নামে বিখ্যাত, দুষ্মন্তের মৃগয়া যাত্রাই তা'র মূল।—একি দুষ্মন্তের কম সৌভাগ্যের কথা?—সূর্য্য-কুলতিলক-মহারাজ দশরথ মৃগয়ার্থে গমন না ক'ল্লে, অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে মৃগ-ভ্রমে বিনাশ ক'র্‌তেন না, আর সেই সিন্ধুবধ জন্য পরিণাম-শুভ ব্রহ্মশাপে পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন রামচন্দ্রকেও পুত্ররূপে প্রাপ্ত হ'য়ে অনন্ত কালের জন্য, জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে যেতে পার্‌তেন না! বল দেখি মহিষি। তাঁদের সেই মৃগয়ার্জ্জিত আপাত-অশুভের পরিণাম কিরূপ সৌভাগ্যজনক? ধরাধামে তেমন ভাগ্যবান্ আর কি কেউ জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে? ধন্য দশরথ! —ধন্য দশরথের মৃগয়া।

গীত।

ধন্য দশরথ মনোরথ যার পুরালেন ভগবান।
বল কে, ত্রিলোকে, প্রিয়ে, তাঁর সম আছে ভাগ্যবান॥
জগতে যাঁর সুযশ ঘোষে, ধরা ধন্য যাঁর পৌরষে,

যাঁর ঔরসে—পূর্ণব্রহ্ম যাঁর ঔরসে—
পিতৃভাবে করেন ভক্তি, পদে পান মুক্তি নির্ব্বাণ।

রাণী।—আমি তা জানি। যে যা ভালবাসে, সহস্র দোষ থাক্‌লেও সে তাতে দোষের আঁচড়টী লাগ্‌তে দেয় না। ভাল—তাঁরা সকলেই, মৃগয়ায় গিয়ে, সুফল লাভ করেছেন সত্য, তুমি মৃগয়ায় গিয়ে, কি লাভ ক'র্‌লে? তোমার মৃগয়ার ফল তো কেবল আমাকে কাঁদানো।

রাজা।—(স্বগত)—এ কি? "তোমার মৃগয়ার ফল আমাকে কাঁদানো"—এ কথা বল্‌বার তাৎপর্য্য কি? তবে কি মহিষী আমার অশ্বিনী-প্রাপ্তির বিষয় জান্‌তে পেরেছেন?—(প্রকাশ্যে) রাজ্ঞি! "তোমার মৃগয়ার ফল আমাকে কাঁদানো"—এ কথা ব'ল্লে কেন? রাজন্যবর্গের মধ্যে, কোন্ রাজা মৃগয়াসক্ত নন? তাঁরা মৃগয়ায় গেলে, তাঁদের মহিষীরা কি কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতেন? পতির মৃগয়া গমনে নিরানন্দ না হ'য়ে, বরং পতির মৃগয়া-লব্ধ জীবিত মৃগ শাবকাদি ল'য়ে আনন্দ প্রকাশ করাই উচিত।

রাণী।—তুমি মৃগয়া ক'রে কি এনেছ, যে, তাই নিয়ে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌ব?

রাজা।—অরণ্যে আর কি আছে, যে, তাই এনে তোমার মনস্তুষ্টি সম্পাদন ক'র্‌ব?

রাণী।—কেন? তোমার মৃগয়া-যাত্রার পূর্ব্বেই বুঝি বনের পশু-পক্ষীরা সংবাদ পেয়েছিল, তাই ভয়ে বন ছেড়ে চ'লে গিয়েছে?

রাজা।—তাদের আর আছে কি যে, তাই নিয়ে চ'লে যাবে? দেখ্‌লেম সিংহ—কটি-হীন! মৃগকুল—অন্ধ! করিযূথ—শূকরের ন্যায় করশূন্য! শুকপক্ষী—চঞ্চুহীন! মরালকুল—গতিশক্তিবিহীন! কোকিল-কুল—নীরব! অপরদিকে, তরুলতাগণের প্রতিও চেয়ে দেখ্‌লেম,

তাঁদেরও সম্পদ নাই।—কুন্দতরু—কালিকা শূন্য! রম্ভাতরু—তন্তুসার? দাড়িম্বতরু—ফলহীন!—পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, সকলেই সম্পদ-শূন্য হ'য়ে, যেন সমবেদনায় গলা-ধরাধরি ক'রে কাঁদ্‌ছে! তাদের সেই বিষম বিষাদের কারণ অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পার্‌লেম—তাদের যথা-সর্ব্বস্ব অপহৃত হ'য়েছে! অবন্তী-রাজমহিষী স্বীয় প্রিয়-সহচর যৌবনকে সহায় ক'রে, তাদের যা কিছু গৌরবের ধন সমস্তই হরণ ক'রে ল'য়ে গিয়েছেন। সেখানে যা শুন্‌লেম্, এখানেও সেই অপহৃত বস্তুগুলি প্রত্যক্ষ ক'র্‌ছি!

রাণী।—ওকি কথা? আমি আবার কার কি হরণ ক'রেম?

দণ্ডী।—অয়ি কোটী-চন্দ্র-বিনিন্দিত-বদনে! সিংহকে কটিহীন দেখেছি! তুমি সেই সিংহ হ'তে কটি, করী-কর, এবং রাম-রম্ভা হ'তে উরু-যুগল, মৃণাল হ'তে বাহু-লতা, শুকচঞ্চু হ'তে নাসিকা, কুরঙ্গিনী হ'তে নয়ন-হিল্লোল, কোকিল হ'তে কণ্ঠস্বর, মরাল হ'তে গতিভঙ্গি, পক্ক-বিম্ব হ'তে অধর-রাগ, কুন্দ-কলিকা হ'তে দশন-দাম, চম্পক-কলিকা হ'তে অঙ্গুলী-রাগ, দাড়িম্ব হ'তে পয়োধর, তাহাদের যা কিছু গৌরবের ধন ছিল, শশধর-মুখি! সব্‌ই তো হরণ ক'রেছে। বনে আর শোভাস্পদ বস্তু কি রেখেছ যে, তাই এনে দেখাব?

গীত।

প্রিয়ে আছে কি অরণ্যে অন্য শোভা আর।
বনমাঝে যে সম্পদ ছিল হে যার,
সব হ'রেছে শশিমুখী! কিছু নাই আর মৃগয়ার॥
দেখ্‌লেম তরুতলে পড়ি, কটি হীন কাঁদে কেশরী,
শুকহীন শুক-শারী কাঁদে অনিবার—
মৃগমদ-হারা হ'য়ে মৃগকুল করে হাহাকার,
নাই হে লতার কোমলতা—মলিনতা মাত্র সার॥

রাণী—খুব চোর ধ'রেছ যা' হোক্ !

দণ্ডী।—এখন চোরের কিছু দণ্ড হওয়া আবশ্যক !

রাণী।—দণ্ডের আর বাকী কি আছে ? ক'দিন ধ'রে যে, সাত চোরের কান্না কেঁদেছি !

দণ্ডী।—কান্নাতেই কি চোরের শাস্তি যথেষ্ট হ'লো ? রাজদণ্ড কিছু গ্রহণ করা চাই !

রাণী।—দণ্ডের যদি কিছু বাকি থাকে, হোক্। কি দণ্ড ক'র্‌বে কর ?

দণ্ডী।—এ চোরের দণ্ড যাবজ্জীবন কারাবাস। এস—ভুজপাশে বন্ধন-পূর্ব্বক, চিরজীবনের মত এই হৃদয়-কারাগারে বদ্ধ রাখি !

(রাজ্ঞীর কণ্ঠ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক, কুমারকে কোড়ে লইয়া, দণ্ডীর প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দ্বারাবতী—রাজপথ।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ।—ধন্য হরির নর-লীলা! গোলোকের ধন ভূলোকে এসে, মধুর ভাবে কত যে মধুর খেলা খেল্‌ছেন, আর সেই সঙ্গে সংসারের কত যে হিতব্রত সাধন ক'র্‌ছেন তার অন্ত নাই! হরির অবতার গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য, বৈকুণ্ঠের প্রহরী ব্রহ্ম-শাপ-ভ্রষ্ট জয়-বিজয়ের উদ্ধার সাধন! প্রথমতঃ তা'রা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে দৈত্যকুলে জন্ম গ্রহণ ক'র্‌লে, বরাহ ও নৃসিংহরূপে তাদের উদ্ধার ক'র্‌লেন! ত্রেতায় রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ ক'র্‌লে, ভগবান্ রামরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে, তাদের রাক্ষস-দেহের মুক্তি সাধন ক'র্‌লেন! তার পর, দ্বাপরে দন্তবক্র ও শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ ক'র্‌লে, হরিও স্বীয় প্রহরীদ্বয়ের মোচনের জন্য, দেব-জননী সতী অদিতির অংশরূপিণী দেবী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ-পূর্ব্বক, যথাকালে তাদের বিষম ব্রহ্মশাপ হ'তে মুক্ত ক'র্‌লেন! বৃন্দাবন-ধামে বাল্য-লীলাকালে, মায়া-মুগ্ধ মানবের ন্যায়, কখনো রাখালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, কখনো রাখালগণকে স্কন্ধে বহন, কখনো

তাঁদের স্কন্ধে আরোহণ ক'রেছেন! স্বয়ং ভব-বন্ধনহারী হ'য়ে সামান্য নবনীর জন্য, যশোদা কর্ত্তৃক বন্ধন-গ্রস্থ হ'য়েছেন! আহা! ভগবানের বাল্য-লীলা কি মধুর! সেই মধুর লীলার মধুর রসাস্বাদনের সঙ্গে, পুতনা তৃণাবর্ত্ত, প্রলম্ব, বকাসুরাদি, বিনাশ ক'রে, ভারাক্রান্তা অবনীর ভার হরণ ক'র্লেন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন-পূর্ব্বক নলকুবর ও মণিগ্রীবকে আমার অমোঘ শাপ হ'তে উদ্ধার ক'রলেন! তা'র পর, ব্রজলীলা সমাধা হ'লে, মথুরায় এসে, ধর্ম্মদ্বেষী পাপাশয় কংশের বিনাশ সাধন ক'রে, বৃদ্ধ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অভিষেক পূর্ব্বক, লীলকায় এখন দ্বারকায় এসে, রাজা হ'য়েছেন! পুত্র-পৌত্র-কলত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হ'য়ে, কংশারি এখন সংসারী হ'য়ে প'ড়েছেন! জগতে জীব-স্রোত অপ্রতিহত রক্ষার জন্যই আদিতে অহঙ্কার, পরে মায়ার সৃষ্টি! যাঁ হ'তে মায়ার উৎপত্তি, সেই অখিলপতি স্বয়ংই আজ মায়াজালে জড়িত! আপনার রচিত ফাঁদে আপনি পতিত হ'য়ে, পতিতপাবন সংসারী হ'য়েছেন!—না! হরি যে, সংসারে এসে মায়া-জালে জড়িত, তাই বা বলি কি ক'রে? মায়া তাঁর ছায়াস্পর্শেও সমর্থ হয় নাই! যদি তাই হ'তো, তা হ'লে কি ব্রজ-রাখালগণের সরল সখ্যতা, কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপাঙ্গনাগণের সেই মধুর প্রেম, যশোদার সেই হৃদয়-ভরা স্নেহ, সমস্তই বিস্মরণ হ'য়ে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায়, মথুরায় এসে ভুলে থাক্‌তে পার্‌তেন? আহা! যখন তিনি কৃষ্ণপ্রাণা গোপাঙ্গনাগণকে চির-বিরহানলে নিক্ষেপ ক'রে, বৃন্দাবনকে চিরদিনের মত কাঁদিয়ে, অক্রুরের সহিত মথুরায় এলেন সেই সময় সেই সরলা ব্রজবালাগণের রোদনে, সেই-রথচক্র-নিষ্পেষিতা-প্রায় রাধিকার ধরা-লুণ্ঠন দর্শনে, বৃন্দাবনের পশু-পক্ষীরাও রোদন ক'রেছে! কৈ? যে রাধিকার ক্ষণিক বিচ্ছেদও যাঁর সহ্য হ'তো না—রাধা নামে যিনি অজ্ঞান হ'তেন—সেই প্রাণাধিকা রাধিকাকে একবারে অকূল শোক-পারাবারে ভাসিয়ে

আস্‌তেও যখন তিনি কাতর হন নাই, তখন তিনি যে মায়ায় মুগ্ধ, তাই বা কে ব'ল্‌তে পারে? কংশবধের পর যখন নন্দ বল্লেন,—"কৃষ্ণ রে বৃন্দাবনে চল!" রাখালেরা যখন কেঁদে কেঁদে ব'ল্‌লে—"আয় ভাই কানাই! ব্রজে আয়!" তখন তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা স্মরণ ক'র্‌লে কে বল্‌বে যে, মায়া তাঁকে স্পর্শ ক'র্‌তে পারে? তবে স্থূলদৃষ্টিতে সেইরূপ বোধ হয় বটে! যদি তাই না হ'বে, তবে তাঁর সেই সকল কার্য্য-পরম্পরা দেখেও কি বসুদেব-দেবকী মনে ক'র্‌তেন—"কৃষ্ণ আমাদের পুত্র," না পাণ্ডবেরাই ভাব্‌তেন—"হরি আমাদের মিত্র"? আহা! মায়াময়ের কি লীলা-চাতুরী! তাঁর লীলার প্রিয়সঙ্গিনী মায়ার কি মহীয়সী শক্তি! বিদ্যুৎ-আলোকে জগৎ যেন চকিতের ন্যায় একবার দৃষ্ট হ'য়ে, পরক্ষণেই গাঢ়তর অন্ধকারে লুক্কায়িত হয়, হরিও সেইরূপ জীবগণকে ঘোর মায়ান্ধকারে আচ্ছন্ন ক'রে, এক এক বার আপনার সেই সর্ব্বশক্তিময় রূপটী দেখিয়ে, পরক্ষণেই আবার, যে অন্ধকার সেই অন্ধকারেই, অন্ধ ক'র্‌ছেন! সেই জন্যই বলি, ধন্য হরি! ধন্য তোমার লীলা-খেলা! মন্ রে চল্! যদি সেই নবীন-নীরদ-নিন্দিত নীলকণ্ঠ-সেবিত নীলকায় দর্শন ক'রে পাপাগুন নির্ব্বাণ ক'র্‌বি, তবে প্রাণ ভ'রে, "হরিগুণ" গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে, সেই ত্রিগুণাতীতের চরণ দর্শনে দ্বারকায় চল!

গীত।

হরি হেরিতে হরিষে চল দ্বারকায়
হেরে নয়নে নীরধর কায়, হবে অনন্ত যন্ত্রণার অন্ত,
শেষে শান্ত হবে রে তোর ত্রিতাপ তাপিত কায়॥
পিপাসাতে প্রাণান্ত, এ যন্ত্রণা কব কায়,
সাগর ত্যজিয়ে প'ড়ে মরুভূমে বালুকায়।
ভ্রান্ত কেন রে মন হলি মায়া-মরীচিকায়,
ভয়ে লুকায় কৃতান্ত, রাধাকান্ত পদে যে বিকায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দ্বারাবতী—অন্তঃপুর।

(কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রবেশ।)

রুক্মিণী।—কান্ত! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রছি, যদি সত্য উত্তর দাও, তা হ'লে বলি?

কৃষ্ণ।—ভীষ্মক-দুহিতে! জগতে এমন কি কথা আছে যে, তোমার নিকট অপ্রকাশ রাখ্‌ব? আর অপ্রকাশ রাখ্‌ব মনে ক'রলেই বা থাক্‌বে কেন? তুমি অন্তর্যামিনী! তোমার অবিদিত কি আছে প্রিয়ে? আমি যখন যা চিন্তা করি, চিন্ময়ি! তা কি তোমার অবিদিত থাকে? তবে যদি কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে সাধ হ'য়ে থাকে বল!

রুক্মিণী।—অন্য কথা কিছুই নয়, এই কথা জিজ্ঞাসা ক'রছি, অভিমন্যুর বিবাহের পর, আমরা সকলে মৎস্যরাজ বিরাটের নিকট বিদায় নিয়ে দ্বারকায় এলেম, তুমি সেখানে থাক্‌লে! আমি আসবার সময় দেখ্‌লেম, হঠাৎ তোমার মনে কি যেন একটা চিন্তার ছায়া প'ড়েছে! পূর্ব্ব দিনের সেই আনন্দ-উৎসব, তার পরই হঠাৎ চিন্তা! অথচ কোনো কারণও দেখ্‌লাম না, এখনও দেখ্‌ছি না! কিন্তু, বোধ হ'চ্ছে, সেই চিন্তা যেন ক্রমে আরও গাঢ়তররূপে তোমার হৃদয় অধিকার ক'রেছে! তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি, হঠাৎ এভাবের কারণ কি? জানি, তোমার যত চিন্তা, পাণ্ডবদের জন্য! তা এখন তো তা'রা অজ্ঞাতবাস হ'তে মুক্ত হ'য়েছে, এখনতো তাদের রাজ্য তা'রা পাবে, তবে আর—

কৃষ্ণ।—হাঁ, তাদের রাজ্য তা'রা পাবে সত্য; কিন্তু, সে কি সহজে?

পাণ্ডবদের রাজ্য-প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভারতে একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূত্রপাত হ'য়ে, অনেক ক্ষত্রিয়কে নিধন প্রাপ্ত হ'তে হবে। ভক্তবৎসলে। তুমি তো জান যে, ভক্তের বাঞ্ছা-পূরণ আর জগতের শান্তিবিধানের জন্যই আমাদের অবতার গ্রহণ। পাণ্ডবগণ আমার পরম ভক্ত, আমি যতদিন না তা'দের সুখী কর্‌তে পার্‌ছি, ততদিন কি আমার চিন্তার বিরাম আছে?

রুক্মিণী।—মনে ক'র্লেই তো পার? সামান্য রাজ্য কি? তোমার কৃপা-কটাক্ষ হ'লে, এতদিন যে পাণ্ডবেরা ত্রিলোক-বিজয়ী হ'তো!

কৃষ্ণ।—পাণ্ডবদের ত্রিলোক-বিজয়ের আর বাকিই বা কি আছে? যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তা দেখ্‌তে চাও, সত্বরেই দেখ্‌তে পাবে!

রুক্মিণী।—তা' হ'লে, তোমারই ভক্তবৎসল নামের গৌরববৃদ্ধি হবে! এখন এ নূতন সঙ্কল্প মনে উদয় হ'য়ে মনেই মিলিয়ে না গেলে হয়!—কথায়-কাজে মিল্‌লে বুঝ্‌তে পারি!

কৃষ্ণ।—লক্ষ্মি! এ নূতন কথা নয়! এটী আমার অনেক দিনের সঙ্কল্প! সুতরাং, পূর্ব্ব হ'তেই এর যোজনা হ'য়ে আস্‌ছে, এখন সেই সঙ্কল্প-সিদ্ধির দিনও নিকট! প্রিয়ে! দেখ-দেখ! দেবর্ষি নারদ আস্‌ছেন!

(নারদের প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হোক! প্রণাম!—(উভয়ের প্রণাম)

নারদ।—অবশ্য—ব্রাহ্মণকে এ অতুল মান তুমিই দিয়েছ! তুমি যদি তা রক্ষা না ক'র্‌বে, তবে আর কে ক'র্‌বে? (রুক্মিণীর প্রতি) কিন্তু, লক্ষ্মি! তুমি যে চিরদিনের জন্য আমাদের মাথাটা খেয়েছ! হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-জাতিকে যে, চিরদিনের জন্য লক্ষ্মী-ছাড়া ক'রেছ! সেই দুঃখই বড় দুঃখ! তোম্‌রা আমাকে লৌকিক ভাবে প্রণাম ক'রে, মায়ায় মুগ্ধ ক'র্‌ছ

কেন? নারায়ণ! তুমি যে আমার পিতামহ! তোমার নাভি-পদ্ম হ'তে আমার পিতার উৎপত্তি! পৌত্র কি পিতামহের প্রণামের পাত্র? তোমার পদরজ মহাদেব মস্তকে ধারণ ক'রে ধন্য হ'য়েছেন! প্রভু! সকলই তো জানি, আর এ দাসকে বঞ্চনা কেন? তবে, যখন প্রণাম ক'ল্লে, তখন আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য! কিন্তু দীননাথ! তোমাকে আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব? তবে এই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—

গীত।

তোমায় এই আশীর্ব্বাদ করি হে শ্রীহরি।
প'ড়ে অকূল ভব-পাথারে, পাপী ডাকিলে কাতরে,
ভক্ত-প্রাণ-ধন, মুক্ত ক'রো তারে, নিদানে প্রদানে পদতরি॥
কলুষ-কাতর নরে, ডাকে যদি সকাতরে,
পাপীর করুণাস্বরে, ক'রো কর্ণপাত—
কর্ণ-কুহর হরি নিতান্ত বধির তব, মম আশীর্ব্বাদে ত্বরায়
সে রোগে আরোগ্য লভ!
ভক্ত জনের ডাকে ও হৃদি-পাষাণে যেন বহে প্রেম-বারি।

কৃষ্ণ।—নারদ! আজ অসময়ে দ্বারকায় আগমনের কারণ কি?

নারদ।—নারদের অসময় ভিন্ন সুসময় আর কখন, বিশ্বময়? তোমার ব্রজবিহার কালে ধনুর্য্যজ্ঞে নিমন্ত্রণ ক'রে, তোমাকে মথুরায় ল'য়ে যাবার জন্য, একবার অক্রূর রথসহ বৃন্দাবনে গিয়েছিল, তা'র উদ্দেশ্য কংশ-বধ। আজ, আবার আমি তোমায় কংশ বধের নিমিত্ত নিতে এসেছি! সে বারে অক্রূরের সঙ্গে একা যেতে, বোধ হয়, বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাতর হ'তে হ'য়েছিল, এবারে আর সে ভয় নাই, এবার আর একা যেতে হ'বে না! একেবারে যুগলবেশে রথে এস!

কৃষ্ণ।—সে কি কথা নারদ? আমি সাধের ব্রজ-লীলা ত্যাগ ক'রে, সখা শ্রীদামের অভিশাপে প্রাণাধিকা রাধিকাকে শত বৎসরের জন্য বিচ্ছেদ-সাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে, মথুরা-ধামে গিয়েছিলেম! পূর্ব্বে তারকময় সংগ্রামে আমি, যে কালনেমী দৈত্যকে বিনাশ করি, সেই দুরাত্মা দৈত্যই মথুরা-ধামে কংশরূপে জন্ম-গ্রহণ করে! রিষ্ট দৈত্য—কংশবাহন কুবলয়পীড় নামক কুঞ্জর, বরাহ আর কিশোর দৈত্য—কংশানুচর চানুর-মুষ্টিক হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে সংসারকে পাপভারাক্রান্ত ক'রেছিল। আমি মথুরালীলায় চানুর মুষ্টিকাদি অনুচরবর্গসহ পাপাত্মা কংশকে সমূলে ধ্বংশ ক'রে দ্বারাবতীতে এসেছি! আবার কংশ-বধের কথা! "রথ সহ এসেছি" ব'লছ!—রথ কৈ?—কংশই বা কোথায়?

নারদ।—সর্ব্ব-মনোরথ-সিদ্ধিদাতা হরি! আমি তো রথ সহই এসেছি! এস!—একবার যুগলরূপে এই হৃদয়-রথে এসে, পাপ-কংশ আমার দেহ-মথুরার কি দুর্গতি ক'রেছে, দেখ! যদি বল "তোমার দেহের সঙ্গে মথুরার কি সাদৃশ্য আছে"? তা প্রভু! আমার দেহ-পুরীতে আর মথুরাপুরীতে কিছুই পৃথক নাই! পাপ-কংশের উত্তেজনায় কাম-ক্রোধরূপ চানুর-মুষ্টিক, মায়ারূপ পূতনা, মদরূপ দুর্দ্দমনীয় মত্ত মাতঙ্গ কুবলয় পীড়ের পীড়নে, দাসের দেহ-মধুপুরীর কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে দেখ! কংশারে! সংসারে এসে সকলেরই বাসনা পূর্ণ ক'রে থাক! দাসের বাসনা কি পূর্ণ হবে না? এস!—একবার অবিচ্ছেদ যুগলরূপে, আমার হৃদয়-রথে এস!

গীত।

এস হে সত্বরে, আমি ডাকি হে তোমায় কাতরে।
আর না সহে যন্ত্রণা হরি, নাশ হে পাপ-কংশাসুরে॥

এসেছি নিতে, দেহ-রথে, দেহ পদ ত্বরায় ক'রে,
(চল চল মন-অক্রূরের সনে—অক্রূর না হ'লে—কে তোমায় পায় হে।)
এসে, যুগলবেশে, হও হে উদয়, দাসের হৃদয়-মধুপুরে ॥
বিকট বদন বিস্তারি, গ্রাসিতে আসিছে হরি,
দুষ্ট লোভ-বকাসুরে নাশ হে নাশি সত্বরে,—
চানুর মুষ্টিক দুজন কাম ক্রোধ রূপ কংসচরে
(বড় নির্য্যাতন করিছে হরি।—দেখ এ দেহ-মথুরার দশা।)
ত্বরায় বধ দুর্দ্দম মাতঙ্গ মদরূপ কুবলয়পীড়ে।
বাল্য-লীলায় ব্রজপুরে, ব'ধেছিলে পুতনারে,
প্রবৃত্তি-পুতনারে বধে কৃষ্ণ হে রাখ কিঙ্করে—
পাপ-কংস ক'রে ধ্বংস, মোহরূপ ঘোর কারাগারে—
(পিতা-মাতার বন্ধন ঘুচাও হরি।—দারুণ মায়া-পাশে বদ্ধ তারা।)
কর বিবেক-বসুদেবে মুক্ত শান্তিরূপা দেবকীরে ॥

কৃষ্ণ।—নারদ! তুমি সাধককুলের শীর্ষ-স্থানীয়। অপাপস্পর্শী নারদের দেহে পাপ-স্পর্শ? নিতান্ত অসম্ভব! তবে একবার পিতৃ-শাপে গন্ধর্ব্ব দেহধারণ ক'রে, অনেক পাপাচার ক'রেছিলে বটে, কিন্তু সেই পাপ-সংগ্রহই তোমার শাপ-মুক্তির কারণ। এক্ষণে তো শাপান্তে পবিত্র দেহ প্রাপ্ত হ'য়েছ! প্রজ্জলিত অনল-শিখার উপর শুষ্ক তৃণ-মুষ্টিরও অবিকৃত থাকা সম্ভব, তথাপি ব্রহ্মতেজোরাশি নারদের দেহে পাপের ছায়া স্পর্শ সম্ভবপর নয়! এখন জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি নারদ! তোমার তো সর্ব্বত্রই গমনাগমন আছে। সংপ্রতি পাণ্ডবদের সংবাদ কিছু জান কি? তা'রা কুশলে আছে তো?

নারদ।—সর্ব্বমঙ্গলালয় যাঁদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের আর অমঙ্গল কোথায়? তাঁরা সকলেই কুশলে আছেন।

কৃষ্ণ।—তোমার নিজের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল তো?

নারদ।—আমার আর কুশলাকুশল কি? বীণা-যন্ত্রটী, আর শ্রীমান্ বাহনটী, কুশলে থাক্‌লেই আমার কুশল! সংসারে এসে, সকলেই আপন

কার্য্যে ব্যস্ত, নারদ কেবল পরের কার্য্যেই ব্যস্ত! পরের কার্য্যেই জগৎপর্য্যটন, আর কলঙ্ক সঙ্কলন!

কৃষ্ণ।—সে কি নারদ? অকলঙ্ক নারদ-চরিত্রে কলঙ্ক! কথাটা যে ভাল বুঝ্‌তে পা'র্‌লেম না?

নারদ।—তা আর এখন বুঝ্‌বে কেন? নারদের যত কলঙ্ক, যত দুর্নাম, সমস্ত তোমারই জন্য! লোকে বলে—"যেথানে নারদ, সেই-খানে কলহ, যেথানে কলহ সেইখানে নারদ!" লোকের গুপ্তকথা প্রকাশ করা, এর কথা ওকে বলা, এ যেন নারদের স্বভাব-সিদ্ধ! নারদ কিন্তু, বিনা কারণে, কা'রো কথায় থাকে না! তবে কোনো একটা বিষয় নিতান্ত অন্যায় দেখ্‌লে, সহ্য ক'র্‌তে পারিনে, অথচ স্বয়ং তার প্রতিকারে অসমর্থ! কাজেই লোকের কাছে ব'লে বেড়াই, যদি কারো দ্বারা প্রতিকার হয়! সংপ্রতি এই একটা ঘটনা, অতীব আশ্চর্য্য! নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ দেখে, প্রকাশ ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'য়েও হ'চ্চে না! পাছে লোকে ভাবে, নারদ হ'তেই একটা বিরোধের সূত্রপাত হ'লো! যা'ক্ আর কারো কোনো কথায় থাক্‌বো না! নিতান্ত অসহ্য হ'লেও আর প্রকাশ ক'র্‌ব না, দেখি স্বভাবের সংস্কার হয় কি না?

কৃষ্ণ।—কি-কি নারদ? ঘটনাটা কি, বলই না?

নারদ।—না প্রভু! আর অনুরোধ শুন্‌বো না! দেখি স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় কি না?

কৃষ্ণ।—আমার কাছে ব'ল্‌তে দোষ কি, নারদ? আমার দ্বারা তো প্রকাশের সম্ভাবনা নাই!—তুমি জান্‌লে, আর, আমি জান্‌লেম।

নারদ।—তাতো জানি, প্রভু অনুরোধ ক'র্‌লে, সে অনুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না! কিন্তু, প্রভু! দেখো যেন

নারদকে দুর্নামের ভাগী ক'রো না।—(নিকটে যাইয়া মৃদু স্বরে) কথাটা একটু গোপনে শুনতে হবে !

রুক্মিণী।—আমাকেও কি লুকাবে নারদ ?

নারদ।—(সহাস্যে) আপনার কাছে গোপন ক'র্‌ব তো, ব'ল্‌ব কার কাছে ? তবে বল্‌ছিলেম কি, কথাটা পরে শুন্‌লে হ'তো না ?

কৃষ্ণ।—না নারদ ! কথাটা যদি উত্থাপন না ক'র্‌তে, তা হ'লে শোন্‌বার জন্য ব্যগ্র হ'তেম না, কিন্তু, যখন উত্থাপন ক'রেছ তখন না শুন্‌তে পেলে, বড়ই উদ্বেগ উপস্থিত হবে !

নারদ।—তা বটে। কিন্তু—

কৃষ্ণ।—আর ইতস্ততঃ কেন ? ব'লেই ফেল না।

নারদ।—কথাটা কি, জগতে যে কোনো নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাতে প্রভুরই অধিকার অগ্রে !

কৃষ্ণ।—তাতো চিরকালই হ'য়ে আস্‌ছে ! সে অধিকার হ'তে কে কবে আমাকে বঞ্চিত ক'রেছে, নারদ ? আর, জগতে এমন অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য পদার্থই বা কি আছে, যা আমার গৃহে নাই ? তবে জানি না, যদি সৃষ্টিকর্ত্তা কোনো নূতন পদার্থ সৃষ্টি ক'রে কাউকে দান ক'রে থাকেন !

নারদ।—নূতন সৃষ্টিই বটে ! সৃষ্টি ব'লে সৃষ্টি, একপ্রকার সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি ! অবন্তিরাজ দণ্ডী, কোনো সময়ে মৃগয়ায় গিয়ে, একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি আশ্চর্য্য অশ্বিনী লাভ ক'রেছে ! আমার মতে—শুদ্ধ আমার মতে কেন—সর্ব্ববাদী-সম্মতিতে, তাতে প্রভুরই অধিকার ! একে তো অতীব অভাবনীয়, অতীব চমৎকার অশ্বিনী— তাতে আবার—(কৃষ্ণের কাণে কাণে)—

রুক্মিণী।—ও কি নারদ ! আমি এখানে আছি ব'লে, কাণে কাণে বলা হ'চ্চে ? আমার বুঝি সকল কথা শোন্‌বার অধিকার নাই ?

নারদ।—আজ্ঞে, কাণে কাণে এমন কিছু নয়! বল্‌ছিলেম কি, অশ্বিনীটা বড়ই অদ্ভুত। দিবাভাগে বেগবতী তুরঙ্গিনী, রাত্রি হ'লে রসবতী রঙ্গিনী! সময় মত আপনাদের সঙ্গিনী হ'য়ে, প্রভুর সেবাও ক'র্‌তে পার্‌বে! আমার ঢেঁকী বাহনটী যেমন! আরোহণ, ধান ভানন্‌, দুই-ই চলে!—তবে দণ্ডী যে তেমন অশ্বিনী সহজে দেবে, তা বিশ্বাস হয় না!

কৃষ্ণ।—দেখ নারদ! আজ তোমার কথায়, আমার অনেকগুলি কথা মনে প'ড়ে গেল!—আমার অনেক দিনের একটী সঙ্কল্প আছে!

নারদ।—(স্বগত)—সে সঙ্কল্প-সিদ্ধির সঙ্গে কতকগুলি কার্য্যোদ্ধারের সময়ও নিকট! আর নারদও সেইজন্য এত উদ্যোগী!—(প্রকাশ্যে)—প্রভো! সঙ্কল্পের কথা কি বল্‌ছিলেন? সঙ্কল্প যাই হোক, এখন দণ্ডী যাতে অশ্বিনীটা দেয়, তা'রই উদ্যোগ করুন! বোধ হয়, সহজে দেবে না!

কৃষ্ণ।—কি! দণ্ডী সহজে সম্মত হবে না? সহজে না হোক্, কঠিনেও তো হবে? এর জন্য যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—এমন কি সপ্ত পাতালের অধস্তলে প্রবেশ ক'র্‌লেও—দণ্ডী অশ্বিনী-রক্ষায় সমর্থ হবে না!—দূত!—

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

কৃষ্ণ।—দূত! তুমি এখনি—এই মুহূর্ত্তেই—অবন্তিনগরে যাত্রা কর! দণ্ডীর কাছে আমার নাম-ক'রে ব'ল্‌বে, তা'র সেই মৃগয়ালব্ধ অশ্বিনী সহ, বিনা বাক্যব্যয়ে, আমার নিকট উপস্থিত হয়! যদ্যপি আমার আদেশ-রক্ষায় অসম্মতি বা উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তা হ'লে তাকে যুদ্ধে প্রস্তুত হ'তে ব'ল্‌বে! সে স্বয়ং হোক্ বা অন্যের সাহায্যে হোক্, যে প্রকারে পারে, যাতে সেই অশ্বিনী-রক্ষায় সমর্থ হয়, যেন তা'র উপায় করে!—যাও এখনি প্রস্তুত হও!

গীত।

ব'লো ব'লো ব'লো, ওহে দূত, সে দণ্ডীরাজে।
পতঙ্গ সম প্রাণ ত্যজিতে বাসনা যদি, তবে যেন ত্বরা রণ-সাজে সাজে ॥
অশ্বিনী সহ যদি না আসে দ্বারকাপুরে,
অবন্তি ভস্মরাশি হবে ক্রোধানলে পুড়ে,
বাধিতে মম রিপুরে, কে হেন আছে ত্রিপুরে,
সুরাসুর কি নর কিন্নর মাঝে ॥

নারদ।—(স্বগত) এই তো কার্য্যের সূত্রপাত! হরি, হরি, বল!—হরি, হরি, বল!—(প্রকাশ্যে)—প্রভু, তবে এখন আসি! আবার সময়ে এসে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব! (সকলের প্রস্থান)

(অভিবাদন-পূর্ব্বক দূতের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অবন্তি—রাজসভা।

মন্ত্রি, সেনাপতি ও দণ্ডীরাজের প্রবেশ।

মন্ত্রী।—পূর্ব্বে যে আশঙ্কা ক'রেছিলেম, এত দিনে সেইটী সংঘটিত হ'লো! মহারাজের সেই মৃগয়া-লব্ধ অশ্বিনী গ্রহণের জন্য দ্বারকানাথ কৃষ্ণ দূত প্রেরণ ক'রেছেন! শুনলেম, মহারাজ সেই অশ্বিনীদানে সহজে সম্মত না হ'লে, তাঁর যুদ্ধ পর্য্যন্ত পণ! আজকাল যদুবংশের যেরূপ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, যেরূপ অমিত বাহুবল, তাতে রণ-কাণ্ড উপস্থিত হ'লে যে, ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের সূত্র-পাত হবে, তা'র আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই?

সেনাপতি।—আমরা মৃগয়াকালে সেই সকল দুর্লক্ষণ দর্শনে, তখনই মহারাজকে ব'লেছিলেম, এ সব দুর্লক্ষণ রাজন্যবর্গের ভাবী সর্ব্বনাশের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়! এক্ষণে মহারাজ একটা সামান্য অশ্বিনীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, বৃষ্ণিবংশের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত ক'র্‌লে, ক্ষত্র-ধর্ম্মানুসারে নিশ্চয়ই যুদ্ধে ব্রতী হ'তে হবে! কিন্তু, তা'র পরিণাম-ফল যে কি ঘটবে, বলা যায় না! সে পক্ষে, একটু বিবেচনাপূর্ব্বক, যে সদ্‌যুক্তি হয়, স্থির করুন!

দণ্ডী।—ভাল, মন্ত্রী!—সেনাপতি! কৃষ্ণ-দূত যখন আগতপ্রায়,

তখন কেবল জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ক'রে যুক্তি স্থির করা কর্ত্তব্য নয়, দূতের বক্তব্য শুনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করাই উচিত! সেনাপতি! তুমি বরং, অগ্রসর হ'য়ে, কৃষ্ণ-দূতকে সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পার!

সেনাপতি।—যে আজ্ঞে! কৃষ্ণ-দূতকে কি সম্পূর্ণ সম্মানের সহিত সভায় আনা হবে?

দণ্ডী।—কোনরূপ হীনতা স্বীকারের প্রয়োজন নাই, অথচ যথাযোগ্য সম্মানেরও ত্রুটী না হয়।

সেনাপতি।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

দণ্ডী।—(স্বগত)—কি আশ্চর্য্য! আমার অশ্বিনী-প্রাপ্তির কথা সকলেই জান্‌তে পেরেছে! কিন্তু, এর অন্তর্নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব সাধারণের কথা দূরে থাক্, আজ পর্য্যন্ত আমার পুরস্থিত প্রাণীমাত্রেও পরিজ্ঞাত নয়, অথচ এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হ'লেই বা, একটা সামান্য অশ্বিনীর জন্য, দ্বারকা হ'তে দূত আস্‌বে কেন! ঐ তো দূত আস্‌ছে! কিরূপভাবে আলাপ করে, শুন্‌লেই জান্‌তে পারা যাবে।

(সেনাপতির সহিত দূতের প্রবেশ)

দূত।—অবন্তিরাজ! অভিবাদন করি! আমি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের দূত! প্রভুর যেরূপ অনুমতি, নিবেদন কর্‌ছি! আপনি কোনো সময়ে মৃগয়ায় গমন ক'রে, যে একটী আশ্চর্য্য অশ্বিনী প্রাপ্ত হ'য়েছেন, সংপ্রতি সেই অশ্বিনীটি সহ, দ্বারকানাথ আপনাকে দ্বারকায় উপস্থিত হ'তে আদেশ ক'রেছেন, আপনি তাতে সম্মত কিনা?

দণ্ডী।—আমি যে মৃগয়ায় গিয়ে অশ্বিনী প্রাপ্ত হ'য়েছি, একথা তিনি কোথায় শুন্‌লেন?

দূত।—দেবর্ষি নারদের নিকট।

দণ্ডী।—(স্বগত)—তা নইলে, এমন বিবাদ-প্রিয় নিষ্কর্ম্মা মহাত্মা আর কে আছে ?

দূত।—মহারাজ ! নীরব কেন ? আপনি কি অশ্বিনী-দানে সম্মত নন ?

দণ্ডী।—যদি না হই ?

দূত।—তা হ'লে, আমার নিয়োগকর্ত্তার অনুমতি মতে, আরও কিছু বক্তব্য আছে !

দণ্ডী।—ভাল, তোমার নিয়োগকর্ত্তার শেষ বক্তব্য যা আছে ব'ল্‌তে পার—অশ্বিনী-দানে আমি কিছুতেই সম্মত নই !

দূত।—সম্মত না হ'লে, তিনি বল-পূর্ব্বক গ্রহণে প্রস্তুত !—অচিরেই অবন্তি আক্রমণ ক'র্‌বেন !—আপনি যুদ্ধের আয়োজন করুন !

দণ্ডী।—মন্ত্রি !—সেনাপতি !—অহঙ্কার-পূর্ণ কথাগুলো শুন্‌লে ? এমন শোণিত-শূন্য ভীরু-হৃদয় ক্ষত্রিয় কে আছে যে, একজন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের মুখে এরূপ আত্ম-গরিমা-পূর্ণ কথা অকাতরে সহ্য ক'র্‌তে পারে ? দূত ! তুমি বার্ত্তাবহ ! সুতরাং, তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য ! এক্ষণে যাও দূত ! আমারও দূত হ'য়ে যাও !—সেই দ্বারকানাথ কৃষ্ণকে বলগে, যদি তিনি ক্ষত্রিয়-সন্তান হন, তা হ'লে ক্ষত্রিয়ের হৃদয়, ক্ষত্রিয়ের সমর-নীতি, অবশ্যই জানেন ! আর যদি তিনি কেবলই গোপান্ন-ভোজী গো-রাখাল হন, তা হ'লে ব'লো, শরীরে বিন্দু-মাত্র ক্ষত্রিয়-শণিত সঞ্চারিত থাক্‌তে—ক্ষত্রিয়ের অগ্নিরণ-সুহৃদ অসি-চর্ম্ম সহায় থাক্‌তে, ক্ষত্রিয় বীর যুদ্ধকে বিপদ জ্ঞান করে না ! কি আশ্চর্য্য ! যে গোপাধম বাল্যকালে বৃন্দাবনে গো-চারণ ক'রেছে ! গোপোচ্ছিষ্ট ভক্ষণে যার দেহ পুষ্ট হ'য়েছে !—যে কাপুরুষ জরাসন্ধের ভয়ে, মথুরা ত্যাগ ক'রে, সমুদ্র-গর্ভে গিয়ে, একটা ক্ষুদ্র দ্বীপমধ্যে বাস

ক'র্‌ছে!—সেই এখন বীর!—সেই এখন্ যোদ্ধা!—সেই এখন সমাজে আদর্শ-পুরুষ ব'লে পরিচিত!—সেই আমার নিকট হ'তে, বলপূর্ব্বক অশ্বিনী-গ্রহণে অগ্রসর! কি স্পর্দ্ধা! যাও দূত! বলগে—সেই গোপ-পাদুকা-বাহী গো-পালক গোপ-বালককে বলগে—অবন্তিরাজ তা'র বাগাড়ম্বরে ভীত নয়! ফেরুব চীৎকারে কেশরী কখনো কর্ণপাত ক'রে না! সে যেন যথা-সাধ্য চেষ্টার ত্রুটী না ক'রে! যাও দূত! এই মুহূর্ত্তে।—

গীত।

ব'লো ব'লো সে গোপালে।
আজন্ম যে জন, গোপান্ন ভোজন
ক'রেছে বৃন্দাবন মাঝে—
শিরে লয়ে নন্দের বাধা, গোষ্ঠে যে ভ্রমিত সদা,
যার করে বাঁধে যশোদা,
কে ডরে সে রাখালে॥
আজন্ম কংস-ভয়ে, ছিল যে লুকাইয়ে,
গোকুলে নন্দগোপ-ভবনে—
শেষে ভয়ে মথুরা ত্যজে, আছে দ্বারকাতে যে,
জরাসন্ধের তেজে লুকা'য়ে সিন্ধুকূলে॥

দণ্ডী।—মন্ত্রী! আর নিশ্চিন্ত কেন? যুদ্ধ তো অবশ্যম্ভাবী! অস্ত্র শস্ত্রাদির যা কিছু সংস্কার আবশ্যক, শীঘ্র সম্পাদন কর!

মন্ত্রী।—মহারাজ! একটা সামান্য অশ্বিনীর জন্য, কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ? একটু বিবেচনা-পূর্ব্বক উত্তর দিলেই যেন ভাল হ'তো!

দণ্ডী।—আর বিবেচনা কি? এরূপ অহঙ্কার-পূর্ণ কথা—এত আত্ম-গরিমা—কোন্ ক্ষত্রিয় সহ্য ক'র্‌তে পারে? জানি—আজকাল বৃষ্ণিবংশের পরাক্রম অধিক, তা ব'লে কি ন্যায়ের পক্ষপাতী কেউ নাই?

ক্ষত্রীয় বীর-বৃন্দের মধ্যে কি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারক নাই ? ন্যায়ের অনুবর্ত্তী কি কেউ হবে না ? দেখ্‌ব, ন্যায়ের পক্ষপাতী কেউ হয় কি না !—তোম্‌রা এখন পুরীরক্ষায় প্রস্তুত হও।

(শশব্যস্তে রাণীর প্রবেশ)

রাণী।—হা মহারাজ ! এ কি সর্ব্বনাশের কথা শুনি ? এমন বজ্রাঘাত কেন ক'র্‌লেন, মহারাজ ?

দণ্ডী।—ও কে ? মহিষী ! আঃ !—কি বিড়ম্বনা ! রাজ্ঞি ! এ সময় তুমি রাজসভায় কি জন্য ? আমি তো অন্তঃপুরেই যাচ্ছিলেম !—একটু অপেক্ষা সহ্য হয় না ?

রাণী।—আর যে অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেম না, মহারাজ ! সর্ব্বনাশের কথা শুনে যে, মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠেছে !

দণ্ডী।—কি যন্ত্রণা ! কি শুনে তোমার মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল' ?—(মন্ত্রির প্রতি)—যাও না মন্ত্রি ! তোমারা স্ব স্ব কার্য্যের উৎযোগ দেখগে না !

মন্ত্রী।—যে আজ্ঞে ! কিন্তু, মহিষী যা ব'ল্‌বেন, তাঁর কথাগুলির প্রতি একটু কর্ণপাত ক'র্‌বেন। আমি জানি, রাজ্ঞী বড় জ্ঞানবতী ও বুদ্ধিমতী ! স্ত্রীলোক ব'লে তাচ্ছিল্য ক'র্‌বেন না !

দণ্ডী।—ভাল ! ভাল ! সে জন্য তোমাদের চিন্তা নাই ! তোম্‌রা আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে যত্ন করগে !

মন্ত্রী।—যে আজ্ঞে !

[মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান।

দণ্ডী।—(রাণীর প্রতি)—এখন বল', কে তোমার মাথায় আগুন জ্বেলে দিলে ?

রাণী।—আর কা'র দোষ দিব, মহারাজ! বিধাতাই কপালে আগুন জ্বেলে দিয়েছেন!

দণ্ডী।—কিসে বিধাতা কপালে আগুন জ্বেলে দিলেন? আর দিয়ে থাকেন, সে দোষ বিধাতার! আমার কাছে কাঁদ্‌লে কি হবে?

রাণী।—তোমার কাছে বৈ আর কা'র কাছে কাঁদ্‌ব? তোমার কাছে বৈ আমার দাঁড়াবার স্থান—জুড়াবার স্থান—জগতে আর কোথায় আছে, মহারাজ?

রাজা।—দাঁড়াবার স্থান, জুড়াবার স্থান, যদি আমিই হ'লেম, তবে জুড়াও না কেন? কপালে আগুন জ্ব'লে উঠেছে ব'ল্‌ছ, আমা দ্বারা নির্ব্বাণের উপায় থাকে বল'—জল ঢাল্‌লে নিব্‌বে?

রাণী।—তোমার একটু কৃপা-বারি পেলেই নিব্‌বে!

দণ্ডী।—বিধাতার লিপি-খণ্ডন যখন স্বয়ং বিধাতারই সাধ্য নয়, তখন অন্যে পরে কা কথা!

রাণী।—তা বটে, লোকে বিপদে প'ড়্‌লে, অদৃষ্টের উপর, আর বিধাতার উপর দোষারোপ ক'রে থাকে, কিন্তু যে বিধাতা জীবের অদৃষ্টে সুখ-দুঃখ লিখেছেন, সেই বিধাতাই মনুষ্যকে জ্ঞান দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, হিতাহিত-বিচার ও সদসৎ বিবেচনা শক্তি দিয়েছেন। অগ্নিরও দাহিকা-শক্তি আছে, এ কথা সকলেই জানে! কিন্তু, তা জেনে-শুনেও যদি কেউ, সাধ ক'রে, সেই আগুনে ঝাঁপ দেয়, তবে তা'র আর উপায় কি?

দণ্ডী।—যে দেয়, সে নির্ব্বোধ!

রাণী।—আজ যে সময়-দোষে সুবোধেরও মতিভ্রম দেখ্‌ছি, মহারাজ! তাতেই বোধ হ'চ্ছে, কপালে সত্য সত্যই আ

দণ্ডী।—আঃ! কথটা কি, স্পষ্ট ক'রেই বল' না? আবার

লাগার কথা! কে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে?—আমি? কোন্ আগুনে? আর, আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে থাকি, আমিই দগ্ধ হব'। তোমরা পুড়্‌বে কেন? একজন আগুনে পড়্‌লে কি অন্যের শরীর দগ্ধ হয়?

রাণী।—তুমিই যে আমার সব! আমার দেহ-মন-জীবনের সুখ-দুঃখ যা কিছু সকলই যে, তোমরই চরণে অর্পিত! যেদিন শুভক্ষণে ঐ কণ্ঠে বরমাল্য দিয়েছি—যে দিন হ'তে তোমার পদ-সেবার অধিকারিণী হ'য়েছি—যে দিন হ'তে এ অধিনীকে দয়া ক'রে দাসীরূপে গ্রহণ ক'রেছ—সেই দিন হ'তেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের সকল ভারই ঐ পদে সমর্পণ ক'রে, জন্মের মত বিক্রীত হ'য়েছি!—আমাতে আর আমার অধিকার কি আছে, মহারাজ?

দণ্ডী।—ভাল! তাই যেন হ'লো।—কিন্তু, আমি আগুনে ঝাঁপ দিলেম, তুমি কিসে দেখ্‌লে?

রাণী।—এ হ'তে আর আগুনে ঝাঁপ দেওয়া কা'কে বলে? তৈলাক্ত বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে, একবারে জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হ'য়েছ! —এখনো চৈতন্য হ'চ্ছে না—? কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ ক'র্‌লে যে, সবংশে ধ্বংস হ'তে হবে! তুমি একটা সামান্য অশ্বিনীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, সেই মায়াময় হরির মায়াচাতুরী বুঝ্‌তে পাল্লে না? কৃষ্ণ কে—কৃষ্ণ যে কি ধন—তা কি এখনও জান্‌তে পারো নাই? যার কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়—সেই জগৎমূল কৃষ্ণ প্রতিকুল হ'লে কি আর জীবের নিস্তার আছে? কেন, মহারাজ, এমন সোণার সংসার ছারখার ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছ? তোমার কাছে তিনি একটা সামান্য অশ্বিনী চেয়ে পাঠিয়েছেন, তাতেও তুমি কাতর হ'চ্ছ? মহারাজ! জগতের যা কিছু, সকলই যে তাঁরই! তিনি যে, বামনাবতারে বলির নিকট ত্রিপদ ভূমি ভিক্ষা ক'রেছিলেন—তা'র অর্থ কি? পাতাল যার পদতল!—চতুর্দ্দিক্ যার চতুর্ভুজ!—আকাশ

যার মস্তক ! চন্দ্র-সূর্য্য-হুতাসন যার ত্রিনয়ন ! -তিনি কি ত্রিপদ ভূমির কাঙ্গাল ?—কেবল বলিকে ছলনা কর্‌বার জন্যই তো, তিনি বামন-আকার ধারণ ক'রে, বলির যজ্ঞে ভিক্ষায় গিয়েছিলেন ? "ব্রহ্মাণ্ডবাসী সাত্রেরই বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব" ব'লে অতিদর্পের সহিত বলিরাজ কল্পতরু হ'য়েছিলেন ! দর্পহারী হরি তাঁর সেই অতিদর্প চূর্ণ কর্‌বার জন্যই তা'র সঙ্গে ছলনা করেছিলেন ! আজ আবার তোমার কাছে একটা সামান্য অশ্বিনী চেয়ে পাঠিয়েছেন ! হরি যে আজ কি খেলা খেল্‌বেন—কি ছলনা ক'র্‌বেন—তা কে ব'ল্‌তে পারে ? তাই বলি—চল মহারাজ ! উভয়ে গিয়ে তাঁর অভয় পদে অশ্বিনী অর্পণ ক'রে, ক্ষমা প্রার্থনা করিগে ! তিনি দয়ার সাগর !—অবশ্যই দয়া ক'র্‌বেন ! তোমার সুখময়ী অবন্তির শান্তি রক্ষা হ'বে !—যুগল-পদ দর্শনেও ধন্য হবো ! দাসীর কথা রাখ ! আমি তোমার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌ছি— ক্রোধের আগুন নির্ব্বাণ ক'রে, চল সেই নির্ব্বাণ-দাতার চরণ-দর্শনে গমন করি !

গীত ।

জগৎচিন্তামণি হরি চিন্‌লে না সে হৃষীকেশে ।
সিদ্ধ-ঋষি-আরাধ্য ধন, সাধ্য নিধি ত্রিলোকে সে ॥
ত্রিপদ ভূমি ভিক্ষার ছলে, বলিরে পাঠান পাতালে,
বাঁধি সিন্ধু অবহেলে, যে হরি বধেন লঙ্কেশে ॥
কাজ কি এ ছার অশ্বিনীতে, কুহো দিয়ে ছলাইতে,
চল যাই নাথ শরণ নিতে পতি-পত্নীতে—
করে ধরি হও হে শান্ত, সাধের হাট ভেঙ্গ না কান্ত,
এমনি হয় সে মতি ভ্রান্ত, কৃতান্ত যার ধরে কেশে ॥

দণ্ডী ।—হাঃ কি প্রলাপ ! এ যে সম্পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ ! মহিষী ! সেই ভণ্ড গোপার প্রতিপালিত গোপালকে— সেই সামান্য রাখাল্‌টাকে—

তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে? কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা! মহিষীর এ উন্মাদত্ব নিশ্চয় তারই ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র-প্রভাবে! ভাল, রাজ্ঞি! বলির দর্প হরণ জন্য ভগবান অদিতীর গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন! তোমার এ ভগবান কা'র দর্প চূর্ণ কর্‌বার জন্য, গোপান্ন ভোজন, হীন-বর্ণ গোপজাতির পাদুকা মস্তকে বহন ক'রে, মাঠে মাঠে গোচারণ ক'রেছে? সেই বামনরূপী ভগবানের সঙ্গে—গোপবালক কৃষ্ণের উপমা!—শারদাকাশের পূর্ণ-চন্দ্রমা আর ক্ষুদ্র খদ্যোতিকার পুচ্ছ-জ্যোতিতে যতদূর সাদৃশ্য, তোমার এ উপমাও তদ্রূপ!—না—তাও নয়!—ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তমে উপমিত ক'র্‌তে হ'লে, অনেকেই পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে খদ্যোতপতঙ্গের পুচ্ছ-জ্যোতির উপমা দিয়ে থাকেন! কিন্তু, সেই পুণ্যগর্ভা সতী অদিতির গর্ভসম্ভূত ভগবান বামনদেবের সঙ্গে তোমার সেই গোপোচ্ছিষ্টভোজী রাখালের কোনো অংশেই উপমা হ'তে পারে না! ব্রহ্ম-কমণ্ডলুস্থিত পবিত্র গঙ্গাবারিতে, আর, শুণ্ডিকা-ভাণ্ডস্থিত অস্পৃশ্য সুরার সঙ্গে যতদূর সাদৃশ্য—এ তাও নয়!—নিতান্ত অসদৃশ! উপমার সম্পূর্ণ অযোগ্য!—যার বংশের স্থিরতা নাই!—পিতা মাতার নির্ণয় নাই!—খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই!—মান অপমানের ভয় নাই! তা'র ব্রহ্মত্ব দূরে থাক্—মনুষ্যত্বটাও আছে ব'লে বোধ হয় না! সেটাকে কেউ বলে—'বসুদেব-পুত্র'! কেউ বলে 'নন্দ-সুত'! পিতৃ-নির্ণয় তো এই পর্য্যন্ত! যদি সেটা বসুদেবের পুত্রই হয়—তবে গোপ-গৃহে বাস ক'রে, যখন ঘৃণিত রাখালের উচ্ছিষ্টগুলো ভক্ষণ ক'রেছে, তখন যে তার খাদ্যাখাদ্যের বিচার আছে, এ কথা কে ব'ল্‌বে? মথুরারাজ কংশ, দেব-দ্বিজের অপমান ও বৈষ্ণবগণের প্রতি ঘোর অত্যাচার-জনিত পাপ সংগ্রহ ক'রে, আপন পাপে ঐ পাষণ্ডের হস্তে নিহত হ'লে, তা'র শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ ঐ পাপিষ্ঠকে মথুরা হ'তে একবারে দূরীভূত ক'রে

দেয়! সেই জরাসন্ধের ভীষণ গদাপ্রহারে, এখন পর্য্যন্ত মথুরায় একটা ভয়ঙ্কর দহ হ'য়ে রয়েছে! মগধরাজ যাকে চিরদিন দাস জ্ঞান ক'রেছে, তা'র মান তো এই পর্য্যন্ত! লোকের জাতি-নাশ—ধর্ম্ম-নাশ—সৎক্রিয়ায় বাধা—চৌর্য্য বৃত্তি—এইতো তা'র কীর্ত্তি! ঐ পাপিষ্ঠের জন্য বৃন্দাবনের কোন্ গোপাঙ্গনা সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হ'য়েছে?—বৃন্দাবনবাসিগণ বৎসরান্তে ইন্দ্রের পূজা কর্‌তো পাষণ্ডটা, কি একটা প্রলোভন দিয়ে তাদের সে সদনুষ্ঠানেও বাধা দিলে! শেষে ইন্দ্রের কোপে যখন গোকুলে ঘোরতর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো—নন্দ-ব্রজ ছিন্ন-ভিন্ন, নগরবাসিগণ অবসন্ন, হ'য়ে উঠ্‌লো—তখন কি একটা ঐন্দ্রজালিক মেঘ-উড়ানো মন্ত্র-প্রভাবেই হোক্ কিম্বা গোবর্দ্ধন-ধারণ ভ্রম জন্মায়ে দিয়েই হোক্, সেই নিরক্ষর গোপমণ্ডলে একটা ভ্রমাত্মক ঐশিক শক্তির পরিচয় দিলে! শুনেছি, কণ্বমুনি একদিন নন্দালয়ে অতিথি হ'য়ে, নন্দের ভক্তি প্রদত্ত তণ্ডুল-শর্করাদি দ্বারা পায়সান্ন প্রস্তুত ক'রে, স্বীয় ইষ্টদেবকে নিবেদনার্থে ধ্যানস্থ আছেন, সেই সময় ঐ কাণ্ডজ্ঞান-হীন পাষণ্ডটা সেই বুভুক্ষু ব্রাহ্মণের মুখের গ্রাস নষ্ট ক'রে, পাকস্থালী পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট করে দেয়! যাক্—সে বাল্যবস্থার কথাও না হয় ছেড়ে দিলেম! জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েই বা সেটা কি সৎকার্য্য ক'রেছে?—যা একান্ত অবক্তব্য!—নিতান্ত অশ্রাব্য!—স্বীয় মাতুল-পত্নী রাধিকা!—ছি! ছি! ছি!—সে কি বল্‌বার কথা! সেই ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট পাপিষ্ঠটাকে তুমি কোন্ যুক্তিবলে ঈশ্বর জ্ঞান ক'র্‌ছ, তুমিই ব'ল্‌তে পার! যদি বল সপ্তদশ দিন বয়ঃক্রমকালে নন্দালয়ে স্তন শোষণে পূতনাকে বধ ক'রেছিল! কিন্তু, বস্তুতঃ তা নয়! মায়াবিনী পূতনা স্তনে বিষ লেপন ক'রে ঐ পাপিষ্ঠকে বিনষ্ট ক'র্‌তে যায়! সেই স্তনলিপ্ত বিষ লোম-কূপ-পথে দেহমধ্যে প্রবেশ করায় তা'র মৃত্যু হ'য়েছিল! তাতে কখনো তোমার কৃষ্ণের ঐশিক শক্তি সপ্রমাণ

হ'তে পারে না! জানি, কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায়, আর সর্প-মন্ত্রে সে সুনিপুণ ছিল বটে, কালীয়-সর্প-দমনই তা'র দৃষ্টান্তস্থল! নতুবা তা'র বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, শৌর্য্য, বীর্য্য, জাতি, ঐশ্বর্য্য, ইত্যাদির একটাও যদি ভাল থাক্‌ত, তা হ'লেও যা হো'ক মানুষের মধ্যে পরিগণিত করা যেতো। যাতে কোনো গুণ নাই, সেই নির্গুণটাকে যে, কি গুণে, তোমার ঈশ্বর ব'লে বিশ্বাস হয়েছে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না?

গীত।

প্রিয়ে এ কি সম্ভবে।
সদা কদাচার বিদিত যার ভবে—
কি গুণে হে সে নির্গুণে, ভাবিলে ভগবান ভাবে॥
জঠর-যন্ত্রণায় যে কৃষ্ণ, খেয়েছে গোপের উচ্ছিষ্ট,
তা'র সম আর অপকৃষ্ট পাপিষ্ঠ কে আছে ভবে॥
পড়ে ঘোর ভ্রান্তিজালে, ব্রহ্মজ্ঞান সে গোপালে, কি মন্ত্র বলে;
হাসি পায় হে তোমার কথায়, ক্ষত্রিয় হ'য়ে কে কোথায়,
গোপের বাধা লয়ে মাথায়, ধেনু চরায় বেণুর রবে॥

রাণী।—হা নাথ! আর কি বল্‌ব! সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, কৃষ্ণ-নিন্দায় যে আমাদের নরকেও স্থান হ'বে না। ঐহিকের সুখতো ফুরা'ল! আবার কেন পরকালের পথও নষ্ট কর? হায়! আমি কি অরণ্যে রোদন ক'র্‌ছি? তোমার এমন মতিভ্রম কেন হ'লো মহারাজ? কোথায় সেই সামান্য অশ্বিনীটা দিয়ে, কৃষ্ণ-পদে শরণ গ্রহণ ক'র্‌বে!—তা না হ'য়ে, তোমার মুখে আজ কৃষ্ণ-নিন্দা শুন্‌তে হ'লো! বুঝ্‌লেম, বিধাতা নিতান্তই বাম হ'য়েছেন। নইলে, তোমার তেমন বুদ্ধি এমন হ'বে কেন?

দণ্ডী।—দেখ মহর্ষি! তুমি বারম্বার বৃথা কথায় আমাকে বিরক্ত ক'রো না! ভাল, আমি তোমার সেই গোপালকে যেন স্বয়ং ভগবান ব'লেই স্বীকার ক'র্‌লেম, কিন্তু, যখন "প্রাণান্তেও অশ্বিনী দিব না।" ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তখন সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে কি আমাকে পাপ-পঙ্কে পতিত হ'তে বল? লঙ্কেশ্বর রাবণ যখন সীতাহরণ করেছিলেন, তখন কি তিনি রামকে পূর্ণব্রহ্ম ব'লে জান্‌তেন না? যদি বল, "প্রথমে জান্‌তেন না।" ভাল পরেও তো জান্‌তে পেরেছিলেন? আর সেই রাম কর্ত্তৃক সবংশে ধ্বংস হ'লেন, তথাপি সীতা-সমর্পণে সম্মত হন নাই কেন? কেবল প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হবে ব'লেই তো? যাও! আর আমায় কিছু বুঝাতে হবে না—এখন অন্তঃপুরে যাও! সম্মুখে ঘোর বিদ্রোহানল জ্ব'লে উঠেছে! আর স্থির হ'তে পার্‌ছি না!—আমি চল্লেম!—

[বেগে প্রস্থানোদ্যত।

রাণী।—(রাজার করধারণ-পূর্ব্বক) কোথায় যাবে, মহারাজ! এখন অন্তঃপুরে চল!—পরে যা ভাল হয়, তাই ক'রো!

দণ্ডী।—ভাল-ভাল! তাই হোক্!—চল, অন্তঃপুরেই চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—অবন্তি-শিবির।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী।—না। আর রক্ষা নাই! অবন্তিপুরী আজ ঘোর শ্মশানে পরিণত হ'ল! সমরোন্মত্ত দুর্দ্দান্ত যাদব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন

হওয়া, আর কুশাগ্রস্থিত সলিল দ্বারা অরণ্যব্যাপী দাবাগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করা, উভয়ই সমান! অবোধ দণ্ডীরাজ একটা সামান্য পশুর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে যেন পশুত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছে! কাপুরুষকে এত অনুনয় ক'ল্লেম, এত বুঝালেম, কিন্তু, আসন্নমৃত্যু রোগীকে ঔষধ-প্রদানের ন্যায় সমস্তই বিফল হ'লো!—এক্ষণে আর উপায় নাই! কাননস্থিত শুষ্ক বৃক্ষে অগ্নি সংযোজিত হ'লে, বৃক্ষ তো দগ্ধ হয়ই, কিন্তু, যদি কোনো ফলবতী নব-লতিকা তা'কে আশ্রয় ক'রে থাকে, অগ্নি যেমন তা'কে এবং তৎ-পার্শ্বস্থ অন্যান্য বৃক্ষাদিকেও পরিত্যাগ করে না, তেম্নি আজ দণ্ডীরূপ শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডদেশে কৃষ্ণ-ক্রোধাগ্নি সংযোজিত হ'য়েছে। বৃক্ষ তো দগ্ধ হবেই, কিন্তু, সেই সঙ্গে সেই স্বর্ণলতারূপিণী রাজ্ঞী এবং পুরবাসি-গণের কোনো বিপদ না ঘট্‌লেই মঙ্গল!—

(নেপথ্যে জয়-ধ্বনি)

(বেগে সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি।—মন্ত্রি-মহাশয়! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! বর্ষাকালীন বেগবান্ নদের ন্যায়, দুর্দ্দম যাদব-সৈন্য পুরীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রেছে! আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের বাধা দিয়ে, শেষে নিরুপায় হ'য়ে আপ্‌নাকে সংবাদ দিতে এসেছি!—এখন উপায় কি বলুন?

মন্ত্রী।—সাগরগামী নদের মুখ, তৃণমুষ্টি দ্বারা বন্ধন ক'র্ত্তে চেষ্টা পাওয়া, আর তোমাকে যুদ্ধে ব্রতী হ'য়ে, যদুসৈন্যের আক্রমণে বাধা দিতে উপদেশ দেওয়া, উভয়ই সমান! যদৃচ্ছা ক'র্‌তে পার!—মহারাজ কোথায়?

সেনাপতি।—তিনি সেই সর্ব্বনাশের মূলরূপিণী অশ্বিনী সহ রাত্রি-মধ্যে কোথায় চ'লে গিয়েছেন! তাঁরও কোনো অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই!

মন্ত্রী ।—তবে তো সকল দিকেই অমঙ্গল !—সেনাপতি ! আমার চিত্তের স্থিরতা নাই ! যতদূর সাধ্য বাধা দাও, পরে আত্ম সমর্পণ ! কিন্তু, দেখো পলায়ন ক'রে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কলঙ্কিত ক'রো না ! যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে, প্রবল বিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণও ভাল ! তথাপি পলায়ন ক'রে, বীর-ধর্ম্ম কলঙ্কিত করা উচিত নয় !—(নেপথ্যে জয়-ধ্বনি) —ঐ শোন ! যাদব-সৈন্যের মধ্যে জয়-ধ্বনি ও শঙ্খ-নাদ হ'চ্ছে ! যাও !—আর বিলম্ব ক'রো না !

সেনাপতি ।—যে আজ্ঞে ! আমি চল্লেম ! আপনি খুব সতর্ক থাক্‌বেন !

মন্ত্রী ।—আর 'সতর্ক' কেন ? এখন আত্ম-সমর্পণের জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে বল ! সেনাপতি ! আমরা আত্ম-সমর্পণ করি, বা, কারারুদ্ধ হই, তা'তে তত কষ্ট নাই, কিন্তু, সাধ্বী রাজমহিষী আর সুকুমার রাজ-কুমারের প্রতি কোনো অত্যাচার না হ'লেই মঙ্গল ! এখন যাও !—আর বিলম্ব ক'রো না !

(সেনাপতির প্রস্থান ও যাদব-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ)

(পশ্চাতে জনৈক সৈনিক সহ প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

যাদব-সেনাপতি ।—

সেনাপতি ! মিটেছে কি সমরের সাধ ?
ধন্য এ সাহস তব ! বাখানি তোমায়
শত বার ! যার নামে কাঁপে বসুন্ধরা,
ত্রিদিবে অমর দল, পাতালে বাসুকী,
সগর্ব্বে দলিছে যারা ভ্রূকুটি বিস্তারি,
উপেক্ষি অমর, যক্ষ, কি নর, কিন্নরে,
এ হেন যাদব সৈন্য সহ বিসম্বাদে

ধরিয়াছ অস্ত্র? বীর! ধন্য এ সাহস!
কিন্তু, সেনাপতি! দর্প কতক্ষণ রহে,
গর্জ্জে যদি ফেরুদল মৃগেন্দ্র সম্মুখে?

অবন্তি-সেনাপতি।—

জানি আমি, সেনাপতি, বাহুবল তব!
বিপুল যাদব সৈন্য রক্ষিতে তোমার,
যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
ক্ষিপ্রহস্ত, সুনিপুণ, সমর-কুশল!
কিন্তু, বল দেখি, এ কি রথি-কুল-প্রথা?
জন্ম তব ক্ষত্রকুলে বীরব্রতে রত!
বীরবর! এই কি হে সমরের রীতি?
ক্ষত্র-ধর্ম্ম-নীতি তব নহে অবিদিত!
তবে কোন্ ধর্ম্ম মতে, তস্করের প্রায়,
পশিলে নগরে আসি, নিশীথ সময়ে?
যা হোক্, যখন আসি পশেছ নগরে,
নিশ্চয় করিব রণ, উপেক্ষিয়া প্রাণ!
থাকিতে শোণিত-বিন্দু ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে,
অরাতি-কুল-কৃতান্ত অসি-চর্ম্ম করে,
ডরে না সমরে কভু ক্ষত্রিয় সন্তান!
যে ডরে সে কাপুরুষ! ক্ষত্রিয় যে বীর
চিরদিন রণক্ষেত্র ক্রীড়াভূমি তা'র!

যাদব-সেনাপতি।—

এতদূর ধর্ম্ম-জ্ঞান নরাধম কাটে?
পাষাণ্ড পুরুষাধম অবন্তি-ভূপাল!

তা'র অন্নে পালিত যে, তা'র কলেবরে
এত উষ্ণ রক্ত-স্রোত! ধর অস্ত্র, বীর!
অচিরে শীতল হবে উত্তপ্ত শোণিত!

(পরস্পর অসি-যুদ্ধ।—অবন্তি-সেনাপতি পরাজিত ও বন্দী।)

যাদব-সেনাপতি।—(মন্ত্রীর হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক)—আপনি কে?

মন্ত্রী।—অবন্তির রাজ-মন্ত্রী।

যাদব-সেনাপতি।—নিরস্ত্র কেন?

মন্ত্রী।—অস্ত্রের প্রয়োজন?

যাদব-সেনাপতি।—আপনি কি যুদ্ধে প্রস্তুত নন্?

মন্ত্রী।—হাঁ, প্রস্তুত!

যাদব-সেনাপতি।—অস্ত্র গ্রহণ করুন!—যুদ্ধে প্রস্তুত হউন!

মন্ত্রী।—কা'র সঙ্গে?

যাদব-সেনাপতি।—আমার সঙ্গে!

মন্ত্রী।—অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়!

যাদব-সেনাপতি।—তবে আমি আপনার অযোগ্য পাত্র?

মন্ত্রী।—শত বার।

যাদব-সেনাপতি।—কবে আমার বাহুবল পরীক্ষা ক'রেছেন?

মন্ত্রী।—বাহু-বলের পরীক্ষা না পাই, হৃদয়-বলের পরীক্ষা, বিনা যুদ্ধেই পেয়েছি।

যাদব-সেনাপতি।—কিরূপে?

মন্ত্রী।—হৃদয় বল-বিহীন কাপুরুষ ভিন্ন, ক্ষত্রিয় বীর কখনো নিরস্ত্রের অঙ্গ স্পর্শ করে না!

প্রদ্যুম্ন।—মন্ত্রী! এ বিষয়ে তুমি সেনাপতির প্রতি দোষারোপ ক'র্‌তে পার না! যখন সেই পুরুষাধম দণ্ডী, প্রাণ-ভয়ে, শৃগালের মত

পলায়ন ক'রেছে, তখন তা'র পারিষদবর্গও যে, সে পক্ষে সুপটু নয়, একথা কে বিশ্বাস ক'রতে পারে? যার রাজা কাপুরুষ, তা'র মন্ত্রী যে ধর্ম্মবীর, এ অতি অসম্ভব। এক্ষণে যুদ্ধে প্রস্তুত হও! অন্যথা আত্ম-সমর্পণ কর!

মন্ত্রী।—বিনা পরিচয়ে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে পারি না! অগ্রে পরিচয় দিন, পরে যা কর্ত্তব্য হয় ক'রবো!

প্রদ্যুম্ন।—আমি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র!—নাম প্রদ্যুম্ন! এ হ'তে, বোধ হয়, আর অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই?

মন্ত্রী।—হাঁ, আত্ম-সমর্পণের সময় হ'য়েছে! এখন আমার আত্ম-সমর্পণের উপযুক্ত পাত্রও পেয়েছি! কৃষ্ণাত্মজ! এস! এস, আত্ম-সমর্পণ করি!—(পদ ধারণে উদ্যত)

প্রদ্যুম্ন।—(বাধা দিয়া)—আহা! মন্ত্রী! তুমি অতি সুযোগ্য পাত্র! এরূপ সুমন্ত্রী বর্ত্তমানে, দণ্ডীর এ দুর্ম্মতি কেন?

মন্ত্রী। নিম্ব-বৃক্ষ-মূলে মধু-সেক ক'রলে, তাতে কি সুমধুর ফল ধারণ করে?

প্রদ্যুম্ন।—তবে এরূপ পাপ-সংসর্গ ত্যাগ করাই তো সুবোধের কার্য্য? অসদাশ্রয়ের পরিণাম-ফল তো এই!

মন্ত্রী।—তা সত্য! সংসর্গই যে স্বভাবের উন্নতি ও অধঃপতনের মূল—এ কথা স্বীকার্য্য! কিন্তু, সেটা অসংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে! অসদাশ্রয়ে অবস্থিত এবং অসদান্নে প্রতিপালিত হ'লেই যে, আশ্রয়দাতার দোষ সংক্রমিত হয়, সকল স্থলে সেটা সম্ভবপর নয়! অনেকানেক প্রকাণ্ড বৃক্ষের কাণ্ড দেশে, নানাবিধ লতা-গুল্মাদির উৎপত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এবং সেই সকল বৃক্ষের রসে বর্দ্ধিতও হ'য়ে থাকে, কিন্তু, ফল-পুষ্প ধারণ কালে ঐ সকল আশ্রিত লতাগুল্মাদি কি আশ্রয়-তরুর ন্যায় ফল-পুষ্প

ধারণ করে, না, অন্যের রসে বর্দ্ধিত হ'লে, আপন স্বভাব-সুলভ রসে বঞ্চিত হয়? বর্ণাধম চণ্ডালকুলেও গুহক জন্মে!—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলেও অজামিল জন্মে! স্বয়ং সংযত থাক্‌লে, সংসর্গে কি আসে যায়, প্রভু? বরং অসৎ সঙ্গই চিত্তদমন-শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থল। অনেকানেক মহাত্মা বিবসনা রমণীর অঙ্গ স্পর্শ-পূর্ব্বক, যোগাভ্যাস ক'রে থাকেন! তা'র উদ্দেশ্য কি? সে কি শুদ্ধ চিত্ত-দমন-শিক্ষার জন্য নয়? তবে অসৎ-সঙ্গ সকলের পক্ষে অশুভজনক কেমন ক'রে বলি, প্রভু!

প্রদ্যুম্ন।—সংপ্রতি তোমার তো বটে?

মন্ত্রী।—আমার কিসে? আজ তোমার কাছে বন্দী হ'য়ে আত্ম-সমর্পণ ক'রেছি ব'লে? হাঁ হে কৃষ্ণাত্মজ! এমন সুখের আত্মসমর্পণ কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? যাঁর পদে আত্মাকে বিলীন ক'র্‌তে পার্‌লে, জীবে মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়, তুমিতো সেই মোক্ষ-বৃক্ষেরই রূপান্তর! আজ আমার পরম সৌভাগ্য! ধন্য আমি!—ধন্য আমার পরলোকগত পিতৃ-লোকের পুণ্যবল!—আজ আমি কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণ ক'র্ত্তে পাব, আমার দেহ, মন, জীবন, কৃষ্ণপদে সমর্পণ ক'রে, সপরিবারে সেই ভবপারাবারের কর্ণধারকে দেখ্‌তে পা'ব! এমন সুখের আত্মসমর্পণ কি সকলের ভাগ্যে ঘটে, না ঘট্‌বে? এখন এই প্রার্থনা—আত্মসমর্পণমাত্রেই আমার আত্মা যেন সেই পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়!

গীত।

কা'র অসাধ হে কৃষ্ণাত্মজ হেন আত্ম-সমর্পণে।
যদি পায় হে স্থান, পাপাত্মার আত্মা, আত্মারামের চরণে॥
সর্ব্ব জীবে আত্মারূপে, ব্যাপ্ত যিনি ত্রিভুবনে,
সেই আত্মারূপে আত্মা সঁপে, মুক্ত হ'ব আত্ম স্বগুণে॥

পাব তব গুণে, সেই পরমাত্ম, (কৃষ্ণাত্মজ।) তুমি মম পরমাত্ম,
তব আত্মীয়তাগুণে, (আমি) পাব নিত্য পরম ধনে ;
(সেরূপ দেখিব দেখিব) নবীন নীরদ অঙ্গে জড়িত তড়িৎ হে—
যাবে দৈবিক ভৌতিক আদি ত্রিতাপ হরি দরশনে ॥

যাদব-সেনাপতি।—মন্ত্রি-মহাশয় ! আপানার সৌজন্যে বাধ্য হ'য়ে, কুমার লজ্জাবশতঃ কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌ছেন না ! আমাদের প্রভুর এই আদেশ—"রাজপুরস্থ যাকে সম্মুখে পাবে, তা'কেই বন্ধন ক'র্‌বে !"—আপনার সেনাপতি বন্দী হ'য়েছেন !

মন্ত্রী।—আমিও প্রস্তত ! (প্রদ্যুম্নের প্রতি) তুমি ভববন্ধন-হারীর পুত্র ! তুমি বন্ধন ক'র্‌বে, তাতে আর কষ্ট কি ! বাঁধা আর খোলা এই তোমাদের কাজ ! কাউকে বন্ধন ক'র্‌ছ, আবার কারো বন্ধন মুক্ত ক'রে দিচ্ছ ! এস বন্ধন কর ! কিন্তু, এ বন্ধনের পরিণাম জানতো ? একবার তোমার পিতা বলিকে বন্ধন ক'রেছিলেন, কিন্তু, সেই হ'তে অষ্ট প্রহরই তাকে বলির দ্বারে প্রহরী হ'য়ে কালযাপন ক'র্ত্তে হ'চ্ছে ! আজ আবার তুমি বন্ধন ক'র্‌ছ ? কর ! কিন্তু, প্রহরী হ'তে পার্‌বে তো ? যদি না পার, তা হ'লে, তোমার পিতাকে ব'লো ! আমি নিয়ত তাকে চাই নে কেবল নিয়তির শেষ দিনে, সেই হৃষীকেশ যেন একবার এসে আমার হৃদয়ে উদয় হন !

প্রদ্যুম্ন।—সেনাপতি ! এরূপ পরমার্থ-পরায়ণ মন্ত্রীর পবিত্র হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া কর্ত্তব্য নয় ! দাও-দাও, সেনাপতি ! মন্ত্রিকে মুক্ত ক'রে দাও !—(বন্ধন মোচন)—যাও মন্ত্রী ! স্বস্থানে প্রস্থান কর ! সেনাপতি ! তুমি শীঘ্র রাজান্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে, পুরস্থ ব্যক্তিগণকে বন্ধন-পূর্ব্বক দ্বারকায় ল'য়ে যাও !

মন্ত্রী।—(স্বগত)—যাই অন্তঃপুরে যাই ! দেখি, যদি রাজ্ঞী ও রাজকুমারকে রক্ষা ক'র্‌তে পারি ! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(অবন্তি-রাজের অন্তঃপুর।—রাজকুমারকে বক্ষে করিয়া দাসী সহ রাণীর প্রবেশ।)

দাসী।—দেবি!—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!—এখন উপায় কি?

রাণী।—আর কি উপায় ক'র্‌ব, মা? কপালে যা আছে, তাই হবে! আর যে কোনো উপায় নাই! কৃষ্ণের সঙ্গে শক্রতা ক'রে, কে কবে নিস্তার পেয়েছে, মা? সেনাপতি বন্দী হ'য়েছে! বৃদ্ধ মন্ত্রীর দশাও যে কি ঘ'ট্‌ল, তাও জান্‌তে পার্‌লেম না! মহারাজ, কোন্ পথে, কোথায় গেলেন!—কোথায় গিয়ে, কি বিপদে, পড়্‌লেন!—কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! যদি রাত্রিমধ্যে এমন-ধারা গোপনে চ'লে না যেতেন, তা হ'লে তো কুমারকে কোলে ক'রে, তোমাকে সঙ্গে ল'য়ে, তাঁর অনুগামিনী হ'তে পার্‌তেম! এ ছার রাজ্যের দশা যা হয় হ'তো! এখন তা'রও তো কোনো উপায় নাই! মহারাজ একটা সামান্য অশ্বিনীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, আমাদের মায়া পরিত্যাগ ক'রে, এমন সোণার চাঁদ সন্তানের মমতা ভুলে, সোণার অবন্তি ছার্‌খার ক'রে, এমন-ধারা চ'লে যাবেন, তা যে, মা স্বপ্নেও জান্‌তেম না! তেমন মহারাজ যখন এমন হ'লেন—তেমন সুবোধেরও যখন এমন মতিভ্রম হ'লো—তখন এ সব যে বিধাতার চক্র, তা'তে আর সন্দেহ কি?

দাসী।—তা বটে মা! তবে, যতক্ষণ সাধ্য ততক্ষণ তো আপনাকে রক্ষা ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রতে হবে! চলুন না কেন, কুমারকে কোলে ক'রে, গুপ্ত দ্বার দিয়ে চ'লে যাই?

রাণী।—কোথায় যাব মা? কপাল যে সঙ্গের সঙ্গী! তাই বলি,

আর কোথাও যাব না। মহারাজ যেথানে রেখে গিয়াছেন, সেই থানেই থাকি। হরির মনে যা আছে, তাই হবে।

(ব্যস্তভাবে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী।—দেবি! সকল দিকেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ নিরুদ্দেশ!—সেনাপতি বন্দী!—সৈন্য-সামন্ত সব ছিন্ন-ভিন্ন প্রায়!—অগণ্য যাদব সৈন্য পুরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন ক'রেছে!

রাজকুমার।—মন্ত্রি-মহাশয়! আপনারা অত ব্যাকুল হ'চ্ছেন কেন? বাবা চ'লে গিয়েছেন! তা'তে আপনাদের ভয় কি? আপনারা যে কৃষ্ণকে ভয় ক'চ্ছেন, আমি তো আপনাদেরই মুখে শুনেছি—সেই কৃষ্ণই অভয়দাতা।

মন্ত্রী।—রাজকুমার! তোমার এতদূর জ্ঞান হ'য়েছে! হরি যে অভয়দাতা, তা কি তুমি জেনেছ? আহা! তেমন রাজার ঔরসে এমন সৎ পুত্রের জন্ম! তা না হবে কেন! ক্ষেত্রের গুণ যাবে কোথা? কৃষ্ণদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ঔরসে প্রহ্লাদের জন্ম! ঘোর স্ত্রৈণ উত্তানপাদের ঔরসে ধ্রুবের জন্ম! কিন্তু, কয়াধু আর সুনীতির ন্যায় হরিভক্তিপরায়ণা সাধ্বী রমণীর গর্ভের গুণ যাবে কোথা? যখন এমন সতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছ, তখন যে তুমি হরি-পরায়ণ হবে, সে আর বিচিত্র কি? আহা! তোমার গুণে আমি ধন্য হ'লেম! এস, আমার কোলে এস! তোমার ন্যায় হরি-ভক্ত যেখানে, সেখানে আর বিপদ সম্ভাবনা কোথা? হরি অবশ্যই আমাদের রক্ষা ক'র্‌বেন!

গীত।

ধন্য হ'লেম রাজকুমার।
গেল সন্দেহ, আলিঙ্গন দেহ, তব পরশে পবিত্র হোক্ পাপ দেহ্ আমার॥

ঘুচিল সকল আতঙ্ক, নাচিল প্রাণ-বিহঙ্গ,
পুলকে পূরিল পাপ-অঙ্গ।
হৃদয়ে উঠিল প্রেম-তরঙ্গ হে—
হ'লো দূরিত দুর্গতি, স্থির চঞ্চল-মতি।
দেখে কৃষ্ণপদে মতি অচলা তোমার॥

(সহসা দূত সহ যাদব-সেনাপতির প্রবেশ)

যাদব-সেনাপতি।—শোন! প্রভুর অনুমতি—"রাজপুরস্থ যাকে সম্মুখে পাবে, তাকেই বন্ধন ক'র্‌বে!"

দূত।—যে আজ্ঞে!—যে আজ্ঞে!

মন্ত্রী।—কি!—রাজপুরস্থ সকলকেই বন্ধন ক'র্‌বে? সেনাপতি! সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের এমন নিদ্দয় আদেশ কেন?

সেনাপতি।—"কেন"—সে বিচার ক'র্‌বার অধিকার আমাদের নাই! আমাদের প্রতি বন্ধন ক'রে ল'য়ে যাবার অনুমতি আছে। আপনি কি তা'তে বাধা দিতে প্রস্তুত?

মন্ত্রী।—না! তোমাদের প্রভুর কার্য্যে বাধা দেয় কার সাধ্য! যিনি ইচ্ছাময়, সহস্র বাধা উপেক্ষা ক'রে, তাঁর ইচ্ছারই জয় হ'বে। কিন্তু, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। দণ্ডিরাজের সামান্য অপরাধে, অপর সকলের প্রতি এমন কঠিন দণ্ডাজ্ঞা কেন?

সেনাপতি।—"কেন"—একথার উত্তর আমরা কি দিব? এখন সকলেই আত্ম-সমর্পণে প্রস্তুত কি না বলুন?

মন্ত্রী।—কেন! অগ্রেই তো আত্ম-সমর্পণ ক'রেছি!

সেনাপতি।—তবে অন্যান্য সকলেই এখন বন্ধন স্বীকার করুন?

মন্ত্রী।—সকলেই প্রস্তুত।

সেনাপতি।—এ স্ত্রীলোকটী কে? লক্ষণ দেখে বোধ হ'চ্ছে, ইনিই রাজমহিষী!

মন্ত্রী।—আর 'রাজমহিষী' কেন? এখন নিরাশ্রয়া!—পথের ভিখারিণী!

সেনাপতি।—সেটা ভাগ্যের কথা! (দূতের প্রতি) এদের বাঁধ্!

দূত।—আজ্ঞে, উনি যে ইস্তিরী-নোক!

রাণী।—হা মহারাজ!—কোথা আছ!—একবার এসে দেখে যাও—তোমার স্ত্রী-পুত্রের আজ কি দুর্গতি হ'য়েছে! আমি যে, নাথ, তখনই ব'লেছিলেম। কেন তখন আমার কথায় কর্ণপাত ক'ল্লে না! কেন তোমার তেমন ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিচলিত হ'লো! হা মহারাজ! কোথা আছ!—এ সময় একবার এসে দেখে যাও!—

গীত।

এ সময়ে, কোথায় ভুলে, রইলে মহারাজ (হে)।
দেখে যাও নাথ তোমা বিনে, কি দুর্গতি হ'য়েছে আজ॥
সামান্য অশ্বিনীর মায়ায়, ত্যজিলে হে পুত্র-জায়ায়,
কলঙ্ক রাখিলে ধরায়, হাসালে বৈরঙ্গ সমাজ॥
হারালেম ঐহিকের সুখে, বঞ্চিত হ'লেম পরলোকে,
দাঁড়াবার স্থান নাই ত্রিলোকে,
সার হ'লো এই দুখিনীর সাজ॥

সেনাপতি।—বলি, অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে? বেঁধে ফ্যাল্!

দূত।—এঁজ্ঞে, উনি যে আনী! একে আনী, তা'তে ইস্তিরী-নোক! ওকে বেঁধে কি হবে?

সেনাপতি।—কি হবে, না হবে, তোর সে কথায় দরকার কি? এখন যা বলি, তাই কর্! নইলে—(অসি প্রদর্শন)

দূত।—এঁজ্ঞে—জ্ঞে—জ্ঞে—জ্ঞে! আমাদের অত দয়া-মায়াতেই বা কাজ কি! এসগো আনী-ঠাকুরুণ!—(বন্ধনে উদ্যত)

মন্ত্রী।—(বন্ধনে বাধা দিয়া) মহাশয়! নিরাশ্রয়া অবলাকে বন্ধন

কেন? মহারাজ দণ্ডীই আপনাদের প্রতিকূল আচরণ ক'রেছেন! সুতরাং, দণ্ডীর প্রতিই দণ্ড বিধান ক'র্তে পারেন, একের পাপে, অন্যের প্রতি, এ কঠোর অত্যাচার কেন? আপনারা বীরপুরুষ! অবলার প্রতি এরূপ নিগ্রহ প্রকাশ ক'রে, কেন বীর-ধর্ম্ম নষ্ট করেন? আমি করযোড়ে, বিনয় ক'রে ব'ল্ছি, রাজ্ঞীকে বন্ধন করবেন না!

কুমার।—মন্ত্রি-মহাশয়! যতক্ষণ ওদের অনুনয়-বিনয় ক'র্বেন ততক্ষণ কেন নয়ন মুদে, প্রাণ খুলে, "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে ডাকুন না! (রাণীর প্রতি) মা! কেঁদো না! ওরা বাঁধুক, আর আমরা দুজনে মিলে, "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে ডাকি! দেখি ওরা কেমন ক'রে বাঁধে!

রাণী।—বাপ! ডাক্লেই কি কৃষ্ণের দয়া হবে? দেখা কি পা'ব, বাপ! জানি, তিনি দয়ার সাগর! ডাক্তে পার্লে, দেখা না দিয়ে থাক্তে পারেন না! কিন্তু, আমাদের ভাগ্যে তা ঘট্লো কই? কপাল দোষে অমৃত যে গরল হ'ল! সুখের সাগর যে শুকায়ে গেল!—কমলা-কান্তের কোমল হৃদয়ও যে পাষাণ হ'লো! যাঁর নাম ক'র্লে, জীবের ভব-বন্ধন মোচন হয়, সেই ভব-বন্ধন-হারীর দূতে আমাদের বন্ধন ক'র্ছে! তবে আর কা'কে ডা'ক্বো বাপ!

গীত।

(ওরে) ডাক্লে কি তা'র পা'ব দরশন (রে)।
আর কি দেখা দিবেন আসি, সে পীতবসন (রে)॥
দয়ার সাগর দীনবন্ধু নাম যাঁর,
বিধির বাদে বিবাদী আজ সেই ব্রজেন্দ্রকুমার
আর কারে ডাকিব রে বাপ,
কে নিভাবে এ মনস্তাপ;
(যারে হরি বিমুখ তা'র কি উপায়)
(যখন দয়ার সাগর নির্দয় হ'লেন)

চিরদিন দহিবে আমায় এ দুখ-হুতাশন (রে) ॥
যাঁর নামে জীবের ভব-বন্ধন যায়,
তাঁর দূতে করে বন্ধন, এ যন্ত্রণা ক'ব কায় ?
শুনেছি সেই নবঘনে, নিভায় জীবের পাপাগুনে,
তিনি দুর্দ্দিনের বান্ধব হরি—
(ভক্তের হৃদয়বন্ধু নাম তাঁর রে)
হ'ল না বাপ কপালগুণে বিন্দু-বরিষণ (রে) ॥

সেনাপতি।—ওরে, বাজে কথায় কাণ দিলে, তোদেরই কাণ নিয়ে টানাটানি প'ড়্বে, জানিস্!—এখন শীঘ্র বেঁধে নে, এর পর, পাষণ্ড দণ্ডী প্রাণভয়ে কোথায় পলায়ন ক'রেছে তা'র অনুসন্ধান ক'র্ত্তে হবে!

দূত।—হে গা কর্ত্তা ? বলি, এই বাচ্চাটীকে শুদ্ধ বাধ্‌তে হবে ? ও যে একটুখানি ছানা! বাঁধ্‌তে গেলে, বাঁচ্‌বে কি ? বলি, চাঁদা-পুঁটী কিছুই এড়াতে দেবে না! এ সান্‌কিতে বজ্রাঘাত কেন, বাবা ?

সেনাপতি।—বেটা যেন তর্কবাগীশ! তোকে যা বলি, তাই কর্! নইলে—(অসি নিষ্কাশন)

দূত।—আঁ্যা—আঁ্যা—অগে নাগ্‌লে, এখুনি অক্কা-অক্কি হ'য়ে যেতো!—আঁ্যা!

সেনাপতি।—বেঁধে নে!

দূত।—যে আজ্ঞে।—(উভয়কে বন্ধন)

রাজকুমার।—বাঁধ্‌লি!—বাঁধ!—তুই বাঁধ্ আর আমি সেই ভব-বন্ধনহারী হরিকে ডাকি!—দেখি তোরা কেমন ক'রে বাঁধিস্!—(ঊর্দ্ধ নেত্রে)—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পদ্মপলাশলোচন! বন্ধন মোচন কর! আমার পিতা তোমার বিপক্ষ—আমি কৃষ্ণদ্বেষীর পুত্র—তাই ব'লে কি আমায় দয়া ক'র্‌বে না ? তবে প্রহ্লাদকে দয়া ক'রেছিলে কেন ? প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুও তো তোমারি বিপক্ষ ছিল। জানি,

প্রহ্লাদ তোমার ভক্ত! আমি ভক্তি পা'ব কোথা, হরি! আমাকে ভক্তি দাও! কি ব'লে তোমায় ডাক্‌তে হবে, আমায় শিখিয়ে দাও!—আমার হৃদয়ে এস!—আমি হৃদয়ে রেখে, নয়ন মুদে, তোমার সেই রাঙ্গা পা দুখানি দেখি! আর প্রাণ ভ'রে তোমাকে ডাকি! কৈ হরি!—এলে না!—আমি তোমায় দেখ্‌বো ব'লে নয়ন মুদ্রিত ক'ল্লেম,—দেখ্‌তে পেলেম না কেন, হরি?—সব আঁধার হ'ল কেন, হরি?—কর, আলো কর!—আমার আঁধার-হৃদয় আলো কর!—আম্‌রা যে আজ বড় নিরাশ্রয়!—আমাদের যে আর কেউ নাই, হরি!—পিতা আমাদের পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছেন! কিন্তু, তুমি তো পার্‌বে না! আমি শুনেছি, তুমি বড় দয়াময়! বিপদে দয়া না ক'র্‌লে, আর কি কেউ তোমায় দয়াময় ব'লে ডাক্‌বে? না, বিপদকালে তোমার বিপদ-বারণ "মধুসূদন" নাম স্মরণ ক'র্‌বে?—(রাণীর প্রতি) মা আর কেঁদ না! ওরা বাঁধুক, আর আম্‌রা দুজনে মিলে, প্রাণ খুলে, সেই ভব-বন্ধনহারীকে ডাকি! দেখি, আমাদের এই সামান্য বন্ধন মোচন করেন কিনা!

গীত।

আয় মা দুজনে মিলে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে ডাকি।
কেমন ক'রে দীনবন্ধু নিদয় হ'য়ে থাকেন দেখি,
ডাক ডাক, মা, হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখী—দয়া হয় কি না হয়, দেখি দেখি॥
(সেই কমল-আঁখির)
বিষপানে বিষম বিপদে হুতাশনে হস্তীপদে;
যে হরি রাখেন প্রহ্লাদে, তাঁর দয়া মা হ'বে না কি—
(একবার ডাক মা, ডাক মা!)
(দীনবন্ধু ব'লে একবার ডাক মা, ডাক মা!)
অপার-কৃপা-সিন্ধু হরি এমন বন্ধু আর আছে কি—
প্রহ্লাদ ডেকেছে যখন কাতরে—

অম্‌নি অভয় দিয়ে ব'লেছেন তারে—
এই দেখ্‌রে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে—
প্রাণের প্রহ্লাদ আমি এসেছি রে—
তোর মধুর ডাকে আমি এসেছি রে—
এখন আয় বাপ হৃদয়ে রাখি॥
শুনেছি মা গহন বনে রেখেছিলেন ধ্রুব-ধনে
নইলে জীবে বল্‌বে কেন ভক্ত-প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী—
(সে তো নিদয় নয়, নিদয় নয়)
(বড় দয়ার সাগর!)
ভক্তের লাগি গোলকত্যাগী, সে যে ভক্তের দুখের দুখী—
তারে ভক্ত যদি ডাকে কাতরে—
"কোথা কৃষ্ণ" ব'লে ডাকে কাতরে—
"কোথায় বিপদবারণ" ব'লে ডাকে কাতরে—
অম্‌নি দেখা দেন সেই কমল-আঁখি॥

রাণী।—হা হরি! এই দুখের বাছার এত দুর্গতি ক'র্‌লে! এতে কি তোমার, "দয়াময়" নামের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে!—(কুমারের প্রতি)—বাপ! আমি শুনেছি বালকের প্রতি তাঁর বড় দয়া!—একবার ডাক দেখি, বাবা!

কুমার।—ডাক্‌ব মা?

রাণী।—ডাক!

(কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা)

কোথা আছ, দেখা দাও, দীনবন্ধু হরি!
বিপদে, শ্রীপদে রাখ, করুণা বিতরি॥
যোগারাধ্য ধন, যশোদা নন্দন,
শমন-বন্ধনহারি!

ভক্ত-প্রাণ-ধন, অনাথ-শরণ,
দাওহে চরণ-তরি॥
শুনেছি হে মনঃপ্রাণ সঁপে রাঙ্গা পায়,
অভয় চরণে তব ধ্রুব স্থান পায়।
বিষম বিপদে, মত্ত হস্তী পদে,
রাখিলে প্রহ্লাদে তুমি!
সকলেরি হও, আমার কি নও,
এত কি পাতকী আমি?
কৃপা-চ'ক্ষে চাও, বন্ধন ঘুচাও,
বাঁচাও দুখিনী মাকে।
অনাথ-পালক! অনাথ বালক,
কাতরে তোমারে ডাকে॥
দেখ রাজরাণী আজ ভিখারিণী,
এ কি খেলা তব হরি!
ভক্ত-প্রাণ-ধন, অনাথ-শরণ,
দাওহে চরণ-তরি॥

গীত।

কোথায় আছ, দেখা দাওহে, দীনদয়াল হরি।
যাতনায় প্রাণে মরি মরি॥
বালকের সহ শত্রুতায় (হরি!) বাড়িবে কি হে মাহাত্ম্য তায়,
(আর কি "দয়াময়" কেউ বলিবে হে) যদি প্রাণ যায় পদ স্মরি॥
সকলে শুনেছি আমি (হরি!) কাঙ্গালের সখা তুমি—
(হরি আমরা বড় অনাথ হে!) রাখ পায় অনুপায় হেরি॥

সেনাপতি।—রাজকুমার! ডাকা হ'লো সে? এখন চল!

কুমার।—আমাদের কোথা নিয়ে যাবেন, মহাশয় ?

সেনাপতি।—যিনি তোমাদের, বন্ধন ক'রে, নিয়ে যেতে, আদেশ ক'রেছেন, সেই দ্বারকানাথ কৃষ্ণের কাছে যেতে হবে !

কুমার।—তাঁর কাছে এমন-ধারা বেঁধে নিয়ে যেতে হবে কেন ? আমরা তো যেতে অসম্মত নই !—তবে আপনারা বেঁধে নিয়ে যাবেন কেন ? যাঁকে দেখ্‌বার জন্য, জগতের জীবমাত্রেই লালায়িত, আজ আমরা, আপনাদের সঙ্গে, সেই হরিকে দেখ্‌তে যাচ্ছি ! আপনাদের তুল্য বন্ধু আর আমাদের কে আছে ? চলুন, আমরা সকলেই আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি !

সেনাপতি।—(দূতের প্রতি)—চল্‌না রে !—নিয়ে চল্ না !

দূত।—এঁজ্ঞে—ওরা যে ওদন ক'চ্ছে গো ! ওদের, ওদন দেখে আমারও যে ওদন আস্‌ছেন !—(কুমারের প্রতি)—দেখ্ ছোঁড়া ! তুই যদি একশবার অমন-ধারা ওদন করিস্, তা হ'লে আমিও এথনি তোর সঙ্গে, ওদন ক'রে, কেঁদে ফেল্‌বো !—আঁ্যা—আঁ্যা—আঁ্যা—!

সেনাপতি।—আঃ ! বেটার কি দয়া !—চল্ ! নিয়ে চল্ !

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গা-তীর।

(উর্ব্বশীর কণ্ঠ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক দণ্ডীর প্রবেশ)

দণ্ডী।—না! আর হ'লো না! আর ত্রিজগতের কোথাও আশ্রয় পেলেম না! পাতালে বলির শরণাগত হ'তে গেলেম! সে আমায় দেখে, উপহাসের হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লে—"দণ্ডীরাজ! তোমায় আশ্রয় দিব কি—তুমি, যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে, আশ্রয় পাবার জন্য, আমার নিকটে এসেছ, সেই হরি, দয়া ক'রে আমায় পাতালপুরে একটু স্থান দিয়েছেন!—আর অষ্টপ্রহরই আমার দ্বারে প্রহরী হ'য়ে কালযাপন ক'র্‌ছেন"! সেখানে আশ্রয় না পেয়ে, স্বর্গে দেবতাদের নিকটে গেলেম!—দেখ্‌লেম সেখানেও তাই!—সকলেই কৃষ্ণপক্ষ! আমার হৃদয়ের ঘোর কৃষ্ণপক্ষ নিবারণ ক'রে, অভয় আলোক দান ক'র্‌তে, কেউ সমর্থ নয়! সকলেই ব'ল্লেন—"যাও! কৃষ্ণপদে অশ্বিনী দিয়ে, শরণ গ্রহণ করগে"! তা পার্‌বো না! প্রাণ সত্ত্বে প্রাণাধিকা উর্ব্বশীর মায়া পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না! অথচ ত্রিজগতের কোথাও আশ্রয় পেলেম না!—(উর্ব্বশীর প্রতি)—প্রিয়ে উর্ব্বশি! আর বুঝি তোমায় রাখ্‌তে পারলেম না! দুরন্ত কৃষ্ণ-কিঙ্করগণ নিশ্চয়ই আমাদের অন্বেষণে বহির্গত হ'য়েছে!

না জানি, কখন এসে, আমার হৃদয়-মন্দির শূন্য ক'রে, এই প্রেমময়ী প্রতিমাখানি হরণ ক'র্‌বে! তুমি অপরের অঙ্কশায়িনী হবে, আমি তা, প্রাণ থাক্‌তে, সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বো না! তাই বলি, প্রিয়ে! আর বিলম্ব ক'রো না। একবার এই জাহ্নবীর কূলে দাঁড়াও!—আমি, তোমার প্রেমময়ী মূর্ত্তিখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে, এই জাহ্নবী-জলে জীবন বিসর্জ্জন করি। যামিনী অবসান না হ'তে হ'তে, যাতে আমার যাতনাময়ী জীবন-যামিনীর অবসান হয়, তা'র উপায় করি। নইলে যামিনী অবসান হ'লেই, দুর্ব্বাসার অভিশাপরূপ রাহু এসে আমার হৃদয়াকাশের অকলঙ্ক-পূর্ণ শশধরকে গ্রাস ক'র্‌বে! তুমি অশ্বিনীরূপ ধারণ ক'র্‌বে!—কঠোর অভিশাপে বাক্‌শক্তি হারাবে! মরণকালে তোমার সঙ্গে, প্রাণ খুলে, দুটো কথা কহতে কইতে ম'র্‌তে পা'ব না!—কেবল কাছে দাঁড়িয়ে চ'ক্ষের জলে ধরাসিক্ত ক'র্‌বে,—সে দৃশ্য যে, প্রিয়ে, আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণে যন্ত্রণাদায়ক হবে! তাই বলি, কূলে এসে দাঁড়াও! আমি, প্রাণ খুলে তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে, ইহ-জীবনের মত বিদায় গ্রহণ করি।

উর্ব্বশী।—মহারাজ! এত ব্যাকুল হ'চ্চেন কেন? প্রাণ রাখা কঠিন—পরিত্যাগ করা অতি সহজ! সকল কার্য্যেরই শেষ পর্য্যন্ত দেখা উচিত নয় কি? প্রবল বৃষ্ণ-দূতে আমাকে বল-পূর্ব্বক হরণ ক'রে নিয়ে গেলে, আপনি বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বেন না, তাই সময় সত্বে জীবন পরিত্যাগ ক'রে, যন্ত্রণার শেষ ক'র্‌তে উদ্যত হ'চ্ছেন? মহারাজ! বলুন দেখি, এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ ক'র্‌লেই কি যন্ত্রণার শেষ হবে? দেহ-ত্যাগের পরই যে, জীবের পাপ পুণ্য-জনিত সুখ দুঃখ ভোগাভোগের সময়! তা'র উপর আত্ম-হত্যা! আত্ম-হত্যাকারীকে যে কত যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হয়, তা কি আপনি জানেন না? কেন,

মহারাজ! সামান্য মোহ মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে, চির-যন্ত্রণানলে দগ্ধ হ'তে বাসনা ক'র্‌ছেন?

দণ্ডী।—তা বটে, প্রিয়ে! সকলই বুঝি, জানিও সব! কিন্তু, বর্ত্তমান যন্ত্রণা যেন তা হ'তেও গুরুতর ব'লে বোধ হ'চ্ছে!

উর্ব্বশী।—তা নয়, মহারাজ! সে যন্ত্রণার কাছে আপনার এ যন্ত্রণা অতি সামান্য। আমার কথা রাখুন! আত্ম-হত্যার বাসনা পরিত্যাগ করুন! যদি প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌লে, জন্মান্তরে আমাদের মিলনের সম্ভাবনা থাক্‌ত, তা হ'লেও তত দুঃখ ছিল না! এখন আমার মায়া পরিত্যাগ ক'রে গৃহে যান! আপনার স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্বজন, বান্ধব, সকলই আছে! তা'দের নিয়ে, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখে, আমার মায়া বিস্মরণ হ'বার চেষ্টা করুন গে! আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হ'বে।

রাজা।—না প্রিয়ে! তা পা'র্‌ব না! তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে যে, আমার স্বর্গেও শান্তি নাই! আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, মন, প্রাণ, স্বজন, বান্ধব, সকলই যে তুমি! আর আমাকে গৃহে যেতে অনুরোধ ক'রো না! সংসারে আর আমার শান্তি নাই! দাড়াবার স্থান নাই!—এখন মৃত্যুই আমার বন্ধু! মৃত্যুই আমার সকল যন্ত্রণার শান্তিধাম!—আর বিলম্ব ক'রো না!—ঐ দেখ! প্রভাতী তারকা আমার অস্তগমনোন্মুখ জীবন-তারকার ন্যায় মলিন হ'য়ে আস্‌ছে! এখনই অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আমার হৃদয়াকাশের উর্ব্বশী-চাঁদকে হারা'ব! হারা'ব কি?—বুঝি হারালেম!—ঐ পূর্ব্ব দিক্‌ পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌ছে! হাঃ প্রিয়ে! মৃত্যু-কালে দুটো কথা কইতে পেলেম না! হা অরুণদেব! হতভাগ্য দণ্ডীকে এই দণ্ড দিবার জন্যই কি আজ এত শীঘ্র উদিত হ'চ্ছ? না, ভাবী বিরহের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কল্পনা ক'রে, প্রণয়ী কিরূপে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে সেই কৌতুক দেখ্‌বার জন্য, উদয়কালের পূর্ব্বেই,

অসময়ে এসে দেখা দিচ্ছ? না!—আর না!—এস প্রাণাধিকে!—আমার বক্ষে এস! তোমাকে ভাগীরথী-কূলে রেখে, শেষের দেখা দেখ্‌তে দেখ্‌তে, যন্ত্রণার শেষ করি!

মা! পতিত পাবনী জাহ্নবি! জীবের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হ'লে, পিতা, মাতা, পুত্র, পরিজন, বান্ধব, সকলেই যে শব-দেহ অস্পৃশ্য ব'লে, তোমার কূলে পরিত্যাগ ক'রে যায়!—নিতান্ত পূতিগন্ধময় গলিত হ'লেও তুমি পরিত্যাগ কর না! অকাতরে আপন কোলে স্থান দিয়ে থাক! আজ সেই ভরসাতেই শরণাগত হ'তে এসেছি! দে মা পতিত-পাবনি! এই পতিত পুত্রকে পাদপদ্মে স্থান দে!

(স্তব)

মাতঃ শিবদা শর্ব্বাণি! গতিদা গীর্ব্বাণি!
ভীষ্মপ্রসবিনী বিশ্বরূপে!
হরি-চরণ চারিণি! মরণ-বারিণি!
জনম-হারিণী কর্ম্ম-কূপে॥
মাতঃ মহেশ-মোহিনি! মকর-বাহিনি!
মোক্ষ-বিধায়িনী জহ্নু-সুতে!
পাপী পতিত শ্রীপদে, মরণ-বিপদে
রক্ষ রাঙ্গাপদে দক্ষসুতে॥

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

পতিত-জন পাবনী, মকর-বাহিনী, ভক্তে মুক্তি-বিধায়িনী,
মদন-মদ-মর্দ্দন-মহেশ-মন-মোহিনী॥
জয়-শিব-শির-সম্পদ, নাশয় ভব-বিপদ, মন্দ-মতি জনে পদ বন্দে মন্দাকিনি॥
ঘোর শমন-শাসনে, ভব-ভাবনা ভঞ্জনে, রক্ষ বিজ্ঞ-ভূষণে, দ্বিজভূষণভাবিনি॥

(সখী সহ সুভদ্রার প্রবেশ)

সখী।—এই বুঝি আপনার অরুণোদয়ে স্নান করা? আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'য়েছে, কোথা তাড়াতাড়ি স্নান-আহ্নিক সেরে নেবেন, তা না হ'য়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। দেখুন দেখি, আজ কেমন বাছা বাছা ফুল তুলে এনেছি! ও কি! কাণ পেতে কি শুন্‌তে লাগ্‌লেন?

সুভদ্রা।—সখী সুমতি! কে যেন ব'ল্‌ছে—"তোমায় ভাগীরথীর তীরে রেখে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণ পরিত্যাগ করি!" দেখ দেখি, বাছা কে?—কি জন্য অমন-ধারা প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে যাচ্ছে?

সখী।—কৈ! কোন্ দিকে? ঐ বুঝি? দেবি! আপ্‌নি একটু স'রে দাঁড়ান! একটী লোক দিব্য রাজ-রাজড়ার পোষাক প'রে, একটী ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধ'রে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, এই দিকেই আস্‌ছে! আসুন, আমরা একটু স'রে দাঁড়াই!

সুভদ্রা।—সখি! লোকটীর তো আকার-প্রকার দর্শনে সামান্য ব্যক্তি ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। তবে কিজন্য উনি গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে যাচ্ছেন? ভাল, জিজ্ঞাসা কর দেখি!

সখী।—মহাশয়! আমাদের দেবী আপনার পরিচয় এবং কি জন্য গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে যাচ্ছেন, জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন!—ব'ল্‌তে কোনো বাধা আছে কি?

দণ্ডী।—না! আমার প্রাণ-পরিত্যাগের কারণ ব'ল্‌তে কোনো বাধা নাই! অথচ ব'ল্লেও যে কোনো ফল হবে, তাও বোধ হয় না। তবে তোমাদের দেবী যখন নিতান্তই জান্‌তে ইচ্ছা ক'রেছেন, তখন অবশ্যই ব'ল্‌বো! কিন্তু, আগে বল, তোমাদের দেবী কোন্ মহাদেবী? যদিও একজন অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা একজন অপরিচিত

পুরুষের কর্ত্তব্য নয়, তথাপি আমায় ব'ল্‌তে বাধা নাই। কারণ, আমি আজ, জগতের নিকট শেষ বিদায় নিতে এসেছি। যে ব্যক্তি সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'র্‌তে বসেছে, তার আর সমাজ-বন্ধনের ভয় কি? তাই সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, তোমাদের দেবী কোন্ মহাদেবী, আগে বল। তা'র পর আমার পরিচয় পাবে। আর আমার মৃত্যুর কারণও জান্‌তে পার্‌বে।

সখী।—বোধ হয়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নাম শুনেছেন? আমাদের দেবী সেই চন্দ্রকুলের কুলবধূ।—মহাবীর অর্জ্জুনের পত্নী।—ভগবান বাসুদেবের সহোদরা! নাম—"সুভদ্রা"।

দণ্ডী।—আমায় ক্ষমা কর! আর পরিচয়ে কাজ নাই। তবে এই ব'ল্লেই যথেষ্ট হবে, আজ আমি ত্রিজগতের কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, এই গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে এসেছি!

সুভদ্রা।—মহাশয়! জগতের কোথাও আপনার আশ্রয় নাই! এ যে বড় অসম্ভব কথা! যে যেখানে থাকে, ভগবান সর্ব্বত্রই জীবের রক্ষক! আপনি, কি বিপদে, আশ্রয় প্রার্থনা করেন? বলুন, আমি যথাশক্তি আপনাকে রক্ষা ক'রব! স্ত্রীলোক মনে ক'রে, তাচ্ছিল্য ক'র্‌বেন না!

দণ্ডী।—ব্যাঘ্র ভয়ে ভীত হ'য়ে, ব্যাঘ্র-পত্নীর শরণ গ্রহণ করাও যা, আর আপনার নিকট আমার, বিপদের পরিচয় দিয়ে, শরণ গ্রহণ করাও তাই।

সুভদ্রা।—মহাশয়! আপনার আকার-প্রকারে একজন মহাত্মা ব'লে বোধ হ'চ্ছে! তবে কেন আপনি এরূপ সত্য-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কথা ব'ল্‌ছেন? যখন আপনাকে যথাসাধ্য রক্ষা ক'রব ব'লে, গঙ্গাতীরে সত্য ক'রেছি, তখন সত্য-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে, ক্ষত্রিয়-পত্নীরা

কাতর নয়। এখন আপনি পরিচয় দিন!—বিপদের কারণ বলুন! আমি সত্য বল্‌ছি, আপনাকে যথাসাধ্য রক্ষা ক'র্‌ব!

দণ্ডী। আপনার আশ্বাস-পূর্ণ বাক্যে আমার সকল সংশয় দূর হ'লো! আর, আমি আপনার কাছে কোনো কথা গোপন রাখ্‌ব না! আমার পরিচয় শুনুন্‌। আমি অবন্তি-দেশের অধিপতি, নাম—'দণ্ডী'। এই অশ্বিনীটী আমার মৃগয়া-লব্ধ, আমার প্রাণ নিতান্তই অশ্বিনীগত। আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণ এটী বল-পূর্ব্বক গ্রহণে প্রস্তুত। তাই, তাঁর ভয়ে, ত্রিলোক ভ্রমণ ক'র্‌লেম। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, এই গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌তে এসেছি। এখন রক্ষা ক'র্‌তে পারেন বলুন! না পারেন, আমায় বিদায় দিন!

সুভদ্রা।—আর আপনার কোনো চিন্তা নাই!—সখি! অবন্তি-রাজকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এস।

সখী।—মহারাজ! তবে আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ।—রাজ-অন্তঃপুর।

(কুন্তী ও সুভদ্রার প্রবেশ)

কুন্তী।—হাঁ মা সুভদ্রে! সর্ব্বনাশ ক'রেছ, মা? পাণ্ডবের বল, বুদ্ধি, সহায়, সম্বল, সকলই তোমার দাদা!—তোমার সেই দাদা যার প্রতি প্রতিকূল, কেন তা'কে আশ্রয় দিয়ে গৃহে এনেছ মা? দণ্ডী ত্রিলোকে আশ্রয় পায় নাই! স্বর্গে—দেবতা প্রতিকূল! মর্ত্তে—মানব প্রতিকূল! পাতালে—বলি প্রতিকূল!—কৃষ্ণ প্রতিকূলে যাকে আশ্রয় দিতে জগতের লোক সমর্থ হয় নাই!—তুমি অবলা হ'য়ে, কোন্ বলে, তা'কে আশ্রয় দিয়ে গৃহে এনেছ, মা? এখনই যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সকলেই শুন্‌বে! তোমার দাদা শুন্‌লেই বা কি মনে ক'র্‌বেন, বল দেখি? মা, তুমিতো অজ্ঞান নও! তাই বলি, এ কথা প্রকাশ হ'তে না হ'তে, দণ্ডীকে পরিত্যাগ কর! মাগো দেহ-প্রাণে যে সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-পাণ্ডবেও সেই সম্বন্ধ! সুতরাং, সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেহ-প্রাণে ভেদ ক'রে—আর শত্রু হাসিও না!

সুভদ্রা।—মা! আমাকে তিরস্কার ক'চ্ছেন কেন? শরণাগতকে আশ্রয় দিয়েছি, এ কথা শুনে কোথা সুখী হবেন, তা না হ'য়ে, আমি কি মা তিরস্কারের পাত্রী হ'লেম! বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া কি মা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয়? আপনার পুত্রেরা যে ধর্ম্ম-বলে বলবান্, যে ধর্ম্ম তাঁদের প্রধান

বল, যে ধর্ম্ম তাঁদের একমাত্র সম্বল, সেই ধর্ম্মবল প্রবল হবে ব'লেই, আমি শরণাগতকে আশ্রয় দিয়েছি! এতে যদি আপনার পুত্রেরা কাতর হন, তবে জান্‌বো এ জগতে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম নাই।—ক্ষত্রিয়ের বাহুবল কেবল দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশের জন্য! আমি শরণাগত দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়েছি, আপনার পুত্রেরা যদি তা'কে রক্ষা ক'র্ত্তে অসমর্থ হন, তা হ'লে, আমি দাদার কাছে গিয়ে, তাঁর পায় ধ'রে, দণ্ডীর জীবন ভিক্ষা ক'র্‌বো! তথাপি প্রাণ থাক্‌তে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ ক'র্‌বো না! মা!—আপনার যে কুল, ধর্ম্ম-রত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার ব'লে পরিচিত, আমি তো, মা, সেই কুলেরই কুলবধূ! আপনি জ্ঞানবতী!—আপনার পুত্রেরাও পরম ধার্ম্মিক! সুতরাং, একবার ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি ক'রে, যা কর্ত্তব্য হয়, করুন্!

কুন্তী।—কি ক'র্‌বো মা, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! তাদের পাঁচ ভাইকে ডাকি, ভাল মন্দ যা হয়, তা'রাই ক'র্‌বে! এই যে সকলেই আস্‌ছে!—হাঁরে যুধিষ্ঠির! সুভদ্রা যে কি সর্ব্বনাশের সূত্রপাত ক'রেছে, শুনেছিস্ কি?

(যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—মা সব শুনেছি! সুভদ্রা স্বভাব-সরলা বালিকা, তাই কৃষ্ণ-প্রতিকূলাচারীকে আশ্রয় দিতে উদ্যত হ'য়েছে! সেজন্য আপনি চিন্তা ক'র্‌বেন না! আপনি গৃহে যান, আমরা তা'কে বুঝিয়ে ব'ল্‌ছি! (অর্জ্জুনের প্রতি)—প্রাণাধিক অর্জ্জুন! তুমিও সুভদ্রার গৃহে যাও! এ কথা বৃকোদরের কর্ণগোচর না হ'তে হ'তে, যাতে দণ্ডীকে পরিত্যাগ করেন, তা'র উপায় করগে!

(প্রস্থান)

অর্জ্জুন।—যে আজ্ঞে!—(সুভদ্রার প্রতি)—প্রিয়ে সুভদ্রে!

এ কি ? প্রাণাধিকে ! অধোবদনে ধরাসনে কিজন্য তুমি বালিকাবুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হ'য়ে, একটা অন্যায় কার্য্য ক'রেছ ব'লে, মা যদি কিছু ব'লে থাকেন, তা'র জন্য দুঃখ কেন ? বল দেখি, প্রিয়ে ! দণ্ডীকে আশ্রয় দেওয়া কি তোমার বুদ্ধিমতীব কার্য্য করা হ'য়েছে ?—যে পাণ্ডব কৃষ্ণগত-প্রাণ—যে কৃষ্ণ পাণ্ডবগতপ্রাণ—সেই কৃষ্ণ-পাণ্ডবে বিভিন্ন ক'রে, দেহ হ'তে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করাই কি তোমার ইচ্ছা ? তুমি কৃষ্ণদ্বেষী দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়েছ, এ কথা শুন্‌লে, কৃষ্ণচন্দ্র কি মনে ক'র্‌বেন ? দেব বলভদ্র যখন শুন্‌বেন যে, সুভদ্রাই কৃষ্ণের অবাধ্য দণ্ডীর অনুকূলে দণ্ডায়মানা, তখন তিনিই বা কি মনে কর্‌বেন বল দেখি ? যে কৃষ্ণ-বলরামের সুভদ্রাগত জীবন, তুমিই যাঁদের একমাত্র আদরের ভগিনী, সেই স্নেহময় সহোদরের প্রতিকূলে দাঁড়ানো কি তোমার কর্ত্তব্য ? বল দেখি, এ কি কৃষ্ণের ভগিনীর উপযুক্ত কার্য্য হয়েছে ?

সুভদ্রা।—আমি কৃষ্ণের ভগিনীর উপযুক্ত কার্য্য ক'রেছি কিনা, জানি না, কিন্তু, পাণ্ডবদের কুলবধূর উপযুক্ত কার্য্য ক'রেছি। শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া যদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হয়, আশ্রিতকে রক্ষার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করা যদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গৌরবের কার্য্য হয়, তবে আমি মাতা কুন্তীর পুত্রবধূর উপযুক্ত কার্য্য ক'রেছি।—বীর-পত্নীর কর্ত্তব্য কার্য্য ক'রেছি।—ধর্ম্মবীর ধনঞ্জয়ের ধর্ম্ম-পত্নী ব'লে পরিচয় দিবার যোগ্য হ'য়েছি।—আমি শরণাগতকে আশ্রয় দিয়েছি।—হয় রক্ষা কর, না হয়, বল যে, পাণ্ডবেরা, দুর্ব্বল ভিন্ন সবলের কাছে বলপ্রকাশে অক্ষম! তা হ'লেই আমার ভ্রম যাবে! আমি দাদার কাছে গিয়ে, তাঁর পায়ে ধ'রে দণ্ডীর জীবন ভিক্ষা ক'র্‌বো! তা'তে যদি তিনি অসম্মত হন, তা হ'লে তাঁর পদতলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বো! তথাপি প্রাণ থাক্‌তে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

অর্জ্জুন ।—ভাল, সুভদ্রে ! দণ্ডীকে আশ্রয় দিলেই তো তোমার দাদার সহিত বিরোধ উপস্থিত হবে। আমাকেও কৃষ্ণ-প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌তে হবে ! বল দেখি, কে আমাকে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হ'তে পরামর্শ দিবে ? তুমিতো জান যে, ধর্ম্মরাজের অনুমতি ভিন্ন, আমি কোনো কার্য্য ক'র্‌তে সমর্থ নই !

সুভদ্রা ।—'ধর্ম্মরাজ' নামটি যদি তাঁর পিতা-মাতার সাধ ক'রে রাখা নাম হয়, তবে তিনি অনুমতি দিবেন না ! আর, তাঁর 'ধর্ম্মরাজ' নামের যথার্থ অর্থ সমর্থন করে, এরূপ পদার্থ যদি তাঁ'তে থাকে, তবে তিনি কেন না অনুমতি দিবেন ?

অর্জ্জুন ।—ভাল, সুভদ্রে ! দণ্ডীকে আশ্রয় দেওয়া সূত্রে, যদি তোমার দাদার সহিত যথার্থই যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তা হ'লে কি আমরা সে যুদ্ধে জয়লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো ?

সুভদ্রা ।—না পার সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ যাবে !

অর্জ্জুন ।—তা হ'লে তোমার কি হবে ?

সুভদ্রা ।—কেন, আমিও সঙ্গিনী হ'ব !

অর্জ্জুন ।—তা হ'লে তো সকল সম্বন্ধই মিট্‌লো ?

সুভদ্রা ।—কেন ! আমাদের সম্বন্ধ কি কেবল ইহকালের জন্য ? ধর্ম্ম-পত্নী কি পরকালের সঙ্গিনী নয় ? কেন আর আমায় মিছে কথায় ভুলাতে চাও ? আমি যা বল্লেম, তা পারো বল, না পারো, তোমরা যা ভাল বুঝ করগে। আর আমার কাছে কেউ এস না !—আর আমার কাছে কেউ থেকো না !—আর আমায় কেউ ডেকো না ! এখন এই প্রার্থনা কর, যেন এই ধরাশয্যাই আমার শেষ-শয্যা হয় !

(ধরাতলে শয়ন)

অর্জ্জুন।—বুঝ্‌লেম! তবে তুমি এই অবস্থাতেই থাক! এখন আমি চ'ল্লেম! একেই বলে—'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'!

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম।—ওরে অর্জ্জুন! বাঁধি-বোল্‌গুলো সকল সময় ভাল লাগে না! সুভদ্রা, শরণাগত দণ্ডীরাজকে আশ্রয় দিয়ে, সকলের কাছেই অপরাধিনী! কেন, সুভদ্রা অপরাধিনী কিসে? তিনি বীর-পত্নী!—বীর-প্রসবিনী!—আমাদের কুলপবিত্রকারিণী দেবী!—সত্য-নিষ্ঠার আদর্শ প্রতিমা! আজ জগতের লোক দেখুক যে, ধর্ম্মাভিমানী যুধিষ্ঠির, বীরত্বাভিমানী ভীমার্জ্জুন, ন্যায়পরায়ণ নকুল, সূক্ষ্মদর্শী সহদেব প্রভৃতি পাণ্ডবগণের হৃদয় অপেক্ষা কুরুকুল-পবিত্রকারিণী সুভদ্রার হৃদয় কত পবিত্র!—কত প্রশস্ত!!—কত বীরভাবে পূর্ণ!!! —(সুভদ্রার প্রতি)—দেবী সুভদ্রে! তুমি নিশ্চিন্ত হও! আজ আমি একাই দণ্ডীরাজের রক্ষার ভার গ্রহণ ক'র্‌লেম!

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—তবে আর বৃথা চেষ্টা! একেত বর্ষার স্রোত-স্বতীর ন্যায় সুভদ্রার হৃদয়বেগ! তা'র উপর আবার দামোদর স্ফীত হ'য়ে, তা'র সঙ্গে যোগ দিলে, আর কা'র সাধ্য, সে বেগ রোধ করে! মধ্যম দাদাকে কোনো কথা ব'ল্‌তে গেলে, এখনি কতকগুলো ভর্ৎসনা সহ্য কর্ত্তে হবে! যাই হোক্, একবার ব'লে দেখি! না শুনেন, ধর্ম্মরাজকে জানা'ব! যা কর্ত্তব্য হয় তিনিই ক'রবেন!—(প্রকাশ্যে) মধ্যম দাদা! সুভদ্রা স্বভাব-সরলা অবলা! তাই কার্য্য-কারণ, পাত্রাপাত্র, বিচার না ক'রে, এ অনর্থের সূত্রপাত ক'রেছে। স্ত্রী-জাতীর হৃদয় স্বভাবতই কোমল।—তাই দণ্ডীর দুঃখে একেবারে গ'লে গিয়েছে।—আশ্রয় না দিয়ে থাক্‌তে পারে নাই। কিন্তু, কা'র প্রতিকূলে আশ্রয় দান!—কি

জন্য শরণাগত।—আশ্রয়-প্রাপ্তির যোগ্য কিনা।—সে বিচার শক্তি যদি স্ত্রীজাতির থাক্‌তো, তা হ'লে অবলা বলে অভিহিত হবে কেন?

ভীম।—ওঃ।—ওটা আমি জান্‌তেম না। আশ্রিতকে আশ্রয় দান কালে—সে আশ্রয় প্রাপ্তির যোগ্য কি-না—যার প্রতিকূলে আশ্রয় দিব, সে সবল কি দুর্ব্বল—যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে, বিপক্ষ-পরাজয় সহজ-সাধ্য হবে কিনা—শরণাগতকে রক্ষা ক'রে, বীর-সমাজে ধন্যবাদের পাত্র হ'তে পার্‌ব কি না—এত বিচার—এত বিবেচনা ক'রে, তবে বিপন্নকে আশ্রয় দিতে হবে। এত বুদ্ধি ভীমের এত বড় পেট্‌টার মধ্যে নাই, সুভদ্রা তো স্ত্রীজাতি। ভায়ারা আমার সব মহাপণ্ডিত। কেউ বা তর্করত্ন।—কেউ বা বিদ্যারত্ন।—কৈ ন্যায়রত্ন তো কেউ হ'তে পার্‌লে না? ওরে! তর্কে তর্করত্ন, আর বিদ্যায় বিদ্যারত্ন হ'লে হয় না। আগে ন্যায় পথে চল। প্রাণপণে ধর্ম্মরত্ন রক্ষা ক'রে—ন্যায়-ধর্ম্ম শিক্ষা ক'রে—তবে ন্যায়রত্ন হও। আমি অত তর্কের ধার ধারি না।—অত সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বুঝি না। যেমন মোটা বুদ্ধি, তেম্‌নি মোটা বুঝি। হাঁরে অর্জ্জুন! সুভদ্রা শরণাগত দণ্ডীরাজকে আশ্রয় দিয়ে, যথার্থই কি আমাদের কুল-পবিত্রকারিণী দেবীর ন্যায় কার্য্য করেন নি? আমি জানি, যা'কে আশ্রয় দিব, তা'র জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'র্‌ব? কেন, প্রাণটা কি এতই মমতার বস্তু? না, এই মাংস-পিণ্ড দেহটাই এত যত্নের ধন? ওরে! এ দেহতো একদিন ভস্ম হবেই হবে। যদি ভস্মও না হয়, তা হ'লে, শৃগাল-কুক্কুরের উদরস্থ হ'য়ে, পরিশেষে বিষ্ঠায় পরিণত হবে। যদি তারাও না খায়, তা হ'লে পর্য্যুষিত, পূতিগন্ধময়, কীটের আশ্রয় হবে।—যে দেহের পরিণাম ভস্ম আর বিষ্ঠা, সেই দেহের আবার মমতা! তা'রই জন্য ধর্ম্ম-ত্যাগ! ওঃ! কৃষ্ণ বড় যোদ্ধা!—বড় বলবান!—যদু-বংশীয়দের প্রতাপ অখণ্ডনীয়!—সুতরাং, তাদের সঙ্গে বিবাদ অকর্ত্তব্য!

তবে ক্ষত্রিয়ের বাহুবল কি কেবল দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশের জন্য? হারে বিজয় বিদ্যারম্ভ! নকুল ন্যায়বাগীশ! নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলি যে? —বুঝেছি! তোরা নিতান্ত কাপুরুষ! একান্তই দাদার মুখাপেক্ষী! কিন্তু শোন্ অর্জ্জুন! দাদা যদি আজ শরণাগত দণ্ডীরাজকে আশ্রয় না দিয়ে, ধর্ম্মপথ কলঙ্কিত করেন, তা হ'লে, ভীম তেমন দাদার কথায় কর্ণপাতও করতে চায় না! আমি শুদ্ধ দাদা ব'লে তাঁর দাসত্ব করি না! ভীম ধর্ম্মের ধামা-ধরা! যাও ভাই! তোমাদের ধর্ম্মরাজকে বলগে যে, সুভদ্রা শরণাগত দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়েছেন, আর ভীম তা'র রক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছে। সে প্রাণসত্ত্বে আশ্রিতকে পরিত্যাগ ক'রবে না।—যাও! যাও, তোমাদের কৃষ্ণকেও বলগে, তিনিও যেন তা'র যথাসাধ্য প্রতিবিধানচেষ্টায় ত্রুটি না করেন।

(যুধিষ্ঠিরের পুনঃ প্রবেশ।)

যুধিষ্ঠির।—প্রাণাধিক বৃকোদর! এ কি সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌লেম ভাই? তুমিও নাকি কৃষ্ণ-প্রতিকূলে দণ্ডায়মান?

ভীম।—'প্রতিকূল' 'অনুকূল' বুঝি না।—আমার কার্য্য আমি করছি।

যুধিষ্ঠির।—তাঁর মতের বিপরীত আচরণ ক'রলে তিনি আমাদের প্রতি অনুকূল থাক্‌বেন কেন ভাই?

ভীম।—আমিতো তাঁর মতের বিপরীত আচরণ করিনি!—তবে তিনি যদি, ইচ্ছা ক'রে আপনার মতকে বিপরীত করেন। আমি জানি, ধর্ম্মই আমাদের বল।—ধর্ম্মই সম্বল।—আমি সেই ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রেখে কার্য্য ক'রছি। এতে কৃষ্ণ প্রতিকূল হন—তাঁর ইচ্ছা।

যুধিষ্ঠির।—হারে বৃকোদর! কৃষ্ণপ্রতিকূল হ'লে আর আমাদের ধর্ম্ম কোথা?

ভীম।—ধর্ম্ম অনুকূল থাক্‌লে, কৃষ্ণই বা যাবেন কোথা?

যুধিষ্ঠির।—প্রাণাধিক! তিনি যা করেন, তাই যে ধর্ম্ম!—তাঁর ইচ্ছাই যে ধর্ম্ম!

ভীম।—তাঁর ইচ্ছাতেই যখন জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হ'চ্ছে, তখন আমি যা ক'র্ছি, এও'তো তাঁরেই ইচ্ছা!—তাঁরই কার্য্য!—তিনিই করাচ্ছেন! সুতরাং, ভাবুন না কেন, এইই ধর্ম্ম!

নকুল।—দাদা! আপনার কথায় প্রতিবাদ ক'র্তে আমার সাহস হ'চ্ছে না। কিন্তু, প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। পাণ্ডবেরা আজ কৃষ্ণ-হারা হবে!—এযে দাদা স্বপ্নেরও অগোচর! আমরা পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চভূত সমষ্টি দেহস্বরূপ, আর কৃষ্ণ তা'তে জীবাত্মা! আজ সেই দেহ-আত্মায় ভেদ হবে! একবার কাতর কণ্ঠে "কৃষ্ণ কোথা হে" ব'লে ডাক্‌লে, যিনি সেই মুহূর্ত্তে, দেখা না দিয়ে, থাক্‌তে পারেন না, আজ আম্‌রা সেই ধনে—সেই কৃষ্ণ-ধনে—বঞ্চিত হ'ব! এও কি দাদা প্রাণে সহ্য হয়?

ভীম।—ওরে ভাই! কান্ টান্‌লেই মাথা আসে!—ঘুড়ির সঙ্গে যদি সুতোর সংযোগ থাকে, তা হ'লে, সে ঘুড়ি যেখানে উড়ুক না কেন, লাটাই ঘুর্‌লেই, যেমন হাতে এসে পড়ে, তেম্‌নি আমাদের ভক্তি-সুতোর সঙ্গে যদি সেই কৃষ্ণ-ঘুড়ির সংযোগ থাকে, তা হ'লে, ধর্ম্ম-লাটাই ঘুর্‌লেই, তা'কে হাতে এসে প'ড়্তে হবে!

সহদেব।—দাদা! অনুকূল বায়ু না হ'লে কি ঘুড়ি ওড়ে?

ভীম।—ওরে ভাই, তা ওড়ে! ঘুড়ি উড়াতে বায়ুর অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা আবশ্যক হয় না! বাণিজ্য-তরীর নাবিকগণ যেমন, গন্তব্য স্থানে যাবার সময়, বায়ুর সাহায্য পেলে, তা'কে অনুকূল বায়ু বলে, ঘুড়ি উড়াতে তেমন কোনো গন্তব্য দিক্ নিরূপিত নাই! সুতরাং, অনুকূল বায়ুরও আবশ্যকতা নাই! আমাদের উদ্দেশ্য ঘুড়ি ওড়ানো! কৃষ্ণ-ঘুড়ি

যেখানে ইচ্ছা উড়ুক না কেন, আমাদের নাটাই ধ'রে ব'সে থাকা নিয়ে কথা!

যুধিষ্ঠির।—তা সত্য! কিন্তু, দুর্ণিত বায়ুতে সেই সূত্র ছিন্ন হ'লেও তো হ'তে পারে!

ভীম।—ছিঁড়ে যায়, নাটাই ঘাড়ে ক'রে চ'লে যা'ব! হ'লেনই বা কৃষ্ণ প্রতিকূল। তাঁ হ'তে যা প্রাপ্য বস্তু, তা'তে আমরা বঞ্চিত হ'ব না! ইক্ষুদণ্ড ছেদন কিম্বা পেষণ ক'র্‌লে, সে কখনো, মিষ্ট রসের পরিবর্ত্তে, তিক্ত রস প্রদান করে না। আর, অমৃতফলের আদরে বিষ-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ ক'র্‌লে, সে বিষ-ফলের প্রাণনাশিনী শক্তিও কখনো তিরোহিত হয় না!—কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভ্রান্ত চিত্তে যখন আজ এতদূর ভ্রান্তি, তখন এ সকলই যে সেই মহাচক্রী কৃষ্ণের মায়া-চক্র, তা'তে আর সন্দেহ নাই। ধর্ম্মরাজ! আপনি স্থূল দৃষ্টিতে দেখ্‌ছেন যে, আমি কৃষ্ণের প্রতিকূলে কার্য্য ক'র্‌ছি, কিন্তু, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখুন দেখি, আমি কৃষ্ণের অনুকূলে কার্য্য ক'র্‌ছি কি না? যিনি জগতের কোনো মায়ায় বাধ্য নন্, যিনি মায়ায় মানবরূপী, সেই মায়াতীত মাধবকে আমরা যে সখারূপে দেখি, সে আমাদের পূর্ণ ভ্রান্তি! বোধ হয়, পূর্ব্ব জন্মে আমাদের কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম-বল সঞ্চিত ছিল, তাই আজ আমরা কৃষ্ণকে সখারূপে প্রাপ্ত হ'য়েছি! তবে, যে ধর্ম্মের বলে, আজ আমরা সখারূপে কৃষ্ণের দেখা পেয়েছি, আজ যদি শরণাগত দণ্ডীকে আশ্রয় না দিয়ে, আশ্রিত-পালনরূপ পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, তা হ'লে যে, কৃষ্ণ আমাদের প্রতি অনুকূল থাক্‌বেন, তা মনেও ক'র্‌বেন না! ধর্ম্ম হারা'লেই কৃষ্ণকে হারা'ব! আর, ধর্ম্ম বজায় থাক্‌লে, কৃষ্ণ, বিনা সাধনায়, আমাদের প্রতি অনুকূল থাক্‌বেন! আমরা তো ক্ষুদ্র জীব, সেই মহাচক্রী কৃষ্ণের মায়া-চক্র ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও জ্ঞানাতীত! আমার নিশ্চয় বোধ

হ'চ্ছে, পাণ্ডবদের পরীক্ষার জন্যই সেই চক্রী হরি এ চক্র ক'রেছেন। নতুবা আপনার জ্ঞানচক্ষু আবৃত করা কি অন্যের সাধ্য? আমার স্থূল বুদ্ধিতে যতদূর বুঝি ব'ল্লেম। এতে ইচ্ছা হয়, আপনারা আমার মতে আসুন। না হয়, কৃষ্ণ-প্রতিকূলাচারী ভীমকে পরিত্যাগ ক'রে, কৃষ্ণপক্ষ অবলম্বন করুন্ গে!—আমি অন্য বল চাইনে! আমার ধর্ম্ম-বল, আর, এই গদার বল মাত্র সম্বল!

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব।—ধর্ম্মরাজ! দ্বারকানাথ কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন দ্বারদেশে দণ্ডায়মান!

যুধিষ্ঠির। যাও! সম্মানের সহিত ল'য়ে এস!

সহদেব।— যে আজ্ঞে!

(প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির।—ভ্রাতঃ ধনঞ্জয়! সহসা প্রদ্যুম্নের আগমনের কারণ কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ কি? আমার বোধ হ'চ্ছে, দণ্ডীকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে অনুরোধ ক'র্‌বে। যদি তাই হয়, তা হ'লে কি উত্তর দিবে, বল দেখি?

ভীম।—তা'র সঙ্গে আবার উত্তর প্রত্যুত্তর কি? আপনি, স্থির হ'য়ে, ব'সে থাকুন। যে উত্তর দিতে হয়, আমি দিব।

(প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন।—ধর্ম্মরাজ! প্রণত হই!—মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়! আপনাদের সকলকে প্রণাম করি!

যুধিষ্ঠির।—এস বৎস! দ্বারকার সব কুশল তো?

প্রদ্যুম্ন।—আজ্ঞে হাঁ! সমস্তই মঙ্গল। আপনারা সকলে কুশলে আছেন তো?

যুধিষ্ঠির।—আমাদের কুশলাকুশল তো সকলই জান!— কখনো

ভিক্ষা!—কখনো বনবাস!—কখনো অপমান!—কখনো পরাশ্রয়!—এই যখন পাণ্ডব-জীবনের নিত্যঘটনা, তখন আর আমাদের কুশল কোথা? এখন তোমাদের কুশলেই আমাদের কুশল।

প্রদ্যুম্ন।—আজ্ঞে, তা সত্য! যদুবংশের সঙ্গে আপনাদের যেরূপ সম্বন্ধ, বিশেষতঃ, আমার পিতৃদেবের সহিত পাণ্ডবদের যেরূপ একপ্রাণতা, তা'তে কেবল পরস্পরের দেহ-ভেদ মাত্র ব'লেই জান্‌তেম। কিন্তু, ধর্ম্মরাজ! আর তা থাকে কৈ? দণ্ডীকে আশ্রয় দেওয়া সূত্রে পরস্পরের যে অকৌশল, সেইটীই ঘোর অকুশলের কারণ।

ভীম।—অকুশলটা কোন্ পক্ষের হে? তোমাদের না আমাদের?

প্রদ্যুম্ন।—যে পক্ষ দুর্ব্বল!

ভীম।—তুমি কোন্ পক্ষ দুর্ব্বল মনে ক'রেছ? কৃষ্ণপক্ষ না শুক্লপক্ষ?

প্রদ্যুম্ন।—আপনি কৃষ্ণপক্ষ ব'ল্‌ছেন কা'দের?

ভীম।—তোমার বাবাদের হে! তোমার বাবা 'কৃষ্ণ', সুতরাং, তা'র পক্ষই কৃষ্ণপক্ষ! আর, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষই শুক্লপক্ষ! কারণ, ধর্ম্মের বর্ণই শুক্ল!

প্রদ্যুম্ন।—আপনি কি জানেন না, শুক্লপক্ষেরই বিপদ অধিক?—পূর্ণিমার চাঁদেরই পদে পদে রাহুর ভয়!

ভীম।—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পূর্ণিমার চন্দ্র কে?—মহারাজ যুধিষ্ঠির? আর, রাহু-চণ্ডাল তোমার পিতা!—কেমন? কারন, তাঁর প্রবৃত্তি চণ্ডাল-বৃত্তির দিকেই অধিক! নতুবা এক সময় গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিত্রতা ক'র্‌বেন কেন?

প্রদ্যুম্ন।—হাঁ, অনুগত হ'লে, চণ্ডালের সঙ্গেও মিত্রতা করা তাঁর অভ্যাস বটে! তা না হলে, পাণ্ডবদের সহিত মিত্রতা ক'র্‌বেন কেন?

যুধিষ্ঠির।—বৃথা কথায় বিবাদের সূত্রপাত কেন?—ক্ষান্ত হও।

প্রদ্যুম্ন।—বিবাদের সূত্রপাত তো হ'য়েছেই, মহারাজ। আমরা আগে জান্‌তেম, কৃষ্ণ পাণ্ডবে অভেদ। পরস্পরের ইচ্ছা পূর্ণ করাই পরস্পরের কার্য্য। তা'র বিপরীত আচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নয়।

ভীম।—বলি, তা'র বিপরীত আচরণ কি করা হ'য়েছে?

প্রদ্যুম্ন।—দণ্ডীকে আশ্রয় দান।

অর্জ্জুন।—ভাল, প্রদ্যুম্ন। তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে বস্তু ইচ্ছা করে, কনিষ্ঠও যদি সেই বস্তুর প্রত্যাশী হয়, তা হ'লে কনিষ্ঠের ইচ্ছা পূর্ণ করা কি জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য নয়?

প্রদ্যুম্ন।—হাঁ, ন্যায়সঙ্গত হ'লে, অবশ্য কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন।—তবে, কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রা যখন প্রাণভয়ে ভীত শরণাগত দণ্ডীকে, দয়া ক'রে, আশ্রয় দান ক'রেছেন, তখন, সেই আদরিণী ভগিনীর ইচ্ছা পূরণ করাই তাঁর উচিত। তা না হ'য়ে, প্রাণ-ভয়ে পলায়িত দুর্ব্বল দণ্ডীর দণ্ডবিধানের জন্য এতদূর আয়োজন? পরদুঃখকাতরা সরলা সুভদ্রার আশু মনস্তুষ্টির জন্য যদিও মধ্যম দাদা দণ্ডীর রক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছেন, কিন্তু—

ভীম।—ওরে ভাই। মুখেও যা ব'ল্‌ব, কার্য্যেও ঠিক তাই ক'র্‌ব। ওর কাছে অত পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। (প্রদ্যুম্নের প্রতি) ভাল বাপু। তোমার মূল কথাটা কি, বল দেখি?

প্রদ্যুম্ন।—মূল কথা এই আমার পিতার অনুমতি অনুসারে, এই মুহূর্ত্তেই দণ্ডীকে পরিত্যাগ করুন।

ভীম।—আমি যে, শরণাগতকে রক্ষা ক'র্‌ব ব'লে, প্রতিজ্ঞা ক'রেছি।

প্রদ্যুম্ন।—ভবিষ্যৎ না ভেবে কার্য্য করার পরিণামই আত্ম-গ্লানি। সেই আত্ম-গ্লানিই আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

ভীম।—কি! প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ ক'রব? শোন্ প্রদ্যুম্ন! তুই একে বালক! তা'তে দৌত কার্য্যে এসেছিস্! তাই ভীমকে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ ক'র্‌তে ব'লে রক্ষা পেলি! নতুবা এ কথায় ভীমের হাতে যমেরও নিস্তার ছিল না! তুই তো কোন্ ছার মদন!—হাঁরে প্রদ্যুম্ন! আমি পারলৌকিক সুখ পরিত্যাগ ক'রে তোর পিতার সঙ্গে, লৌকিক প্রণয় রাখ্‌বার জন্য, ধর্ম্ম হারা'ব? ভীমের যদি ধর্ম্মবল সম্বল থাকে, তা হ'লে যমের দণ্ডকে তৃণ-খণ্ড, আর, তোর পিতার সুদর্শন-চক্রকে সামান্য শকট-চক্র, হ'তেও তুচ্ছ জ্ঞান করি! ওরে! ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞার কাছে প্রাণতো অতি সামান্য বস্তু! যে পুরুষ ধর্ম্মাপেক্ষা প্রাণকে ভালবাসে—প্রাণের প্রতি যার বিন্দুমাত্র মমতা আছে—সে আবার ক্ষত্রিয় কিসের? যুবক-যুবতী-মণ্ডলে যার বীরত্ব—ফুল-শর যার অস্ত্র—কোকিলের ডাক, মলয় মারুত, আর, চাঁদের আলো নিয়ে যার বাহাদুরি—সে আবার বীর-ধর্ম্মের মর্ম্ম কি জান্‌বে? তোর আদিরসের কারবার! তুই বীর-রসের মর্ম্ম কি জান্‌বি? এখন্ যা-যা! তোর বাবাকে বল্‌গে—

গীত।

যাও বলগে তব জনকে।
যদি থাকে ধর্ম্ম বল (রে) পাণ্ডবে দুর্ব্বল, করে হেন জন কে॥
প্রাণ-পণে পণ করিয়ে বজায়, রাখিব আশ্রিত অবন্তি-রাজায়,
এতে যদি প্রাণ যায় (রে) সমর-শয্যায়, দিব প্রাণ পুলকে॥

অর্জ্জুন।—(স্বগত)—মনে ক'রেছিলেম যে, কৃষ্ণের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে দণ্ডীকে রক্ষা ক'র্‌ব! মধ্যম দাদা তাও হ'তে দিলেন না! এখন দেখ্‌ছি যুদ্ধ নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী!

প্রদ্যুম্ন।—ধর্ম্মরাজ! যদি দণ্ডীকে পরিত্যাগ না করাই স্থির হ'লো,

তা হ'লে, যুদ্ধের আয়োজন করুন! আমার পিতা, এ কথা শোন্‌বা মাত্রেই একটা সর্ব্বনাশের সূত্রপাত ক'রবেন, তা'র আর সন্দেহ নাই!

ভীম।—ওরে! যা-যা!—তোর বাবাকে বল্‌গে যা! ভীম, ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে, তা'র সঙ্গে প্রণয় রাখ্‌তে চায় না!—এ চাতুরি তুই অন্যের কাছে ক'র্‌তে বলিস্‌! (প্রদ্যুম্নের প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির।—ভ্রাতঃ অর্জ্জুন! জগতে যা কখনো ঘটে নাই, আজ বৃকোদর হ'তে তাই সংঘটিত হ'ল। এখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর!

অর্জ্জুন।—আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি? আপনার অনুমতি পেলেই যুদ্ধে প্রস্তুত আছি। যদিও জানি যদুবংশীয়দের বলবীর্য্য অধিক, এবং এই যুদ্ধে সকলেই কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে পাণ্ডব-প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌বে—বোধ হয়, ত্রিলোক এক পক্ষ, আর, আমরা পঞ্চ ভ্রাতা একপক্ষ হ'য়ে, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে। তাই ব'লে কি ভীত হ'চ্ছি? তা নয়!—আপনার আশীর্ব্বাদ, আর, এই গাণ্ডিব সহায় থাক্‌লে, কোটী কোটী রথীকে, এক একটী পদাতিক হ'তেও ক্ষুদ্র মনে করি। তবে দাদা! ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে, এই হ'লো যে, ধর্ম্মের জন্য, সেই ধর্ম্মের ধন কৃষ্ণের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে হবে! হা অগ্নিদেব! আমি তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রে, যে মহাধনু গাণ্ডিব লাভ ক'রেছিলেম, সে কি কৃষ্ণের অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের জন্য!—গাণ্ডিব! আমি জান্‌তেম যে, তোমাকে অবলম্বন ক'রে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-সিংহাসন নিষ্কণ্টক ক'র্‌ব! কিন্তু, তোমাকে অবলম্বন ক'রে যে, কৃষ্ণপ্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌তে হবে, তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না!

ভীম।—আরে! এ কি? ভায়ার যে আমার এখন হ'তেই মৌন ভাব দেখ্‌ছি। ওঃ বুঝেছি। ঘুড়িতে সুতো না থাক্‌লে যেমন সে ঘুড়ি খেলে না, তেমনি তোমার সঙ্গে নন্দ-সুত না থাক্‌লে, তোমাতেও কোনো

বুদ্ধি খেলে না! নতুবা বীরবিজয়ের হৃদয়ে আতঙ্কের চিহ্ন! এ হ'তে পাণ্ডবদের অধিক দুর্লক্ষণ আর কি হ'তে পারে?

অর্জ্জুন।—মধ্যম দাদা! আপনি আমার পরমপূজনীয়! আপনি যা ব'ল্‌বেন, সকলই আমার শিরোধার্য্য! সত্যই আমি কৃষ্ণের বলে বলবান! আর সেই বলের অভাবেই দুর্ব্বল!—শুদ্ধ আমি কেন, এই জগৎসংসারে সকলেই তাঁরই বলে বলী! আজ আপনি যে বল সম্বল ক'রে, এই প্রবল সমর-সাগর সন্তরণে উদ্যত হ'য়েছেন, এও কি সেই কৃষ্ণের বল নয়? বলি ধর্ম্ম-বল আর কৃষ্ণের বল কি পৃথক্! চক্রী যে আজ কি চক্র ক'র্‌বেন, তা অন্যে কি বুঝ্‌বে? তবে দাদা! কা'ল যে কৃষ্ণকে জীবনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'রেছি—যাঁর অঙ্গে সামান্য ঘর্ম্ম বিন্দু দেখ্‌লে, মর্ম্ম যাতনায় দগ্ধ হ'য়েছি—আজ সেই কৃষ্ণের সঙ্গে পরস্পর বৈরিভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে হবে! যা কিছু কষ্ট, সেই জন্য! নতুবা যুদ্ধকে বিপদ জ্ঞান ক'রে, যে দিন উৎসাহের পরিবর্ত্তে অবসাদের উদয় হবে—যে দিন অর্জ্জুনের চক্ষে আতঙ্কের পলক প'ড়্‌বে—সে দিন মহাপ্রলয়ে ত্রিলোক লোপ হবে! 'অর্জ্জুন যুদ্ধে ভীত!'—এ কথা বোধ হয় অর্জ্জুনের সমক্ষে আজ পর্য্যন্ত দেবতারাও ব'ল্‌তে সাহসী নন্! আপনি আমার পরমপূজনীয়! তাই আপনার নিকট, অবনত মস্তকে, এ কথা সহ্য ক'র্‌লেম! কিন্তু দাদা! যুদ্ধতো অবশ্যম্ভাবী! যদি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, পিশাচ, এমন কি, এই চতুর্দ্দশ ভুবনের লোক, একত্র হ'য়ে, পাণ্ডব-প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে—প্রতিজ্ঞা করুন!—যদি বিনা জয়লাভে প্রত্যাগত হই, তা হ'লে, যেন আমাদের স্বর্গগত—

(যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বাধা প্রদান)

যুধিষ্ঠির।—প্রাণাধিক! কর কি! কর কি!—হাঁ ভাই! প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন কি?—ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে! এখন তোমরা

স্থির হ'য়ে আমার একটী কথা শুন !—ভাই ! যদিও তোমরা যুদ্ধ-কার্য্যে সুদক্ষ, তথাপি, বল দেখি, গত দ্বাদশ বৎসর থেকে অনাহারে, অনিদ্রায়, মনঃক্লেশে, আর কি তোমাদের সেই পূর্ব্ব বলবীর্য্য আছে, না থাক্‌বার সম্ভব ! এখন, যুদ্ধের সাহায্যের জন্য, ভ্রাতা সুযোধনের নিকট দূত প্রেরণ করা কি কর্ত্তব্য নয় ?

ভীম ।—আ-হা ! দাদা আমার শুভক্ষণেই 'অজাতশত্রু' নামটী ধারণ ক'রেছেন ! কে শত্রু, কে মিত্র, কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান নাই ! জগৎ আত্মবৎ ! তাই ব'লে কি সকল সময় ঐ গুলোকে ভাল ব'ল্‌তে হবে ? কা'ল যাদের সঙ্গে ঘোরতর বিবাদ, আজ আবার তাদেরই কাছে সাহায্য-প্রার্থনা ! কা'ল আমি সর্ব্বজনসমক্ষে, এই ভীষণ গদার দ্বারা, পাপ দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, আর, দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে শোণিত পান ক'র্‌ব, প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তা'কি তাদের স্মরণ নাই ! আমার মতে, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করাই কর্ত্তব্য !

যুধিষ্ঠির ।—ভ্রাতঃ বৃকোদর ! তুমি তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মনীতি সমস্তই জান ! গৃহ-বিসম্বাদ যতই থাকুক না কেন, অন্যত্র বিরোধ উপস্থিত হ'লে, নিমন্ত্রিত হবা মাত্রেই সাহায্যার্থে আগমন না ক'র্‌লে—ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে নিমন্ত্রিতকে ধর্ম্মে পতিত হ'তে হয় ! ভ্রাতা সুযোধন যদি নিমন্ত্রিত হ'য়েও আমাদের সাহায্যার্থে আগমন না করে, সেই ধর্ম্মের নিকট পতিত হবে ! আমরা কেন কর্ত্তব্যের নিকট পতিত হই ? আমাদের কর্ত্তব্য—নিমন্ত্রণ করা ! আসে উত্তম !—না আসে, ক্ষতি নাই ! প্রাণাধিক সহদেব ! তুমি হস্তিনায় যাবার জন্য রথ সজ্জিত ক'র্‌তে আদেশ করগে, এবং নিজেও সুসজ্জিত হওগে !

সহদেব ।—যে আজ্ঞে !

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণ অসীন।

(প্রদ্যুম্ন এবং দূত সহ বন্দিবেশে অবন্তি-রাজমহিষী ও রাজকুমারের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ।—ও কে আস্‌ছে—প্রদ্যুম্ন নয়? বোধ হয়, দণ্ডীর স্ত্রী-পুত্রকে বন্ধন ক'রে ল'য়ে আস্‌ছে।

দূত।—আয় না রে ছোঁড়া!—অত পেছুচ্চিস্‌ কেন?

কুমার।—আমাদের কোথা নিয়ে যাবে দূত?

দূত।—যমের বাড়ী, আর কোথা!—এখন চ'লে আয়!

কৃষ্ণ।—প্রদ্যুম্ন! এ স্ত্রী-পুত্র কা'র?

প্রদ্যুম্ন।—দুরাত্মা অবন্তিরাজ দণ্ডীর।

কুমার।—প্রহরি! এ কোথায় এলেম? তুমি যে ব'ল্‌ছিলে—যমের কাছে যেতে হবে।—কৈ! যম কৈ?—(কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)—ইনিই কি সেই যম? হাঁ হে যম! তোমার কাছেতো এসেছি! তবে এখন বন্ধন মোচন ক'রে, আর যে দণ্ড দিতে হয়, দাও না?—আমি শুনেছি, যম-যাতনা হ'তে আর যাতনা নাই। কিন্তু আমাদের এই বন্ধন-যাতনা হ'তে, সে যাতনা অধিক ব'লে বোধ হ'চ্চে না!—দাও, যম! আমাদের বন্ধন খুলে দাও। ঐ দেখ! বন্ধন-যাতনায় মা আমার কাঁদ্‌ছেন! মা!—ওমা!—মাগো! আর কাঁদ্‌লে কি হবে!

তুমিই তো ব'লেছিলে যে, বিপদকালে প্রাণ খুলে, "হরি" "হরি" ব'লে ডাকলে, হরি সকল বিপদেই রক্ষা করেন। তা কৈ হ'ল মা। হরির তো দয়া হ'ল না? কেবল এই হ'ল যে, কৃষ্ণদূতে ল'য়ে এসে, আজ যমের হাতে দিয়ে গেল। হাঁ হে যম!—তুমি ব'লতে পার কি, কৃষ্ণ-ভক্তের উপর তোমার অধিকার আছে কি না? আমি ভক্তি জানি না।—তাঁর ভক্ত হ'তেও পারি নাই। কিন্তু "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে তো ডাক্‌ছি।—তবে তোমার অধিকারে এলেম কেন? হরির কি দয়া হবেনা?—(করযোড়ে)—হরিহে। ভক্ত-প্রাণ-ধন কৃষ্ণ হে। তোমাকে ডেকে, শেষে যমের অধিকারে প'ড়্‌তে হ'ল। তবে তোমার 'দয়াময়' নাম কেন হরি?

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—উর্ব্বশীর শাপ-মোচন উপলক্ষে, মনে ক'রে-ছিলেম যে, কুরু-পাণ্ডবের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরীক্ষা গ্রহণ ক'র্‌ব, কিন্তু, সেই সূত্রে দণ্ডী-পুত্রের পবিত্র হৃদয়ের যে পরীক্ষা পেলেম, এ পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানীয়। বোধ হয়, আমার দূতে ব'লেছে যে, 'যমের কাছে যেতে হবে'। সহজ-বিশ্বাসী বালকের সেইটিই ধ্রুব বিশ্বাস হ'য়েছে।—আমাকে, যম জ্ঞান ক'রে, যেরূপ তিরস্কার ক'র্‌ছে, এরূপ শ্রুতি-মধুর তিরস্কার, শত বৎসর শ্রবণ ক'র্‌লেও শ্রবণ-তৃষ্ণার তৃপ্তি হয় কিনা সন্দেহ। আহা। ভক্তের দুর্ব্বাক্যও কি মধুর। ভাল, আরও কি বলে, শোনা যাক্।

কুমার।—হাঁ হে যম। নীরব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে। আমাদের দুঃখে কি তোমার দয়া হ'য়েছে? তোমার তো দয়া মায়া নাই যম। এখন যে দয়া ক'র্‌বে, সে কেবল যাতনা দিবে মাত্র।—আমি শুনেছি, যমকে দেখ্‌লে বড় ভয় হয়।—যমের মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্কর। কৈ।—আমিতো তোমায় সেরূপ দেখ্‌ছি না।—(মাতার প্রতি)—আছে মা।

হরির দয়া আছে! "হরি" "হরি" ব'লে ডাকো, আর, ঐ যমের মূর্ত্তি দেখো। আহা! কেমন মধুর মূর্ত্তি! যেন শান্তি-সলিলে সুনীল শতদল ভাস্‌ছে! কে বলে যমের মূর্ত্তি বিকট?

রাণী।—বাপ! যম কে? তুমি যাকে যম জ্ঞান ক'রছ, উনিতো যম নন্! উনিই সেই যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনকারী যম-যন্ত্রণাহারী হরি! বাপ! আজ আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই! উপবাসী যোগী-ঋষিগণ, নিয়ত ধ্যানে ধারণা ও স্তবে সাধনা ক'রেও, যাঁকে হৃৎপদ্মে স্থির রাখ্‌তে পারেন না, আজ আমরা সেই হরির দর্শন পেয়েছি! তুমি ব'ল্‌ছ—যমকে দেখে আমার ভয় হ'চ্ছে না! তা হবে কেন বাপ! তুমি যে আমার নিষ্পাপ! সপাপ নইলে কি, নিষ্পাপ চ'ক্ষে ঐ শান্তিময়ের শান্ত মূর্ত্তি বিকট দেখায়! উনি কারও পক্ষে অনন্ত যন্ত্রণাদায়ক যম! আবার, কারও পক্ষে যম-যন্ত্রণাহারী অনন্ত-শান্তি-নিকেতন হরি! তুমি আমার অপাপবিদ্ধ বালক! হরিনাম ক'র্‌তে শিখেছ!—হরি-প্রেম-বারিতে হৃদয় ভাসাতে শিখেছ! আর কি দয়ার সাগর, দয়া না ক'রে, থাক্‌তে পারেন!—বাপ! যদি এই পাপিনীর পাপ-জঠরে জন্মগ্রহণ না ক'র্‌তে, তা হ'লে কি, আজ তোমাকে, এরূপ বন্ধনগ্রস্থ হ'য়ে, হরি-দর্শনে আস্‌তে হ'ত! এই পাপিনীর পাপেই তোমার এ দশা ঘ'টেছে!—বাপ! আর চিন্তা কি! "হরি" "হরি" ব'লে ডাকো! দয়ার-সাগর অবশ্যই দয়া ক'রবেন!

কুমার।—কৈ মা, হরি কৈ? ইনিই কি সেই হরি? ইনিই কি প্রহ্লাদের "কৃষ্ণ"? ইনিই কি ধ্রুবের "পদ্মপলাশলোচন"? হরি! দয়ার সাগর! আজ এমন মরুভূমি হ'লে কেন?

গীত।

নাম ধ'রে দুর্দ্দিনের কাণ্ডারী,
যিনি ভক্তের লাগি, গোলোক-ত্যাগি, তুমি কিহে সেই দয়াল হরি।

ব'লেছিলেন যে গোবিন্দ প্রহ্লাদে হৃদে ধরি,
গোলোক ছেড়ে এসেছি রে তোর কেনা হ'রি,
(তুমি কি সেই হরি হে !—বড় দয়ার সাগর—তুমি কি সেই হরি হে !)
ভক্তের প্রাণ-বান্ধব মুরারি !
কত গুণ আছে কৃষ্ণ ও পদ-রাজীবে,
অনন্ত মহিমা তোমার জীবে কি বু'ঝবে,
(আমি শুনেছি, শুনেছি !—তোমার রূপের কথা—আমি শুনেছি, শুনেছি !)
মোহন মুরলিধর, তুমি দামোদর, নবীন নীর-ধর-কায়,
বামে চূড়া হেলে, গুঞ্জ-মালা গলে, ভৃগু-পদ-রেখা ঢাকা তায়,
কটি-তট-বেড়া, কিবা পীত-ধড়া, অধরে বিজলী লুকায়,
চরণে শিঞ্জন, নয়ন-খঞ্জন, রঞ্জিত অঞ্জন-রেখায়,
সুখ-শান্তি-ধাম, ত্রি-বঙ্কিম-ঠাম, ভক্তের প্রাণ যে রূপে বিকায়,
হেন রূপ তেয়াগিয়ে, বল কার লাগিয়ে, রাজা হ'য়েছ দ্বারকায়,
(কেন লুকালে হরি !—ভক্তের মনোহর রূপ—কেন লুকালে হরি !)
শান্তি-সাগর-জলে, সদা সুখ-হিল্লোলে, সুখে যে করে সন্তরণ,
ঘোর তরঙ্গ দেখি, সে কিহে হয় সুখী, চকোর কি চায় ভানুর কিরণ,
তুমিতে ভক্ত-চকোর, ছিলে পূর্ণ সুধাকর, ভানুর ভাব ধ'রেছ এখন,
দয়ার সাগর তুমি, হ'য়েছ মরুভূমি, দয়া-মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন,
দয়া-মায়া পরিহরি, নিদয় হ'য়েছ হরি, নৈলে এত হ'ত কি কাঁদিতে,
দীন-বন্ধু ব'লে, মাতা-পুত্রে দীনের বেশে, দীন-বন্ধু ব'লে,
ভক্ত ব'লে নিতে বক্ষে করি।

কৃষ্ণ।—আমি জানতেম, ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত ভক্ত আর কেউ জন্ম গ্রহণ ক'রবে না! কয়াধূ ও সুনীতির মত মা'ও কেউ পাবেনা! এখন দেখ্‌ছি তা নয়! আমার সেই ধ্রুব, সেই প্রহ্লাদ, সেই সুনীতি, সেই কয়াধু আবার জন্ম গ্রহণ ক'রেছে! আবার আমি প্রহ্লাদের মত ভক্ত, ধ্রুবের ন্যায় সরল বিশ্বাসী, কয়াধূ ও সুনীতির ন্যায় গুণবতী ভক্ত-মাতা পেয়েছি! —(কুমারের প্রতি)—দণ্ডী-রাজপুত্র! আর আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌লেম না। এমন প্রাণের ভক্তকে কোলে না ক'রে, কার জন্য এই অনন্ত বক্ষঃ বিস্তার ক'রে রেখেছি! এস! আমি তোমার বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি! তুমি আমার কোলে এস!—(বন্ধন মোচন-পূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারণ)।

রাণী।—বাপ! আর তোমাকে, আমার গর্ভজাত পুত্র ব'লতে সাহস হ'চ্ছে না! যদি বক্ষের অপরিণত শোণিত দিয়ে, তোমাকে লালন-পালন ক'রে থাকি—যদি এক দিনের জন্যেও তোমাকে হরিনাম শিক্ষা দিয়ে থাকি—তা হ'লে, তোমার হরি যেন আমায় দয়া করেন! আমি ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত পুত্র পেয়েছি! —কয়াধূ-সুনীতির পায়ের ধূলাও কি পাব না!—(কৃষ্ণের প্রতি)—কৃষ্ণ! আজ আমি বড় ভাগ্যবতী! আমার পতি তোমার কাছে পতিত! তাঁর পুত্রকলত্রও একত্র হ'য়ে, তোমার পাদ-পদ্মে পতিত! দেখো, যেন করুণা দানে, কাতর হ'ও না। আমার কুমারকে কোলে ক'রে দাঁড়াও! দেখি, আমি, আজ কেমন পুত্রের মা হ'য়ে, জীবন সার্থক ক'রেছি!

কৃষ্ণ।—দণ্ডীরাজ-দয়িতে! আর তোমার কোনো চিন্তা নাই!—আমার স্বকার্য্য সমাধা হ'লে, সকল বিষয়েই সুমঙ্গল হবে! এক্ষণে তোমারও বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি! তুমি আমার অন্তঃপুরে যাও!—(কুমারের প্রতি)—যাও আমার নবীন ধ্রুব!—যাওরে আমার দ্বিতীয় প্রহ্লাদ! তোমার জননীর সহিত অন্তঃপুরে যাও!—(রাণী এবং কুমারের প্রস্থান)—(প্রদ্যুম্নের প্রতি)—প্রদ্যুম্ন! দণ্ডীর সংবাদ কিছু ব'লতে পার? —তা'র কোনো সংবাদ পেয়েছ কি?

প্রদ্যুম্ন।—পিতঃ! অবন্তি-রাজধানী আক্রমণের পূর্ব্বেই দুরাত্মা দণ্ডী, প্রাণ-ভয়ে, শৃগালের মত পলায়ন ক'রেছে!—শুনলেম, ত্রিলোকের কোথাও আশ্রয় না পেয়ে—গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল। দৈব্য-গতিকে আমার পিতৃস্বসা দেবী-সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি তা'কে সঙ্গে ল'য়ে যান! পরে পাণ্ডবেরা তা'কে সেই অশ্বিনী সহ আশ্রয় দিয়েছে! আমি আপনার নাম ক'রে ব'ল্লেম, কিন্তু, তা'রা আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ক'রতে সম্পূর্ণ অসম্মত। বিশেষতঃ,

আপনার সেই বড় ভক্ত ভীম মহাশয়!—তিনি তো, কতকগুলো অহঙ্কার-পূর্ণ দুর্ব্বাক্য ব'লে, আমাকে বিদায় ক'র্‌লেন!—এখন আপনার যা কর্ত্তব্য হয়, করুন!

কৃষ্ণ।—হাঁ, সমস্তই জানি। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বটে। তাদের বড় ভালবাস্‌তেম। এতদূর দুঃসাহসের কারণও তাই। অর্জ্জুন দেবলোকে গমন ক'রে, নিবাতকবচগণকে বধ ক'রেছে সত্য—ভীমও কতকগুলো রাক্ষস বধ ক'রেছে সত্য—কিন্তু, তা'রা জানে না যে, যদুকুলের প্রতিকূলে যুদ্ধ-যাত্রা করা, সংসার-যাত্রার শেষ সময়কে আহ্বান করা মাত্র। প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন!! তুমি এই মুহূর্ত্তেই স্বর্গধামে যাও। বৈজয়ন্তে—ইন্দ্র, ব্রহ্মলোকে—পিতামহ, সংযমনিপুরে—যম, সুমেরু-শেখরে—পবন, কৈলাসে—মহেশ্বর ও লঙ্কা-পুরে—রক্ষপতি বিভীষণকে—এমন কি, দেবলোকের গৃহে গৃহে, সংবাদ দিবে। তাঁরা যেন শ্রবণমাত্রেই সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে আগমন করেন। প্রাণাধিক! যাও! আর বিলম্ব ক'রো না। যাও! এই মুহূর্ত্তে।—

গীত।

বিলম্ব কেন আর,　　ত্বরিতে প্রাণকুমার,
যাও, যাও, যাও, অমর-ভবনে।
সাদর-সম্ভাষণে,　　ব'লো দিগ্‌বসনে,
বরুণে, হুতাশনে, শমনে॥
ব'লো সহস্রনেত্রে,　　আসিতে কুরুক্ষেত্রে,
শ্রবণমাত্রে সুরদল সনে—
যক্ষপতি কুবেরে,　　ব'লো পিতামহেরে,
লঙ্কাধামেতে সখা বিভীষণে॥

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—হস্তিনাপুর।—রাজসভা।

(দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ)

দুঃশাসন।—খবরদার মামা!—তুমি যেন সব দিক্ কাঁচিয়ে দিও না!

শকুনি।—আরে বাপু! তাও কি পারি! যাঁড়ের শত্রু বাঘে মারবে, সেতো ভাল কথাই! দেখে সুখ!—শুনে সুখ!—ব'লে সুখ! —সকল বিষয়েই সুখ!

দুঃশাসন।—তা আর ব'লছ মামা! হতভাগাদের যত বলবুদ্ধি—সব সেই কৃষ্ণ! এখন তা'রই সঙ্গে বেধে গিয়েছে!—বেশ, হ'য়েছে! তবে, দাদা না কথায় ভুল্‌লে বাঁচি! ঐ বুঝি দাদাও আস্‌ছেন! ঐ যে কর্ণদাদাও সঙ্গে আছেন! কর্ণ-দাদা যখন সঙ্গে আছেন, তখন এক রকম, গ'ড়ে পিটে, ঠিক ক'রে আন্‌ছেন, তা'র আর সন্দেহ নাই! এখন যত ভাবনা, কেবল তোমাকে নিয়ে! দেখো বাপু! তুমি যেন সকল কুল কাঁচিয়ে দিও না!

শকুনি।—তা-কি পারিহে বাপু! কোন্ 'কুল' কাঁচাব, কোন্ 'কুল' পাকা'ব, তা পরে জান্‌তে পার্‌বে! কাঁচ্‌তে পাণ্ডবকুলই কেঁচে ব'স্‌বে! আর, তোমাদের 'কুল', পাকানো ছেড়ে, মজিয়ে তুল্‌ব! বাপুহে!—"সরলে সারল্যং কুর্য্যাৎ, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

দুঃশাসন।—তা আর ব'ল্‌ছ মামা! "স-সর্পে চ গৃহে বাসো, মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ" ! আমি যে কিছুই বুঝিনে, তবু যেন এ কথাগুলো সর্ব্বদাই মনের মধ্যে জাগে !—

(দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন।—মাতুল! শুনেছেন কি? কৃষ্ণ-ভয়ে ভীত অবন্তি-রাজ দণ্ডী, ত্রিলোক ভ্রমণ ক'রে, কোথাও আশ্রয় পায় নাই! শেষে, মধ্যম পাণ্ডব ভীম তা'কে আশ্রয় দিয়েছে। সেই সূত্রে কৃষ্ণ পাণ্ডবে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত। মহারাজ যুধিষ্ঠির, আমন্ত্রণ-পত্র সহ, সহদেবকে প্রেরণ ক'রেছেন! এখন তাঁদের সাহায্যার্থে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না? আপনি আছেন—সখা কর্ণ আছেন—যা সদ্‌যুক্তি হয়, স্থির করুন।

দুঃশাসন।—মাতুল আছেন—কর্ণ দাদা আছেন—আর, আমি বুঝি আছিনে ?

দুর্য্যোধন।—অবশ্য! তুমিও আছ! এখন চল! সকলেই পিতার নিকট গমন করি। যা সদ্‌যুক্তি হয়, তিনিই তা স্থির ক'র্‌বেন।

শকুনি।—পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমাদের যত সরল সৌহৃদ্য তাতো সবই জানি। ভীমকে বিষ-প্রদান—জতুগৃহ-দাহ—দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ—পাণ্ডব-নির্ব্বাসন—এ গুলি যদি আমাদের মন্ত্রণা ও তোমার অনুমতি অনুসারে হ'য়ে থাকে, তা হ'লে, তাদের সাহায্যার্থে যুদ্ধে গমন করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাতো বুঝ্‌তেই পার্‌ছ।—আমার বলা বাহুল্যমাত্র।

দুর্য্যোধন।—বিষয়টা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ। এখন চলুন! সকলেই পিতার নিকট গমন করি। সেখানে সূক্ষ্মদর্শী সঞ্জয়—দূরদর্শী বিদুর—পিতামহ ভীষ্মদেব—সকলেই উপস্থিত আছেন। তাঁদের কাছে

গেলেই এর মীমাংসা হবে। ঐ যে পিতৃদেবও সঞ্জয়ের সহিত সভায় আগমন ক'চ্ছেন!

(সঞ্জয়ের হস্তধারণ-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন।—পিতঃ! আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

শকুনি।—মহারাজ!—অভিবাদন করি!

ধৃতরাষ্ট্র।—কেও!—বৎস দুর্য্যোধন? ও কে শকুনি? আরো কার কার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাচ্ছি নয়? তোমরা এখানে কে কে আছ হে? সকলেই কুশলে আছতো?

দুর্য্যোধন।—সখা কর্ণ, মাতুল শকুনি, ভ্রাতা দুঃশাসন ও আমি—আপনার আশীর্ব্বাদে, সকলেই কুশলে আছি। এখন, একটি সদ্‌যুক্তি জান্‌বার জন্য, আপনার নিকট এসেছি। বোধ হয় শুনেছেন, অবন্তিরাজ দণ্ডী ত্রিলোকের কোথাও আশ্রয় পায় নাই।—

ধৃতরাষ্ট্র।—হাঁ হাঁ শুনেছি। তোমাদের কাছেও একবার এসেছিল না?

শকুনি।—আজ্ঞে হাঁ। এখন শুন্‌ছি, মধ্যম পাণ্ডব ভীম তা'কে আশ্রয় দিয়েছে। সেই সূত্রেই কৃষ্ণ-পাণ্ডবে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। সংপ্রতি আপনাদের নিকট সাহায্য-প্রার্থনার জন্য, যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ-পত্র সহ, সহদেব রাজসভায় উপস্থিত। এখন তা'দের সাহায্যার্থে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না?

ধৃতরাষ্ট্র।—কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ?—কি সর্ব্বনাশ। তাও কি হ'তে পারে?

দুঃশাসন।—ঐ শুন্‌লে মামা?—এতে কে মত দিবে, বল দেখি!

দুর্য্যোধন।—পিতঃ! বিষয়টি অতি গুরুতর। সুতরাং, বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ!

ধৃতরাষ্ট্র।—ভাল! ভাল! একবার বিদুরকে ডাক' দেখি।

দুর্য্যোধন।—আজ্ঞে, ঐ তিনি আস্‌ছেন!

(বিদুরের প্রবেশ।)

শকুনি।—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্!—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্! মন্ত্রি-মহাশয়! নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার।

বিদুর।—মহারাজ! দাস বিদুরের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র।—কে?—বিদুর এসেছ?—এস—এস।—(শকুনির প্রতি) কৈ হে সৌবল! কথাটা বিদুরের কাছে বল না।

বিদুর।—সৌবল! তোমার সকল কথার মর্ম্ম ভেদ করা কঠিন। সুতরাং, একটু বুঝে উত্তর দিতে হবে। ভাল, জিজ্ঞাস্য কি বল দেখি?

শকুনি।—জিজ্ঞাস্যটা বড় সহজ নয়। সুধু তত্ত্ব-জ্ঞানের কথায় মত্ত হ'য়ে, বর্ত্তমানের কথা উড়িয়ে দিলে চ'ল্‌বে না। কথাটা তলিয়ে বুঝ্‌তে হবে। এবার মন্ত্রি-মহাশয়ের বুদ্ধির থলী, আর, ঐ হরিনামের ঝুলিতে পর্য্যন্ত টান প'ড়্‌বে।

বিদুর।—সৌবল হে! এই হরিনামের ঝুলি হ'তে বুদ্ধি বা'র্ ক'রে আজ পর্য্যন্ত আপন কর্ত্তব্যই স্থির ক'র্‌তে পার্‌লেম না, অন্যকে পরামর্শ দিব কি। এখন তোমার জিজ্ঞাস্য কি, বল। যতদূর বুঝি, উত্তর দিব।

শকুনি।—অবন্তিরাজ দণ্ডী কৃষ্ণ-ভয়ে ভীত হ'য়ে, ত্রিলোক ভ্রমণ ক'রে, কোথাও আশ্রয় পায় নাই। পরে, মধ্যম পাণ্ডব ভীম তা'কে আশ্রয় দিয়েছে। সেই সূত্রে কৃষ্ণ-পাণ্ডবে ঘোরতর যুদ্ধের সূত্রপাত হ'য়েছে। সেই যুদ্ধে, পৃষ্ঠপোষকতা কর্‌বার জন্য, যুধিষ্ঠির আমাদের সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছে। এক্ষণে পাণ্ডবদের সাহয্যার্থে গমন করা কর্ত্তব্য কি না?

বিদুর।—সৌবল! তুমি কি আমায় পরীক্ষা ক'র্‌ছ? তোমার এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়। কৃষ্ণ-প্রতিকূলে পাণ্ডবের পৃষ্ঠপোষক হওয়া কর্ত্তব্য কি না, এইতো তোমার জিজ্ঞাস্য?

শকুনি।—আজ্ঞে হাঁ।

বিদুর।—সৌবল হে! কৃষ্ণ না করুন, যদি কখনও এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তখন এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রো। যতদূর বুঝি, উত্তর দিব। এখন অনর্থক কাল্পনিক প্রশ্নে, কেন আমার পরমার্থ সাধনের অমূল্য সময় নষ্ট কর।—(ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি)—মহারাজ! আপনার পরিহাস-পটু শকুনির প্রশ্ন শুন্‌লেম, কিন্তু, এ কঠিন প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে, শকুনির সুচিকিৎসার প্রয়োজন।—উন্মাদগ্রস্থ হ'তে, আর অধিক বিলম্ব নাই।

দুর্য্যোধন।—পিতৃব্য-মহাশয়! মাতুল আপনাকে উপহাস ক'র্‌ছেন মনে ক'র্‌বেন না।—যদিও কৃষ্ণ-পাণ্ডবে বিবাদ নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু সেই অসম্ভব ঘটনাই সংঘটিত হ'য়েছে। মাতুলের একটী বর্ণও স্ব-কপোল-কল্পিত নয়।

বিদুর।—বৎস দুর্য্যোধন! এ কি সত্য? সত্য সত্যই কি কৃষ্ণ-পাণ্ডবে বিবাদ উপস্থিত! যে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ-গত-প্রাণ—যাদের নিয়তই কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ-জ্ঞান—কৃষ্ণ ভিন্ন যাদের জগৎ শূন্য—সেই পাণ্ডবেরা আজ কৃষ্ণ-প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হবে!—এ যে কি অভাবনীয় কাণ্ড!—মহাচক্রী হরি যে কি চক্র ক'র্‌বেন!—তা তিনিই জানেন। যে সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর হরি, পাণ্ডবের রাজসূয় যজ্ঞে, স্বহস্তে ভৃঙ্গার ধারণ ক'রে, সমাগত ব্রাহ্মণগণের পদ-প্রক্ষালন ক'রে দিয়েছেন। যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবের সখা ব'লে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সেই কৃষ্ণ, পাণ্ডবের সেই প্রাণ-সখা, আজ পাণ্ডবের প্রতিকূলে অস্ত্রধারী। এর মর্ম্ম অন্যে কি বুঝ্‌বে।—(ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি)—মহারাজ! আমার বোধ হ'চ্ছে, এ কৃষ্ণ-পাণ্ডবে

বিবাদ নয়। কেবল পাণ্ডবদের ধর্ম্ম-পরীক্ষার জন্যই সেই চক্রী হরি এ চক্র ক'রেছেন। আর পাণ্ডবগণও, সেই পরীক্ষা প্রদানের জন্য, পরীক্ষা-ক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে গমনোদ্যত। আজ আপনাদেরও সেইরূপ পরীক্ষার দিন সমাগত। এখন সকলে সেই পরীক্ষা-ক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে গমন ক'রে, ক্ষত্রিয়ের অক্ষয় ধর্ম্মবল বৃদ্ধি কর।—এতে আর মতামত জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন নাই।

দুঃশাসন।—(জনান্তিকে শকুনির প্রতি)—ঐ শুন্‌লে মামা। সাধে কি বলি 'বিদুর' আর 'বাদুড়' সমান।

শকুনি।—বিদুর আর বাদুড় সমান কিসে ?

দুঃশাসন।—কিসেই বা নয় ? বাদুড়গুলো যেমন দিনের বেলা বড় বড় গাছের ডালে, নখ বাধিয়ে আকাশ পানে পা, আর নীচের দিকে মাথা ক'রে, ঝুল্‌তে থাকে—যেন উর্দ্ধপদে অধোমস্তকে কত তপস্যাই ক'র্‌ছে। সমস্ত দিন, সেই ভাবে, তপস্বীর মত থেকে, যেই রাত হ'লো, অম্‌নি তপস্যা ছেড়ে, নিজমূর্ত্তি ধর্‌লেন। এর বাগানের পাকা কলা—ওর বাগানের ডাঁসা পেয়ারা—তা'র বাগানের কাঁচা সুপুরি—কতক খাবে—কতক ছড়াবে—আর যে গাছে থাকে, সেই গাছের তলায় এনে জড় ক'র্‌বে। সারা-রাত্ত এমনি ধারা লোকের লোকসান ক'রে, যেমনই দিন হ'বে, অম্‌নি উর্দ্ধপদে অধঃশিরে আবার যে ভণ্ড তপস্বী, সেই ভণ্ড তপস্বী। সাধে কি ব্যাটা বাদুড় জাতের মুখ দিয়ে বিষ্ঠা উঠে !—আমাদের বিদুর মহাশয়ও তেম্‌নি। ভিক্ষায় যাবার সময় গৈরিকবস্ত্র পরিধান, হরিনামের মালা ধারণ, অষ্টাঙ্গে তিলক সেবা ক'রে, লোকের বাড়ী বাড়ী বেড়িয়ে, যেই ঝুলি ভ'র্‌বে, অম্‌নি ঘরে এসে ঝোলামালা ফেলে, কিসে পাণ্ডবদের জয়-জয়কার হবে—কিসে কৌরবের সর্ব্বনাশ হবে—কেবল সেই চেষ্টায় ফির্‌বেন। ও বেটার মুখ দিয়েও কোন্ দিন—

শকুনি।—নারায়ণ! নারায়ণ!—ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে। সহস্র শত্রুতা ক'র্‌লেও তোমাদের পূজনীয় খুড়ো-মশায়!

দুঃশাসন।—"দোষা বাচ্যা গুরোরপি"।—হোক্‌ না কেন খুড়ো-মশায়!—উচিত কথা বাপ্‌কে ব'লব।

শকুনি।—হাঃ হাঃ হাঃ! দুঃশাসন আমাদের একটু গোঁয়ারগোবিন্দ গোছ হ'লেও, কথা গুলি যা বলে, তা অকাট্য। বিদুর মশায়ের এমন-ধারা ঢালা হুকুম দেওয়াটা ভাল হয় নাই। একটু বিবেচনা ক'রে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল।

দুঃশাসন।—উচিত ব'লে উচিত! তা না হ'য়ে ভাবনা নাই—চিন্তা করা নাই—একেবারে ব'লে ব'স্‌লেন কিনা, পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে যুদ্ধে যাও। আরে বাপু! যাদের সঙ্গে সর্ব্বদা বিবাদ চ'লে আস্‌ছে, তাদের সাহায্যে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌তে বলা কেমন সদ্‌যুক্তি, আমিতো বাপু কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। আমিতো জানি—"যাক্‌ শত্রু পরে পরে।" ষাঁড়ে ষাঁড়ে বেঁধে গিয়েছে, আমরা কেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মজা দেখিনে! আমাদের মারামারি ক'রতেও হবে না। কাটাকাটি ক'রতেও হবে না। পরে পরে শত্রু-নিপাত হবে, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মার্‌বে!—এমন সুযোগ কি ছাড়্‌তে আছে বাপু?

দুর্য্যোধন।—ভ্রাতঃ! ও কথা ব'লো না! পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের যতই বিবাদ থাক্‌ না, তথাপি তা'রা আমাদের ভাই। আজ পাণ্ডবগণ অন্য কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হবে, আর দুর্য্যোধন নিতান্ত নির্জ্জীবের ন্যায় তাই সহ্য কর্‌বে। তা প্রাণ-সত্ত্বে পার্‌বে না। যখন আমাদের গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হবে, তখন আমরা শত ভ্রাতা, আর পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা! কিন্তু, যখন অন্যের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হবে, তখন আমরা একশত পঞ্চ ভ্রাতা! একেত্রে, এরূপ ক্ষেত্রে, শ্রবণ-মাত্রেই আমাদের

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়ে গমন করাই উচিত, তা'তে যুধিষ্ঠির, অকপট হৃদয়ে, আমার কাছে সাহায্য-প্রার্থনা ক'রেছেন। আজ আমি দাদা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যুদ্ধের সাহায্যার্থে আমন্ত্রিত। আজ সেই ধর্ম্মরাজের অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌তে পার্‌ব না। খুল্লতাত বিদুর-মহাশয়ের বাক্যই আমার শিরোধার্য্য।—(কর্ণের প্রতি)—সখে! এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য?

কর্ণ।—না, আর বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আমার কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য যথাসময়ে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে।—(স্বগত)—ধন্য ভ্রাতা যুধিষ্ঠির! ধন্য ভ্রাতা বৃকোদর! এমন ধর্ম্মের আধার কুলপাবন সহোদর-গণ যার পবিত্র গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে, সেই প্রাতঃস্মরণীয়া মাতা কুন্তীও ধন্যা! আমি এরূপ ভাগ্যহীন যে, তেমন ধর্ম্ম-নিরতা মাতাকে প্রকাশ্যে 'মা' ব'লে ডাক্‌তে পেলেম না। তেমন ধর্ম্মের আধার সহোদর-গণকে ভ্রাতৃ-সম্বোধনে জীবন চরিতার্থ ক'র্‌তে পেলেম না। তেমন স্নেহময়ী পুণ্যবতী জননীর পদ-সেবা ক'র্‌তে পেলেম না। তবে আমি এতেই আপনাকে পবিত্র জ্ঞান ক'র্‌ছি। এই ভেবে আমি আপনাকে ধন্য মনে কর্‌ছি যে, যে গর্ভে হতভাগ্য কর্ণের জন্ম, সেই গর্ভেই কৃষ্ণ সখা পাণ্ডবদের উদয়। আজ শরণাগত দণ্ডীরাজকে আশ্রয় দিয়ে, কৃষ্ণের সঙ্গে সেই অভেদ্য সখ্যভাব উপেক্ষা ক'রে, বিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হ'য়ে, পাণ্ড-বেরা যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের যে অপূর্ব্ব সারোদ্ধার ক'রেছে, এ সংসারে তেমন আর কে পার্‌বে! দূরদর্শী মহাত্মাগণের লক্ষ বর্ষ চিন্তা-প্রসূত সদ্‌যুক্তি তাদের সূক্ষ্মদর্শিতার লক্ষ্য-স্থানীয় হ'তে পারে কি না, সন্দেহ! তাই বলি, ধরাধামে পাণ্ডবগণই ধন্য!

বিদুর।—(ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি)—মহারাজ! পিতৃদেব ভীষ্ম রাজসভায় আগমন ক'র্‌ছেন।

(ভীষ্মদেবের প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র।—কৈ ? পিতৃব্যদেব!—আসুন-আসুন! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন!

দুর্য্যোধন।—পিতামহ! আমরা সকলেই আপনাকে প্রণাম ক'রছি।

বিদুর।—পিতৃদেব! চিরদাস বিদুরের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভীষ্ম।—(স্বগত)—অপরের প্রণাম গ্রহণ ক'র্‌তে পারি, কিন্তু বিদুরের প্রণাম গ্রহণ-কালে, গ্রহণ-কালের চক্রের ন্যায়, হৃদয় যেন কম্পিত হ'য়ে উঠে!—(প্রকাশ্যে)—বৎস বিদুর! লৌকিক সম্বন্ধে আমি তোমার নমস্য! কিন্তু, বৎস! তোমার তপোবল ও সাধনবল আমার অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে অবস্থান ক'র্‌ছে! আমি তোমার সেই সাধনবল ও তপোবলকে নমস্কার করি!

বিদুর।—পিতৃব্য-দেব! এ দাস নিতান্ত হতভাগ্য! সেই মায়াময় হরির মায়া-চক্রে পতিত হ'য়ে নিরন্তর যন্ত্রণা-সাগরে ভাস্‌ছি! তবে মধ্যে মধ্যে আপনার ন্যায় পবিত্র-হৃদয় মহাত্মার উপদেশ প্রাপ্ত হই ব'লেই, আজ আপনার এতদূর অনুগ্রহের পাত্র হ'তে পেরেছি! এখন দাসকে পদ-রজ দিন্!—মস্তকে ধারণ ক'রে, ধন্য হই।

ভীষ্ম।—বুঝ্‌লেম! ধন-ধান্য-রত্নাদি সামান্য অর্থ প্রদানে যদিও ভগবান পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, কিন্তু, অমূল্য ধর্ম্ম-রত্ন সৎপাত্রেই, প্রদান করেন। বৎস! আর আমি বৃথা কথায় তোমার হরিসাধনের অমূল্য সময়কে নষ্ট ক'র্‌তে ইচ্ছা করি না! এখন সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করি, শুন্‌লেম কৃষ্ণ-পাণ্ডবে নাকি বিরোধ উপস্থিত!—এ কি সত্য ?

দুর্য্যোধন।—আজ্ঞে হাঁ! সেই জন্যই আপনাকে আহ্বান করা হ'য়েছে। এখন পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে গমন করা যুক্তিসঙ্গত কি না ?

ভীষ্ম।—এ সম্বন্ধে, বিদুরকে জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছে কি? অপরের যুক্তি অপেক্ষা দূরদর্শী বিদুরের যুক্তিই অখণ্ডনীয়।

দুর্য্যোধন।—তাঁর যা যুক্তি, তা পরে ব'লব। এখন দেখি, তাঁর মতের সঙ্গে আপনার মতের বৈপরিত্য ঘটে কিনা।

ভীষ্ম।—ভ্রাতঃ! তুমি যে আমার পরীক্ষা গ্রহণে উদ্যত হ'য়েছ এতে আমি বড়ই সুখী হ'লেম। এখন আমার এই পরামর্শ, যদি ধর্ম্ম রক্ষা করাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হয়, তবে অসন্দিগ্ধ চিত্তে কৃষ্ণ-প্রতিকূলে, পাণ্ডবের পৃষ্ঠবল হ'য়ে, অক্ষয় ধর্ম্ম বল বৃদ্ধি কর!

দুর্য্যোধন।—এই-ই স্থির যুক্তি!—(কর্ণের প্রতি) সখে! প্রস্তুত হও! অপর সকলকে প্রস্তুত হ'তে বল! গুরু দ্রোণাচার্য্য, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, প্রভৃতি সকলেই যেন প্রস্তুত হন! মাতুল! চলুন!—ভ্রাতা দুঃশাসন! প্রস্তুত হও!—পিতামহ! আপনিও শীঘ্র সমর-সজ্জা ক'রে, আমাদের অধিনায়ক হ'য়ে, অগ্রগামী হোন্।

(দুঃশাসন ও শকুনি ব্যতিত সকলের প্রস্থান।)

দুঃশাসন।—মামা! আমি ক্ষেপেছি কিনা, তাই পাণ্ডব হতভাগাদের সাহায্যে যুদ্ধে যা'ব! তবে দাদার অনুরোধ—সাজ সজ্জা ক'রে যাই। তার পর, এক পাশে দাঁড়িয়ে, মজা দেখ্‌ব। তোমার আর আমার কাছে যে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র আছে, সে অস্ত্র সঙ্গে থাক্‌তে, কোনো চিন্তা নাই।

শকুনি।—কি অস্ত্র হে বাপু? এমন অস্ত্র শিখ্‌লে কোথা?

দুঃশাসন।—শিখেছি তোমার কাছে, আর, কর্ণ-দাদার কাছে।

শকুনি।—আমার কাছে!—কৈ বাপু!—আমার তো মনে হ'চ্চে না!

দুঃশাসন।—এখন মনে হোক্, আর নাই হোক্, একটু বেগতিক দেখ্‌লে, আপনিই মনে প'ড়্‌বে। আমি সব ভুলি, কিন্তু, সে মহাস্ত্রটি ভুলি না।

শকুনি।—আরে বাপু, অস্ত্রের নামটা কি ?—খুলেই বল না।

দুঃশাসন।—মামা! সে মহাস্ত্রের কি একটা নাম—'পিট্-টান'! —'চম্পট'!—'লম্বা-দেওয়া'—'খ'সে-পড়া'!—এমনি এমনি কত নাম আছে।

শকুনি।—ওঃ! রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন! হাঁ, অস্ত্রটা ভাল বটে!

দুঃশাসন।—ভাল ব'লে ভাল! তোমার আমার পক্ষে যেন অমোঘ অস্ত্র! তেমন বেগতিক দেখি, অমনি সেই ব্রহ্মাস্ত্র অবলম্বন! 'যঃ পলায়তে, স জীবতি'!—এখন চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—অন্তঃপুর—কুন্তীর কক্ষ।

(কুন্তী অধোবদনে উপবিষ্টা—সম্মুখে সহদেব দণ্ডায়মান)

সহদেব।—মা! আর অমন ক'রে কাঁদ্বেন না। চিন্তা কি মা? সেই চিন্তামণির মনে যা আছে, তাই হবে।

কুন্তী।—হাঁরে সহদেব! আমি কি সাধ ক'রে কাঁদ্‌ছি! যা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে কথা মনে ক'র্‌তেও হৃদ্‌কম্প হয়! তাই আজ চ'ক্ষে দেখ্‌তে হ'ল! বাপ্‌রে! আমার মনে বড় আশা, বড় ভরসা ছিল যে, তোমরা আমার যতই কেন কষ্ট পাও না—ভিক্ষা ক'রে দিনপাত কর—আশ্রয় অভাবে তরুতলে বাস কর—তথাপি কৃষ্ণ তোমাদের সহায় আছে! কিন্তু, আজ আবার এ কি কথা শুনি! কৃষ্ণ-পাণ্ডবে বিচ্ছেদ হবে!—(কৃষ্ণে উদ্দেশে)—হারে কৃষ্ণ! কুন্তীর হৃদয়মণি! তোর মনে

কি শেষে এই ছিল! একবার বৃন্দাবনে যশোদাকে কাঁদিয়েছিলি! মথুরায় দেবকীকে কাঁদিয়েছিলি! আজ আবার হতভাগিনী কুন্তীকে কাঁদালি! যে তোকে ভালবাসে, তুই কি তা'কেই কাঁদাতে ভালবাসিস! হাঁরে! আর কি "পিসিমা আমার বড় ক্ষুধা হ'য়েছে" ব'লে, তেমনি ক'রে খেতে চাইবিনে! প্রাণ-পাখীরে! এমনি ক'রে ফাঁকি দেওয়াই কি তোর স্বভাব?

গীত।

এত কি পাতকী রমণী আমি রে অবনী ভিতরে!
না জানি কি পাপ, ক'রেছিলেন বাপ, তাই এত তাপ, পাইরে অন্তরে।
গিয়েছেরে রাজ্য, ধন, জন, সব,
বিধাতার চক্রে সব নিরুৎসব,
নাই রে উৎসব, জীবন সত্ত্বে শব,
আবার কিরে, কেশব, হারালেম তোরে॥
আগে যদি এ সব জানিতেম রে মনে,
জন্মের মত হারা হব কৃষ্ণ ধনে,
অনাথ পুত্রগণে স'পে তোর চরণে—
হ'তেম মাদ্রীর সনে বিদায় জন্মের তরে॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—না! আর অন্তরালে থাক্‌তে পার্‌লেম না! দেবী কুন্তীর মনোগত ভাব সকলই জানি, তথাপি এক একটি কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'র্‌ছে, আর হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। না আর না! নিকটে যেতে হ'ল। কিন্তু, এখন মনোগত ভাব প্রকাশ করা হবে না। প্রকারান্তরে দেবীকে সান্ত্বনা করা চাই।—(কুন্তীর নিকট গমন-পূর্ব্বক) —পিসিমা! আমি এসেছি। আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছি।

সহদেব।—ঐ দেখ্‌লেন মা! আপনি যেই "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে ডেকেছেন, অম্‌নি আপনার কৃষ্ণচন্দ্র এসে উদয় হ'য়েছেন!

কুন্তী।—কৈ!—কৃষ্ণ!—এই কি আমার সেই কৃষ্ণ! না!—এতো আমার সে কৃষ্ণ নয়! সে কৃষ্ণ যে আমার দয়ার সাগর! এ'যে ঘোর মরুভূমি! সে কৃষ্ণ যে আমার শান্তি-পাদপ! এ যে প্রকাণ্ড কণ্টকতরু! সে নব-ঘন শ্যামসুন্দরকে দেখ্‌লে যে, কুন্তীর হৃদয়ে শান্তির উদয় হয়! তবে এখনও হতভাগিনীর হৃদয় পুড়্‌ছে কেন! তাই বলি, এ আমার সে কৃষ্ণ নয়!

কৃষ্ণ।—পিসিমা! আমি আপনার সেই কৃষ্ণ! তবে তখন বড় ভালবাসার চ'ক্ষে দেখ্‌তেন, তাই তত ভাল লাগ্‌ত! এখনতো মা, আমার প্রতি আপনার সে দয়া—সে মায়া—সে ভালবাসা—নাই! কাজেই এখন আর চিন্‌তে পার্‌ছেন না!

কুন্তী।—কি বল্‌লি!—তুই আমার সেই কৃষ্ণ?—না! না!—তুইতো আমার সে কৃষ্ণ নয়! সে যে আমার অন্তর্যামী! কুন্তীর অন্তরের কথা সে যে সবই জানে! সে হ'লে কি এমন নিষ্ঠুর কথা ব'ল্‌তে পার্‌ত! এমন শেল হান্‌তে পার্‌তো! ভাল, আমি যদি তোকে ভালবাসিনে, তবে তুই এলি কেন?—এ যন্ত্রণা দেখ্‌তে এলি কেন?

কৃষ্ণ।—তুমি অমন কেঁদে কেঁদে ডাক্‌লে কেন?

কুন্তী।—আমিতো অনেক সময় অনেককেই মনে মনে ডাকি, কৈ তা'রাতো কেউ আমার কাছে আসে না!

কৃষ্ণ।—অপরে আসে না, কিন্তু, আমি স্থির থাক্‌তে পারিনে।

কুন্তী।—কি বল্‌লি! আমি ডাক্‌লে, তুই স্থির থাক্‌তে পারিস নে! কুন্তীর ডাকে তোর প্রাণ কাঁদে! হাঁ, তবে তুই আমার সেই কৃষ্ণই বটে! কৃষ্ণ! কুন্তীর হৃদয়-মাণিক! হাঁরে! তোর অঙ্গে এ বেশ কে

দিলে ? নীলকণ্ঠের ধন ! তোর কণ্ঠে সেই বনমালা কৈ ? বনমালীরে ! তোকে এ সাজে কে সাজালে ? শরৎশশীর সুধা হরণ ক'রে, নিদাঘের তপন কে সাজালে ? কৃষ্ণরে ! তোর মনে কি আছে, বল্ ?

কৃষ্ণ।—আমার অপরাধ কি, মা ? আপনার পুত্রেরা বলবান্ হ'য়েছে ! প্রবল বাহুবল হ'য়েছে ! এখন আর আমার সঙ্গে সদ্ভাব রাখ্‌বে কেন ? আমার প্রতিকূলাচারী দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কেহই সাহস করে না। আপনার পুত্রেরা তা'কে সগর্ব্বে আশ্রয় দিলে ! একটু চক্ষুলজ্জা দূরে থাক, অধিকন্তু প্রদ্যুম্নকে কতগুলো দুর্ব্বাক্য ব'লে বিদায় ক'রেছে। যুদ্ধার্থেও প্রস্তুত হ'য়েছে। এতদিন কৃষ্ণ-পাণ্ডবে অবিচ্ছেদ ভাব ছিল ! আজ হ'তে না হয় চির-বিচ্ছেদ হবে ! দেখি, এতেই কতদূর কি হয় !

কুন্তী।—হাঁরে কেশব ! এ সব কি কথা, বাপ ! কৃষ্ণ-পাণ্ডবে চির-বিচ্ছেদ হবে ! বাপ, তুমিতো আমার অন্তর্যামী ! একদিন না একদিন কৃষ্ণ-পাণ্ডবে ভেদ হবে, এ কথা যদি পূর্ব্বে ব'ল্‌তে, তাহ'লে কি, সতী মাদ্রীর সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে, এ পাপ-সংসারে থাক্‌তেম ! কৃষ্ণরে ! মনে বড় সাহস ছিল, রাজ্য, ধন, সব হারিয়েছি ! কিন্তু, কৃষ্ণ-ধনতো হারাই নাই ! বাপরে ! আজ আবার এ কি কথা শুনি ? আজ আমি তোকে জন্মের মত হারা'ব ! কৃষ্ণরে ! বুক যে ফেটে যায় ! ধর্ ! কৃষ্ণরে !—(মূর্চ্ছা ও পতন)

সহদেব।—হাঁহে কৃষ্ণ ! এ কি ক'র্‌লে ! এ কি ! যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পাণ্ডবদের বিনাশ ক'র্‌বে ! মাতা কুন্তীদেবীকে সেখানে পাবেনা ব'লে কি এখানে এসে কৌশলে মা'র প্রাণ বিনাশ ক'র্‌লে ? এখনই মধ্যম দাদা শুন্‌লে, হয় তোমার মস্তকে গদাঘাত ক'র্‌বেন, নয়, আপন মস্তকে গদাঘাত ক'রে, গদাধর ! তোমার সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌বেন !

তাই বলি, এখনই এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর!—ঐ দেখ! ঐ দেখ, কৃষ্ণ! মধ্যম দাদাও আস্‌ছেন!

কৃষ্ণ।—(স্বগত) ঐ যে! মধ্যম পাণ্ডব আস্‌ছেন! আহা! যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্মবীর! হয়তো আমাকে কতই দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌বেন! আহা! মধ্যম পাণ্ডবের স্নেহ-মাখা তিরস্কার বড় মিষ্টি লাগে!

(কুন্তীর পার্শ্বে উপবেশন)

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম।—(দূর হ'তে নিরীক্ষণ করিয়া) হাঁরে সহদেব! ধূলায় প'ড়ে ও কে রে? মা নন্? হাঁ তিনিই তো বটে! কেন! —কেন সহদেব! মা অমন-ধারা ধরাশায়িনী কেন? আমরা কৃষ্ণ-প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ছি, সেই ভয়ে কি? আমাদের জীবনের প্রতি যদি মা'র এতই মমতা, তবে গর্ভে স্থান দিয়েছিলেন কেন? সূতিকা-গৃহেই কেন আমাদের বিনাশ করেন নি! বীর-মাতা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে, আজ তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় আমরা ধর্ম্ম হারা'ব। এ হ'তে যে আমাদের মৃত্যুই মঙ্গল ছিল। মা! ও মা!! মাগো! ধরা-শয্যা ত্যাগ করুন! আমরা যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ছি! এখন প্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ ক'রে, আমাদের অনুমতি দিন্! কেন!—কেন সহদেব! মা কথা ক'চ্ছেন না কেন?—তবে কি মা'র মূর্চ্ছা? না, মা'র প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে পলায়ন ক'রছে?—(কৃষ্ণকে দেখিয়া)—ও কে? ও ব'সে কে? সেই কপট—সেই ধূর্ত্ত—সেই ভক্তঘাতী—কৃষ্ণ নয়? হাঁ, বুঝেছি! আর আমাদের মা জীবিতা নাই! যখন ব্যাধ উপস্থিত হ'য়েছে, তখন মা'র প্রাণ-পাখী দেহ-পাদপের জীর্ণ কোটর পরিত্যাগ ক'রে, পলায়ন ক'রেছে!—(কৃষ্ণের প্রতি)—শোনো কৃষ্ণ! আমার মা হ'তে কেউ বড় নয়! আগে মা, পরে দাদা!—তা'র পর ছিলে তুমি! আমি কখনও প্রাণের মায়া করি

না। তোমার মায়াও কাটিয়েছি। কিন্তু, ঐ চিরদুঃখিনী মায়ের মায়ায় প্রাণ আমার চিরদিন বাঁধা। মাকে আমরা কখনও সুখী ক'র্‌তে পারি নাই। মা-আমার কখনও সুখের মুখ দেখেন নাই। আমরা অতি শৈশবে পিতৃহীন হ'য়ে, ক্রূরাধম ধৃতরাষ্ট্রের কুচক্রে প'ড়ে, বনে বনে কেঁদে বেড়িয়েছি। এক মুষ্টি অন্নের অভাবে, ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে, মা'র অঞ্চল ধ'রে কেঁদেছি। আর ঐ চিরদুঃখিনী মা সজল নয়নে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে, আমাদের লালন-পালন ক'রেছেন। আজ তোমা হ'তে সেই মা'র এই দুর্গতি। এখনও বলি, কৃষ্ণ! আমার মাকে জীবিতা কর।—কি! করলি না? তবে দেখ্।—দেখ্‌রে কৃষ্ণ! ভীম আজ প্রতিশোধ নিতে পারে কি না। (গদাঘাতে উদ্যত ও সহদেব কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া কম্পিত কলেবরে কৃষ্ণের প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত)

কৃষ্ণ।—(শশব্যস্ত ভাবে)—পিসিমা! দেখুন! দেখুন!! মধ্যম দাদা আমাকে মার্‌তে আস্‌ছেন।

কুন্তী।—(স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় শশব্যস্ত ভাবে উঠিয়া) আহা! কি শোভা! কি শোভা!! ভীম-আমার যুদ্ধ জয় ক'রে এসে ব'ল্‌ছে—"মা! আজ সমর-সাগর সেচন ক'রে, তোমার জন্য দুটী অমূল্য রত্ন এনেছি।" ঐ যে কৃষ্ণ-বলরামকে কোলে ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার কাছে আস্‌ছে। আহা! যেন কনকাচলের যুগল প্রান্তে নীলকান্ত মণি ও হীরক মণি শোভা পাচ্ছে। তাই বলি, কৃষ্ণধন কি আমাদের পর হ'তে পারে! কৃষ্ণ-পাণ্ডবে চিরবিচ্ছেদ! এ কি সম্ভব! এঁ্যা! এ কি! যা দেখ্‌লেম, তা কৈ? এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত! ভীম আমার কৃষ্ণকে মার্‌তে যাচ্ছে! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম! আমার এমন স্বপ্ন—এমন সুখের স্বপ্ন—কে ভাঙ্গলেরে! কৃষ্ণ! কুন্তীর জীবন-সর্ব্বস্ব ধন! আয় বাপ! আয়, আমার কোলে আয়!—(ভীমের প্রতি)—কুসন্তান! কুরুকুলের

কুলকণ্টক!! এই তোর ধর্ম্ম! এই তোর ভালবাসা! তুই আমার কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গে প্রহার ক'রে, স্বর্গের পথ পরিষ্কার কর্‌বি, না, আমার নরকের নূতন পথ আবিষ্কার কর্‌বি, ভীম? তুই আমার সন্তান। আমি জান্‌তেম, ভীমের হৃদয় অতি সরল! ভীম আমার অতি অকপট! জান্‌তেম না যে, কুন্তীর উদরে কুক্ষণে এমন কীট জন্মগ্রহণ ক'রেছে!!

ভীম।—আহা! মা-আমার মনে ক'র্‌ছেন যে, ভীমকে কতই দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌লেম। কিন্তু মা'র এ দুর্ব্বাক্য যে কত মধুর হ'তে মধুরতর, তা মা-আমার জান্‌তে পারেন নাই। মা ব'ল্‌লেন যে, "কুন্তীর উদরে কুক্ষণে কীট জন্মগ্রহণ ক'রেছে।" আরে, সে কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা! এমন কৃষ্ণময়প্রাণা দেবী কুন্তীর গর্ভে যদি কীট জন্মগ্রহণ করে, তা হ'লে সে কীটও যে ইন্দ্রাদি দেবতা, অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর! আজ কৃষ্ণ-পাণ্ডবে ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত! তথাপি মা-আমার স্বপ্নে দেখ্‌ছেন, সেই কৃষ্ণ, সেই পাণ্ডব, পরস্পর পরস্পরের ভালবাসার সাগরে ভাস্‌ছে। আহা! এমন মা কি আর কেউ পাবে! ধিক্! শত ধিক্ কপট কৃষ্ণের প্রাণে!—যে এমন মা'র সঙ্গেও ছলনা ক'রতে কাতর হ'ল না!

কৃষ্ণ।—পিসিমা! আমায় বিদায় দিন্। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছিলাম। কিন্তু, আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না। আপনার গর্ব্বিত পুত্রদিগকে দণ্ডীর জীবনমরণের সন্ধি-স্থল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত হ'তে ব'ল্‌বেন। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র হস্তে, ভগবান্ শূলপাণি মহাপ্রলয়কারী ত্রিশূল হস্তে ও অন্যান্য দেবগণ, পাণ্ডব-প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ ক'রেছে। আজ পাণ্ডবদের দর্প চূর্ণ হ'বেই হবে।

ভীম।—কি হবে রে কৃষ্ণ! পাণ্ডবদের দর্প চূর্ণ হবে! আর তা'তে

তোর মুখোজ্জ্বল বেশী হবে!—নয়? তুই—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতাগণ পাণ্ডব-প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ ক'রেছে ব'লে, প্রাণের ভয় দেখাচ্ছিস। হাঁরে! যে ভীম ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আজ তোর প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌তে পেরেছে, প্রাণতো তা'র কাছে মল-মূত্রাদির ন্যায় পরিত্যাজ্য! ওরে! ও ছলনা—ও চাতুরি—তুই অন্যের কাছে কর্‌গে ভীম ওতে ভুল্‌বে না।

কৃষ্ণ।—দেখ্‌লে পিসিমা! কা' হ'তে এ বিবাদের সূত্রপাত, দেখ্‌লেতো?

ভীম।—ওরে! যা—যা! আর ন্যাকামো ক'র্‌তে হবে না! তোর সঙ্গে যাতে আত্মীয়তা, যাতে বিচ্ছেদ, তা বেশ জান্‌তে পেরেছি! আর জানাতে হবে না!—যা!

কৃষ্ণ।—ভাল, দেখা যাবে!—(কুন্তীর প্রতি)—পিসিমা! তবে আমি এখন চ'ল্লেম! প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ করুন!

কুন্তী।—কৃষ্ণরে! তুই-আমার—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, এমন কি প্রাণের নকুল-সহদেব অপেক্ষাও, আদরের ধন! তোকে আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো!—বাপ যেন তোর বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—আহা!—দেবী কুন্তীর কি নির্ম্মল স্নেহ! কি অপার ভালবাসা! স্বীয় পুত্রগণের প্রতিকূলে আজ আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লেন। যদি "সমর-জয়ী হও" ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তেন, তা হ'লে সতী-বাক্য রক্ষা করা, আর পাণ্ডবদের জগৎ বিজয়ী করা,—পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন দু'টি কার্য্য সম্পন্ন করা, আমার কঠিন হ'ত! আমি যে জন্য, যুগে যুগে, যাতায়াত-জনিত জঠর-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তেও কাতর নই—আমি, যে আশীর্ব্বাদের কাঙ্গাল, দেবী কুন্তী আজ আমাকে সেই আশীর্ব্বাদই ক'র্‌লেন। ধন্য দেবী কুন্তী!—(প্রকাশ্যে)—পিসিমা!

—এই আশীর্ব্বাদই করুন, যেন, আপনার আশীর্ব্বাদে, সতী-বাক্য রক্ষা ক'র্‌তে সমর্থ হই! তা হ'লেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে!—এখন চল্লেম!

কুন্তী।—হাঁরে কৃষ্ণ! চল্‌লি! যাবার সময় একবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবি নে? সে যে বাপ তোরই জন্য পাগল।

ভীম।—আরে না! আর ওকে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে না। (কৃষ্ণের প্রতি) যাও ভাই! আর তোমাকে দেখা দিতে হবে না। তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে, কেবল বিপাকের পাকাপাকিটেই বাড়িয়ে তোল বইত নয়! আর দেখা ক'র্‌তে হবে না—যাও!—শীঘ্র প্রস্থান কর! (কৃষ্ণের প্রস্থান)

কুন্তী।—ছি ছি ভীম! তুই এত নিষ্ঠুর! তুই কাল আমার কাছে ব'লেছিস যে, কৃষ্ণকে একদণ্ড না দেখ্‌লে, জগৎ অন্ধকার বোধ হয়! সেই কৃষ্ণকে, এত দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌তে, তোর কি কিছুমাত্র কষ্টবোধ হ'ল না?

ভীম।—মা! আপনার অন্য সন্তানগুলি অপেক্ষা ভীম কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন মূর্খ! সুতরাং, আপনার কুসন্তান। কিন্তু মা! কুসন্তানের প্রতিই জননীর অধিক স্নেহ হ'য়ে থাকে। দেখো মা! সেইটী যেন বজায় থাকে। এমন মা'র দয়া থাক্‌লে—আর ভীম ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট না হ'লে—জগৎকে তৃণাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান করে! মা! ঐ দেখুন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, প্রাণাধিক ধনঞ্জয়, প্রভৃতি সকলেই আপনাকে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে আস্‌ছে! শীঘ্র আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দিন্!

(যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—মা! আমরা কৃষ্ণের প্রতিকূলে কি অনুকূলে যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ছি, তা ব'ল্‌তে পারি না! কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হ'য়ে, যুদ্ধে গমন ক'র্‌ছি! প্রণাম করি—আশীর্ব্বাদ করুন্।

কুন্তী।—বাপ! তোমরা ধর্ম্মকেই সার ভেবে যুদ্ধ-যাত্রা কর! আমিও আশীর্ব্বাদ করি, কৃষ্ণের কৃপায় যেন ধর্ম্মেরই জয় হয়। হাঁরে যুধিষ্ঠির! কৃষ্ণের সহিত দেখা হ'য়েছিল কি?

যুধিষ্ঠির।—কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর কৈ হ'য়েছে মা! সেই বিরাট-ভবন হ'তে বিদায়কালে যে সাক্ষাৎ, সেই সাক্ষাৎই আমার শেষ সাক্ষাৎ! —মা! বোধ হয়, এ জন্মের মত আমার কৃষ্ণদর্শনের শেষ হ'য়েছে।

অর্জ্জুন।—বীরগণ! যোদ্ধৃবর্গ! আজ আমাদের পরীক্ষার দিন উপস্থিত! আজ বীরত্বে বাসুকীর সহস্র শীর্ষ অবনত কর! বীর-গর্জ্জনে দেব বক্ষঃ বিকম্পিত কর!

কাঁপুক ধরণী ক্ষত্রিয় প্রতাপে!
তপন তাপিত হোক্ উগ্র তাপে!
স্মরিতে চড়াও শর মহাচাপে!
কি ভয়, কি ভয়, মরণে রণে!
কোষমুক্ত করি নাচাও কৃপাণ,
সুতীব্র সুতীক্ষ দীপ্ত খরশান!
দেখে উড়ে যাক্ সুরাসুর-প্রাণ!
ত্যজ বীরগণে এ তুচ্ছ জীবনে!
হোক্ উল্কা-বৃষ্টি বিশিখ বর্ষণে,
কাঁপুক অম্বর কার্ম্মুক কর্ষণে,
পলাক্ বাসব দেবদল সনে,
পশুরাজ যথা পশুদল সঙ্গে!
যথা, মত্তকরী দলে পদ্মবন,
দেবাসুরে করে সমুদ্রমন্থন
তেমতি মথিয়া সব দেবগণ,
লভিব সুযশ সমর-রঙ্গে!

বন্ধ করি ভয়ে স্বর্গ-দুর্গ-দ্বার,
দেখুক অমরে আপন নিস্তার!
অস্ত্রে অস্ত্রে আজ আবরি সংসার,
করিব আঁধার রোধিব বায়ু!
বিজয় গাণ্ডীবে করি জ্যা-রোপণ,
অসি স্পর্শ করি, করিতেছি পণ,
দেবদলে আজ করিব দলন,
যতক্ষণ শেষ না হয় আয়ু!
প্রতিজ্ঞা আমার দেবতা-দলনে!
মারি কিম্বা মরি বৈর-নির্য্যাতনে!
দেখুক জগৎ চকিত নয়নে!
ধর্ম্মের প্রতাপ দেখুক সবে!
ধর্ম্মতেজ-ভাতি জ্বলুক তপনে!
বাড়বাগ্নিরূপে জলধি-জীবনে!
দাবানলরূপে জ্বলুক গহনে!
বাজুক দুন্দুভি বিজয় রবে!
জ্বলুক্ জ্বলুক্ ধর্ম্মতেজ-শিখা!
উড়ুক অম্বরে বিজয়-পতাকা!
জ্বলন্ত অক্ষরে হোক্ তায় লেখা,
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"!
সমর-উল্লাসে হইয়ে মগন,
বলো যোদ্ধৃবর্গ, বলো সৈন্যগণ,
বলো উচ্চকণ্ঠে বিদারি গগন,
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"!

(নেপথ্যে)—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"।

অর্জ্জুন।—বীরগণ! অবিলম্বে সমর-ভূমিতে চল! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়-শব্দ উচ্চারণ কর!—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

(নেপথ্যে)—জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

অর্জ্জুন।—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!

(নেপথ্যে)—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!

ভীম।—যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ!

(নেপথ্যে)— যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ!

অর্জ্জুন।—সারথি! চালাও রথ!

[রণবাদ্য—সকলের প্রস্থান।

নবম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(স্থান কুরুক্ষেত্র।—একদিক্ হইতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, প্রভৃতি কুরুযোদ্ধৃগণ ও অপরদিক্ হইতে বিরাট, পাঞ্চাল, প্রভৃতি সহ পাণ্ডবগণের প্রবেশ)

ভীষ্ম।—(পাণ্ডবগণকে দেখিয়া)—আহা! কি শোভা! কি শোভা! বিরাট, পাঞ্চাল, প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে পশ্চাতে ক'রে, ধর্ম্মবীর বৃকোদর কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ ক'র্‌ছে। দেখে বোধ হ'চ্ছে, যেন ক্ষত্রিয়ের মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত হ'য়ে, ধর্ম্ম-তেজে কুরুক্ষেত্র আলোকিত ক'রে, পুলকিতচিত্তে রণক্ষেত্রে প্রবেশ ক'র্‌ছে! কে বলে 'পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ-হারা হ'য়েছে?' কৃষ্ণ-হারা পাণ্ডবের কি এত শোভা সম্ভব হয়! কৃষ্ণ আজ একা অর্জ্জুনের সখা নন, যেন পাণ্ডব পক্ষের লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে, সমভাবে বিরাজমান। ধন্য কুন্তী-পুত্রগণ! আমি তোমাদের সাধন-শক্তিকে নমস্কার করি!

যুধিষ্ঠির।—(দূর হ'তে নিরীক্ষণ করিয়া)—ভ্রাতঃ অর্জ্জুন! দেখ দেখি ভাই! পিতামহ ভীষ্মদেব, আমাদের পক্ষ লক্ষ্য ক'রে কা'কে প্রণাম ক'র্‌লেন! কৈ! আমাদের মধ্যেতো পিতামহের নমস্য ব্যক্তি কেউ নাই। যখন হতভাগ্য পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র থাক্‌তেন,

তখন সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখে পিতামহ প্রণাম ক'র্‌তেন। কিন্তু, আজতো পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ-হারা! তবে পিতামহের প্রণামের কারণ কি। ওঃ! বুঝেছি। একদিন পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের অনুগ্রহভাজন ছিল ব'লেই, পিতামহ সেই পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ প্রণাম ক'রেছেন। ধন্য! ধন্য পিতামহ। এস ভাই। আমরা সকলে পিতামহকে প্রণাম ক'রে ধন্য হই। (ভীষ্মের প্রতি) পিতামহ! কৃষ্ণ-হারা হতভাগ্য পাণ্ডবদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

(সকলের প্রণাম)

ভীষ্ম।—ভ্রাতঃ যুধিষ্ঠির! এ সময়ে আর তোমাদের কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব।—তোমাদের মতি যেন মুহূর্ত্তের জন্যও ধর্ম্মপথভ্রষ্ট না হয়। এক্ষণে যাও। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সাদর সম্ভাষণে সুখী হও গে।

যুধিষ্ঠির।—এস ভাই সুযোধন! আজ আলিঙ্গন ক'রে হৃদয় শীতল করি। এ কি ভাই! আলিঙ্গন না দিয়ে অধোবদন হ'লে যে! পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ-হারা পতিত ব'লে কি, ঘৃণায় অধোবদন হ'লে? না, তোমার আলিঙ্গনের যোগ্যপাত্র নয় ব'লে, অভিমানে অধোবদন হ'লে!

দুর্য্যোধন।—ধর্ম্মরাজ! আজ আপনাকে ধর্ম্মরাজ ব'লে ডেকে আত্মাকে চরিতার্থ ক'র্‌তে পার্‌লেম না। কেবল পূর্ব্বকৃত অপরাধজনিত আত্মগ্লানিতে আমার আত্মা নিয়তই দগ্ধ হ'চ্ছে। আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের যে নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'র্‌লেন, জগতে কোনো মহাত্মা এরূপ পারেন কিনা সন্দেহ! আপনি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অবতার। আপনি ক্ষমা না ক'র্‌লে, আর আমার এ পাপের শান্তি নাই। ধর্ম্মরাজ! আমায় ক্ষমা করুন! (পদতলে পতনোদ্যত)

যুধিষ্ঠির।—প্রাণাধিক! ও কি কর ভাই? এই সসাগরা ধরা

তোমার অন্নে প্রতিপালিত, কিন্তু, আমরা তোমার ভাই হ'য়ে, ভিক্ষাজীবী! —নিরাশ্রয়!—পথের ভিখারী!! এ তোমার দোষ নয়। আমারই অদৃষ্টের লিখন। সকলই আমার ভাগ্যফল। তুমি সেজন্য দুঃখিত হ'ও না। আজ তুমি কৃষ্ণ-হারা পাণ্ডবদের পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে, যে মহান্ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছ, এও মানবহৃদয়ের অতীব উচ্চ কল্পের পরীক্ষা!— (বিদুরকে দেখিয়া)—ও কে! পিতৃব্যদেব বিদুর নন্? পিতৃব্যদেব! কৃষ্ণ-হারা পতিত পাণ্ডবদের প্রণাম গ্রহণ ক'রে, কৃতার্থ করুন।

বিদুর।—সাধু সঙ্কল্পের ফল যদি বিষময় হয়, তা হ'লে, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ-হারাও বটে, পতিতও বটে! প্রার্থনা করি, হরির ইচ্ছারই জয় হোক্। এখন জিজ্ঞাসা করি, সব কুশল তো?

যুধিষ্ঠির।—কেমন ক'রে ব'ল্‌ব, কুশল কি অকুশল! একদিকে কৃষ্ণ প্রতিকূল, অন্যদিকে আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শন-লাভ। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, পতিত পাণ্ডবদের পাপ-দেহ যেন এই সমরক্ষেত্রেই লয় প্রাপ্ত হয়।

(মহাদেবকে অগ্রে লইয়া কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, ইন্দ্র, যম, পবন, বরুণ, কার্ত্তিক, প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ)

ভীম।—আহা! কি আনন্দ! কি আনন্দ! দাদা আমার এমন সুখের সমবেও বাধা দিচ্ছিলেন! এখন একবার নয়ন ভ'রে দেখুন, কুরুক্ষেত্র আজ কি আনন্দক্ষেত্রে পরিণত হ'য়েছে! এ তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্‌ব, এতো স্থির সঙ্কল্প। এতদিনে সেই সঙ্কল্প-সিদ্ধির সময় উপস্থিত! আজ স্বর্গের সম্পদ মর্ত্ত্যে উদয়! ম'র্‌তে হয়তো এই সময়! দাদা! দেখুন-দেখুন! সম্মুখে ত্রিশূল হস্তে দেবাদিদেব শূলপাণি! ওরে অর্জ্জুন! আর দেখ্‌ছিস কি, ভাই? হও—সকলে অগ্রসর হও! আর ঐ কপট ভক্তঘাতী কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুক—দেখুক—পাণ্ডবেরা

ম'র্‌তে জানে কি না। হও—সকলে অগ্রসর হও! আর প্রাণ ভ'রে মুক্তকণ্ঠে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বল।

ভীষ্ম।—আহা! ধন্যরে ভীম! ধন্য তোর মহাপ্রাণ! তোর পবিত্র হৃদয়ের ছায়া যে স্পর্শ ক'র্‌তে পেরেছে, সেও সংসারে ধন্য! সিন্ধুগর্ভজাত রত্ন-হার মধ্যে যেমন মধ্য-মণিটি অধিকতর শোভা ধারণ করে, সেইরূপ কুন্তী-গর্ভরূপ অমৃত-সিন্ধুজাত মধ্যম পাণ্ডবরূপ মধ্য-মণি বৃকোদরের বীরভাবাপূর্ণ পবিত্র শোভা দর্শন ক'রে, ধন্য হ'লেম! আয় ভাই বৃকোদর! একবার তোকে প্রাণ ভ'রে আলিঙ্গন করি! স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহও কাঞ্চন হয়!—(আলিঙ্গন)

যুধিষ্ঠির।—পিতামহ! এ পতিত পাণ্ডবদের পাপ-দেহ স্পর্শ ক'রে, আপনার ধর্ম্ম-ভূষিত পবিত্র দেহকে কলঙ্কিত ক'র্‌বেন না! তবে এইমাত্র প্রার্থনা, যখন এই কৃষ্ণ-হারা পতিত পাণ্ডবদের পাপ-দেহ সমর-ক্ষেত্রে পতিত হবে, তখন মস্তকে পাদপদ্ম দিয়ে, যেন এই পাতকিগণকে উদ্ধার করেন।

ভীষ্ম।—আহা! কৃষ্ণ যে, এমন ভক্তের সঙ্গে, এমন চাতুরী কেন ক'র্‌ছেন, তা অন্যে কি বুঝ্‌বে! বৎস বিদুর! তুমি একবার বাসুদেবের কাছে যাও! সামান্য একটা অশ্বিনীর জন্য, এমন প্রিয়ভক্ত পাণ্ডবদের প্রতি এত প্রতিকূল কেন, সেইটি একবার জেনে এস! যদি প্রলয়কাল উপস্থিত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে যেন সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়! 'ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু' নামের পরিবর্ত্তে যেন অকারণে 'ভক্তঘাতী' নাম ক্রয় না করেন! যাও বৎস! এ কার্য্য অন্যের অসাধ্য, সেই জন্যই তোমাকে অনুরোধ ক'র্‌ছি!

বিদুর।—পিতৃব্যদেব! হতভাগ্য বিদুরের প্রতি এতদূর অনুগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌তে, আপনি ভিন্ন আর কে আছে? এতো অনুরোধ নয়!

অনুগত দাসের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশমাত্র। আপনার আজ্ঞাপালন ও কৃষ্ণপদ-দর্শন—এ উভয় কার্য্যই আমার সম্পন্ন হবে। এখন আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-দর্শনে চ'ল্লেম।

কৃষ্ণ।—(বিদুরকে দেখিয়া)—কে ও? মহাত্মা বিদুর যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। ভাল, ভাল। আজ বিদুর যখন পাণ্ডবদের পৃষ্ঠপোষক, তখন, বোধ হয়, অনেক নিরীহ ব্রাহ্মণও কোষা-কুষী ধারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে আগমন ক'র্‌বে। মনে ক'রেছিলেম, জাল ছিঁড়েছ! এখন দেখ্‌ছি তা নয়, কুরু-পাণ্ডবের মায়াজালে জড়িত!

বিদুর।—অন্যের প্রতি দোষারোপ কেন দীননাথ? মায়াজালে জড়িত করা কি কুরু-পাণ্ডবদের সাধ্য? কেবল তোমার এই জগৎ-বেড় জালে পতিত হ'য়ে যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছি! এ জাল হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌লেম কৈ হরি?

গীত।

কৈ হরি পারিলাম যা'র হতে,
ভালতো ফেলেছ এবার, জগন্নাথ, জগত-বেড়েতে।
জাল পেতেছ মায়া-সূত্রে, যাই বেঁধেছ জায়া-পুত্রে,
উপায় নাই আর কোন সূত্রে,
এ বিষম ফাঁদ এড়াইতে॥

কৃষ্ণ।—যাক্, বিদুর। এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন কেন বল দেখি?

বিদুর।—আপনার আগমনের কারণ জান্‌বার জন্যই আসা।

কৃষ্ণ।—আমার আগমন পাণ্ডব-প্রতিকূলে যুদ্ধার্থে।

বিদুর।—অন্যান্য দেবতাগণের আগমনের কারণ কি দীননাথ?

কৃষ্ণ।—পাণ্ডবেরা যে এক্ একজন মহারথী হে। আমি একা অক্ষম ব'লেই দেবতাগণ আমার পৃষ্ঠপোষক।

বিদুর।—স্বয়ং বিপক্ষদলনে অক্ষম হ'লে, অন্যে কি তা'র পৃষ্ঠ-পোষক হয়?

কৃষ্ণ।—হাঁ, সময় থাক্‌তে নিমন্ত্রিত হ'লে, সাহায্যার্থে আগমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিদুর।—তবে দীননাথ! আজ আমিও তোমায় সময় থাক্‌তে নিমন্ত্রণ ক'রে রাখ্‌লেম। আমারও ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দিন আগত-প্রায়! অদম্য শমন, করালমূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমার সহিত যুদ্ধার্থে আগমন ক'র্‌ছে! কি জানি, যদি তোমাকে ডাক্‌তে সময় না দেয়!—যদি গুপ্তভাবে আক্রমণ করে!—সেই জন্য, আজ সময় থাক্‌তে নিমন্ত্রণ ক'রে রাখ্‌ছি; দেখো হে দুর্ব্বলের বল হরি! সেই দিনে যেন শরণাগত দাস ব'লে স্মরণ থাকে।

গীত।

হরি, লও লও, দিলেম হে ঐ ভার, পদপঙ্কজে
যেন সেই দিনে দোসর, হ'য়ো ব্রজেশ্বর, শমন আস্‌বে যে দিন সমর-সাজে।
সদলে শমন যখন আস্‌বে রণে সেজে,
জানি হে অদিন-বন্ধু, বড় অদিন সে যে,
(যদি দাও, দাও হে, এ অমোঘ অস্ত্র) (ভয় আর করি না, করি না)
(শমন-সঙ্কটে ভয় আর করি না, করি না)
যুড়ে তব নাম-বাণ জ্ঞান-ধনুকে, হেলায় জিনিব সেই রবি-সুতে।
(আমি জিন্‌বে তা'রে, জয় কৃষ্ণ ব'লে, জিন্‌ব তা'রে)
(যাব হরিনামের ডঙ্কা মেরে) (করি ভবের মাঝে আর বা কার শঙ্কা)
(যাব হরিনামের ডঙ্কা মেরে)
আমার বৃথা সে সাধ মনে (দীননাথ!) আমার বৃথা সে সাধ মনে,
জিনিব শমনে, বামনের সাধ যেমন ধরে দ্বিজরাজে;

নিমন্ত্রণ ক'রে রাখি সময় থাকিতে, কি জানি, সে দিনে যদি না পারি ডাকিতে ;
(যদি রোধ করে হে—দারুণ কফে কণ্ঠ যদি রোধ করে হে)
(ডাক্‌তে দিবে না, দিবে না—দীনবন্ধু ব'লে—ডাক্‌তে দিবে না, দিবে না)
যখন দেহ-পুরী ঘিরবে এসে, প্রতি দ্বারেতে প্রহরী ব'সে,
দিবে কি সে, তোমায় ডাক্‌তে, সময় দিবে কি সে।
হৃদে রেখে, ঐ বাঁকা রূপ দেখ্‌তে, সময় থাক্‌তে,
তোমায় ডাক্‌তে, সময় দিবে কি সে ?
তাইতে চলিলাম হে ডেকে, (দীননাথ।) তাইতে চলিলাম হে ডেকে,
নয়ন ভ'রে দেখে, সদা যেন ও রূপ হৃদে বিরাজে।
একে ষড়-রিপু-সৈন্য অবশ সহজে, অবশ ইন্দ্রিয়গণ হবে নিজ কাজে,
(সবে পলাবে পলাবে, যে যার আপন ল'য়ে, সবে পলাবে)
(রক্ষা হবে না, হবে না—এ সাধের দেহ পুরী—রক্ষা হবে না, হবে না।)
যখন পুরীমধ্যে প্রবেশিবে, সাধের ছ'টি গৃহ অন্বেষিবে,
(ভেঙ্গে দিবে—ছ'টি রস-কুম্ভ ভেঙ্গে দিবে—ষড়পদ্মদল বিদলিবে)
আমার সব হবে ভঙ্গ,—দীননাথ।—আমার সব হবে ভঙ্গ,
এই ক'রো ত্রিভঙ্গ, মন ভৃঙ্গ যেন ঐ পদে মজে ॥

কৃষ্ণ।—বিদুর! ও ভার অন্যের হস্তে অর্পণ ক'র্‌তে হবে কেন ? তুমি তো সে শত্রুদমনে সম্পূর্ণ সমর্থ! তবে অন্যে তা'তে অক্ষম হ'লে হ'তে পারে ; তুমি যে, সে যুদ্ধে মহারথী! তোমার মত শমন-পরাস্ত করা সাধন-অস্ত্র, আর কে সংগ্রহ ক'র্‌তে পেরেছে ? এখন ও ছলনা রাখ!—যুদ্ধক্ষেত্রে আগমনের কারণ কি, বল দেখি ?

বিদুর।—হাঁ হে মূলরূপী মাধব! এই স্বপ্নাতীত ঘটনার মূল কি, বল দেখি ? পাণ্ডবগণ তোমার পরম ভক্ত! যদি না বুঝে একটা অন্যায় কার্য্যই ক'রে থাকে, তা হ'লে, ভীষ্ম প্রভৃতি মহাত্মাগণের এই অনুরোধ যে, আশ্রিত পাণ্ডবদের প্রতি ক্ষমা দান পূর্ব্বক যুদ্ধে অবসর গ্রহণ করুন।

কৃষ্ণ।—কি ব'ল্লে? ক্ষমা! পাণ্ডবদের ক্ষমা! দেখ বিদুর! এ কথা তুমি ভিন্ন আর কেউ ব'ল্‌তে সাহস করে নাই। তোমার শোণিতে যদি বিন্দুমাত্র উষ্ণতা থাক্‌ত, তা হ'লে কখনই এ কথা ব'ল্‌তে সাহস ক'র্‌তে না! ভাল, বিদুর! তুমিই বল দেখি, আমি পাণ্ডবদের জন্য কি না ক'রেছি? যখন, যেখানে, যে বিপদে, প'ড়ে ডেকেছে, শতসহস্র কার্য্য পরিত্যাগ ক'রেও, সেই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি! সেই সব উপকারের কি আজ এই প্রত্যুপকার! আমি দণ্ডীর নিকট সামান্য একটি অশ্বিনী প্রার্থনা ক'র্‌লেম। সে আমার কথা অগ্রাহ্য ক'রে, আমার যতদূর অপমান ক'র্‌তে হয়, ক'র্‌লে! আমি জানি, পাণ্ডবদের অপমানে আমি যেমন অপমান জ্ঞান করি, পাণ্ডবেরাও তেমনি আমার সমবেদন-ধর্ম্ম প্রতিপালন ক'রে, কোথায় অপমানকারী দণ্ডীর দণ্ড বিধানে প্রবৃত্ত হবে, তা না হ'য়ে, তারই পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, আমারই প্রতিযোগিতায় প্রস্তুত। আমারই প্রতি খড়্গহস্ত। এ কি সামান্য দুঃখের কথা! আমি দণ্ডী হ'তে যতদূর না অপমানিত হ'য়েছি, পাণ্ডব হ'তে তদপেক্ষা শত-সহস্রগুণে অপমানিত হ'য়েছি। যারা আমার এতদূর ক'র্‌লে, তাদের আবার ক্ষমা!

বিদুর।—তা বটে, দীননাথ! কিন্তু, ক্ষত্রিয়গণকে যে কঠোর ধর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রেছেন, সে ধর্ম্ম প্রতিপালন করা কি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নয়?

কৃষ্ণ।—হাঁ, ধর্ম্ম-প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য।—এ কথা কে না স্বীকার ক'র্‌বে।

বিদুর।—তবে দীননাথ! প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত ও শরণাগত দেখে দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়ে, শরণাগত-পালন-ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে পাণ্ডবেরা কোথায় তোমার সমধিক স্নেহের পাত্র হবে। তা না হ'য়ে একেবারে ঘোর বিদ্বেষানলে পতিত হ'ল। এ যে প্রভু বড়ই দুঃখের কথা!

কৃষ্ণ।—দুঃখের পরিণামই যে সুখ, এ কথা জান তো ?

বিদুর।—জানি ! কিন্তু, এ দুঃখের পরিণামে যে কি সুখের উদয় হবে, তাতো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

কৃষ্ণ।—কোনও কার্য্যের সূত্রপাতেই উতলা হওয়া কর্ত্তব্য নয় ! সকল কার্য্যেরই শেষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য ! এক্ষণে বিফলমনোরথ হ'য়ে বিষণ্ণচিত্তে গৃহে গমন ক'র্‌ছ, কর ! অচিরেই ঐ বদন হাস্যময় দেখ্‌তে পাব !

বিদুর।—তুমি ইচ্ছাময় ! প্রার্থনা করি, তোমার ইচ্ছারই জয় হোক্‌!—(ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া)—পিতৃব্যদেব ! কৃষ্ণচন্দ্রতো যুদ্ধে বিরত হবেন না, এক্ষণে আপনাদের যা কর্ত্তব্য হয়, ক'র্ত্তে পারেন !

ভীষ্ম !—উত্তম ! হে কৃষ্ণপক্ষীয় সমরপ্রার্থী শূরবণিগণ ! হে কুরু-পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথী ক্ষত্রিয় বীরগণ ! তোমরা সকলে ধর্ম্ম-যুদ্ধে ব্রতী হও ! ধর্ম্মানুগত যুদ্ধ ভিন্ন, পৈশাচিক যুদ্ধে আমি অসম্মত।

কৃষ্ণ।—কে ও ! ভীষ্মদেব সমস্ত কুশল তো ?

ভীষ্ম।—কে তুমি আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ ? আমি তো তোমাকে চিন্‌তে পার্‌লেম না।

কৃষ্ণ।—তা পাব্‌বে কেন ? পাণ্ডবদের যখন এতদূর মতিভ্রম হ'য়েছে, তখন তোমারও যে দৃষ্টিভ্রম হবে, সেটা অসম্ভব নয় ! এখন আমাকে চিন্‌তে না পারাই সম্ভব !

ভীষ্ম।—কৈ, আমিতো তোমাকে চিন্‌তেই পার্‌লেম না ! কখনও যে চিন্‌তে পার্‌ব, তাও বোধ হয় না। তুমি তো কখনও কারও কাছে প্রকৃত পরিচয় দিলে না !—কেউ কখনও তোমায় চিন্‌তেও পার্‌লে না ! তবে যদি প্রকৃত পরিচয় দাও, তা হ'লে বোধ হয় চিন্‌তে পারি।

কৃষ্ণ।—আমি কে, পরিচয় দিব ? কুরু-সভায়, অক্ষক্রীড়াকালে,

দুর্গতিগ্রস্তা দ্রৌপদীর বসনরূপে, যে, লজ্জা নিবারণ ক'রেছিল—কাম্যবনে উপস্থিত হ'য়ে দুর্ব্বাসার কোপানলে, যে, পাণ্ডবদের জীবনরক্ষা ক'রেছিল—দ্বৈতবনে উপস্থিত হ'য়ে, যে, পাণ্ডবদের হতাশ হৃদয়কে সান্ত্বনা ক'রেছিল, আমি সেই।—সেই, পাণ্ডবদের পূর্ব্বমিত্র কৃষ্ণ। কেমন, এখন চিন্‌তে পেরেছ তো?

ভীষ্ম।—কি ব'ল্লে, তুমি সেই কৃষ্ণ! পাণ্ডবদেব পূর্ব্বমিত্র কৃষ্ণ! আমার তো তা বিশ্বাস হ'চ্ছে না। সে কৃষ্ণ যে দয়ার সাগর! এ যে ঘোর মরুভূমি! সে কৃষ্ণ যে শান্তিপাদপ! এ যে ভীষণ বিষবৃক্ষ! সে কৃষ্ণ যে ভক্তগত জীবন! এ যে ভক্তঘাতী ঘোর নির্দ্দয়! তুমিতো সে কৃষ্ণ নও?

কৃষ্ণ।—ওহে ভীষ্ম! সকল সময়ে এক ভাব চলে না! দেশ-কাল-পাত্র বুঝে কার্য্য করাই উচিত।

ভীষ্ম।—এই জন্য!—এই জন্য যুদ্ধে ব্রতী? তা বেস্! এ বেশ কেমন্ মানিয়েছে, দেখি! একবার স্থিরভাবে দাঁড়াও দেখি! কল্পপাদপে কণ্টক কেমন মানিয়েছে—শরতের নির্ম্মল শশী আজ কেমন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছে—শান্তিসাগর আজ কেমন ঘোর মরুভূমিতে পরিণত হ'য়েছে, দেখি।

গীত।

পীত-ধড়া পরিহরি হরি তো সেজেছ ভাল।
বল দেখি হে কমল-আঁখি, এ বেশ তোমার কোথায় ছিল॥
এ কি অপরূপ বিশ্বরূপ, স্বরূপে আজ বল বল!
তোমার বাধানামে সাধা বাঁশী, বল হরি আজ কোথায় গেল।
সুধার আধার শশধরে কালকূটে আজ কে পুরিল!
হেরে শ্রীঅঙ্গে ঐ নিরদয় বেশ, আতঙ্কে প্রাণ আকুল হ'ল॥

বলরাম।—(স্বগত) আহা! জগতে যদি কেউ কৃষ্ণভক্ত থাকে, তবে তা'রা দেখুক যে, পাণ্ডবের হরিভক্তি কত মধুরভাবে পরিপূর্ণ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, এঁদের কৃষ্ণভক্তির কথা শুন্‌লে, কর্ণকুহর পবিত্র হয়! কিন্তু, এমন ভক্তের সঙ্গে ভায়ার যে আমার এ ভাব কেন, তার মর্ম্ম অন্যে কি বুঝ্‌বে! এখন যাতে কৃষ্ণচন্দ্রের অভীষ্ট ফল সত্বরে দৃষ্ট হয়, তাই করা কর্ত্তব্য।—(প্রকাশ্যে)—ওহে ভীষ্ম! ভাই কৃষ্ণ! তোমাদিগে একটি কথা বলি—এই সমরক্ষেত্রে অনেকানেক মহারথীর আগমন হ'য়েছে, সকলেই যুদ্ধপ্রতীক্ষায় কালযাপন ক'র্‌ছে। এখন যদি যুদ্ধ করা মত হয়, তা হ'লে আর বিলম্ব কেন? আর, যদি পরস্পর ক্ষমা করা হয়, তবে তাই হোক।

কৃষ্ণ।—কি ব'ল্লেন, ক্ষমা? পাণ্ডবদের ক্ষমা!—ভাল! পাণ্ডবেরা ক্ষমা প্রার্থনা করুক, আমি যুদ্ধে বিরত হ'চ্ছি!

ভীম।—কি বল্‌লিরে কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা তোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌বে! কেন, পাণ্ডবেরা এমন কি অসৎ কার্য্য ক'রে পতিত হ'য়েছে যে তোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌বে? তবে তোর যদি ইচ্ছা হয়, পাণ্ডবদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর!

প্রদ্যুম্ন।—পিতঃ! কেন অপাত্রে বাক্যব্যয় ক'রে, স্বীয় সম্মান নষ্ট করেন? পাণ্ডবেরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ! এখন যাতে অকৃতজ্ঞের দণ্ডবিধান হয়, সত্বর তা'র উপায় করুন্!

কর্ণ।—ওহে প্রদ্যুম্ন! ও সব বাচালতা রাখ! পাণ্ডবেরা অকৃতজ্ঞ, তুমিতো পিতার কৃতজ্ঞ পুত্র! সমুদ্রমন্থনকালে তোমার পিতা মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, সুধা বণ্টন ক'র্ত্তে গিয়েছিলেন। সেই সময় তুমি শঙ্করের প্রতি সম্মোহন শর নিক্ষেপ ক'রে, যেরূপ সুপুত্রের কাজ ক'রেছ, তা জগতে কারও অবিদিত নাই! ভাগ্যে তোমার পিতার চক্রটা ছিল,

তাই রক্ষা! তোমার মত দু-চারটে সুপুত্র জন্ম গ্রহণ ক'র্‌লে, জগতে কেউ আর পুত্রের কামনা ক'র্‌বে না।

প্রদ্যুম্ন।—শোন্ কর্ণ! এখনও পিতার অনুমতি পাই নাই, তাই ক্ষান্ত আছি। নতুবা এতক্ষণ পশুবধের ন্যায় তোর জীবনবধ কর্‌তেম! কিম্বা, মস্তক মুণ্ডন ক'রে, এ স্থান হ'তে দূর ক'রে দিতেম।

বলরাম।—তোমরা বাক্‌যুদ্ধে বিরত হও। শান্তনু-তনয় ভীষ্ম যে কথা ব'ল্‌ছেন, কেহই সে কথার উত্তর দাও নাই। অগ্রে আমি সে কথার উত্তর দি, পরে তোমরা যে যার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'তে পার হ'য়ো। ওহে গাঙ্গেয়! তুমি ব'ল্‌ছ যে, আমি ন্যায়যুদ্ধ ভিন্ন যুদ্ধ ক'রবো না, আমারও ইচ্ছা তাই। এখন পরস্পর রথী নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হও।

ভীম।—ওহে বলরাম! আমাদের রথী-নির্ব্বাচনে প্রয়োজন নাই! আমরা এই ত্রৈলোক্যমধ্যে সকলকার সঙ্গেই যুদ্ধে সমর্থ। তবে তোমরা আপন আপন বলাবল বুঝে, যে যার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'তে পার, হও।

অরুণ।—ওহে ভীম! তুমি যদি সকলকার সঙ্গেই যুদ্ধে সমর্থ, তবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধের ভারটা আমারই রইল। অস্ত্র-যুদ্ধ, গদা-যুদ্ধ, বাহু-যুদ্ধ, যাতে ব'ল্‌বে, তাতেই লেগে যাব।

ভীষ্ম।—তুমি কে হে? সূর্য্য-সারথী অরুণ! তুমি বৃকোদরের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হবে! কোন্ সাহসে? আপন শক্তি বুঝে, না, অমরত্বের অহঙ্কারে? তুমি ভেবেছ যে, দেবতাদের মৃত্যু নাই। কিন্তু, মূর্চ্ছা আছে তো? দেবতাদের মূর্চ্ছাই যে মৃত্যু! এখন ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে সমর্থ হবে এমন বুঝে থাক, ব্রতী হ'তে পার।

ভীম।—এই বুঝি পিতামহের রথী-নির্ব্বাচন হ'ল! দেবপক্ষে এত মহা মহা রথী থাকতে, একটা অপক্ক অণ্ড সম্ভূত দুর্ব্বলের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'তে পরামর্শ দিচ্ছেন? আরে, ওটাকে তো চিরকাল সূর্য্য-রথের

সারথী ব'লেই জান! উনি আবার রথী হ'লেন কবে! তবে হাঁ, যে জন্য ওর সূর্য্য-রথের সারথিত্ব গ্রহণ, আজ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'লে, ওর সে সাধটা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হবে! তোমার জননী, সপত্নী-বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হ'য়ে, অপক্ক অবস্থায় অণ্ড ভঙ্গ করাতে, তুমি সেই অণ্ডমধ্য হ'তে নির্গত হ'য়ে, দারুণ শীতে কম্পিত হও—আর সেই অসহ্য শীত নিবারণের জন্যই তোমার সূর্য্য-রথের সারথিত্ব গ্রহণ। আমিও দুর্জ্জয় অগ্নিকে জঠরে ধারণ ক'রে, বৃকোদর নাম ধারণ ক'রেছি! আজ আমার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'লে, তোমার চির-শীতের শান্তি হবে, তা জেনো।

বরুণ।—ওহে বৃকোদর! অরুণের অসহনীয় শীত তোমার জঠরানলে নিবারণ হয়, তা সত্য! কিন্তু, এ জলেশ্বর বরুণ! এর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে, অগ্নি কি দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়, জানতো?

ভীম।—ওহে বরুণ! জলে অনলকে নির্ব্বাণ করে, তা সত্য! কিন্তু এ বাড়বানল! এ অনল সেই জলেশ্বরের বুকে ব'সে, তাকে দগ্ধ করে, তা জান? দেখ! তোমার ও পাশ অস্ত্র, ভীম লক্ষ্যও করে না! একবার এই পাশ—(গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক)—ঘুরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে, তোমার আর পাশ ফিরতে হবে না!

কৃষ্ণ।—ওহে বৃকোদর! বাগ্‌যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, কেবল বাচালতা প্রকাশমাত্র! তুমি যে, কি মদে মত্ত হ'য়ে, এতদূর অহঙ্কার প্রকাশ ক'রছ, আমি তা'র কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

ভীম।—ওহে বাসুদেব! ভীম যে নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে, বীরত্ব প্রকাশ ক'র্‌ছে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন সে নেশা কখনও না ছোটে! হাঁ হে "অহং কার" এ জ্ঞান যদি সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক থাকে, তা হ'লে তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ভীমের হুহুঙ্কারে তোমার অহঙ্কার পর্য্যন্ত চূর্ণ হবে!

কৃষ্ণ।—তবে আর বিলম্ব কেন ?—এই দেবপক্ষে অনেক মহা মহা রথীর আগমন হ'য়েছে। বল, তুমি কোন্ মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হবে ?

ভীম।—ভীম সকলের সঙ্গেই যুদ্ধে সমর্থ। আমার অত বাছা-গোছা নাই, তবে তোমরা এগিয়ে আস্‌তে পার্‌লেই হ'ল।

ভীষ্ম।—ন্যায়-যুদ্ধে, রথী নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক যুদ্ধে ব্রতী হওয়াই কর্ত্তব্য। আমার মতে, অর্জ্জুন, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'ন্। বৃকোদর—বলরামের সঙ্গে। দ্রোণাচার্য্য—কৃষ্ণের সঙ্গে। অশ্বত্থামা—শমনের সঙ্গে। দুর্য্যোধন—দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে। কামের সঙ্গে—কর্ণ, কুমার যুধিষ্ঠির অতি শান্তপ্রকৃতি, সুতরাং তিনি ব্রহ্মার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'ন্। নকুল-সহদেব—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'ন্। —বলি ওহে দুঃশাসন ভায়া।

দুঃশাসন।—আজ্ঞে, কি বল্‌ছেন ?

ভীষ্ম।—তুমি কা'র সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হবে, বল দেখি ?

দুঃশাসন।—আমাকে যার সঙ্গে ব'ল্‌বেন, তারই সঙ্গে লেগে যাব। (শকুনির প্রতি) ও মামা ! সে অস্ত্র ক'টা মনে আছে তো ? এ যুদ্ধে, সে অস্ত্র ভুল্‌লেই সর্ব্বনাশ।

শকুনি।—কৈ বাপু। কি অস্ত্র ? আমার তো মনে প'ড়ছে না। আচ্ছা, কি অস্ত্র, নাম ক'রে বল দেখি।

দুঃশাসন।—সেই যে গো, পয়ে আকার—পা।

শকুনি।—পয়ে আকার কি।—পাশুপত অস্ত্র ?

দুঃশাসন।—আঃ ছাই। পাশুপত অস্ত্র কেন গো ? সেই যে গো, পা। পয়ে আকার।

শকুনি।—আমার মনে নাই বাবা !

দুঃশাসন।—আর একটা নাম ক'রে ব'ল্‌ব ?

শকুনি।—কৈ!—কি!—বল দেখি।

দুঃশাসন।—টে—টয়ে একার, টে—নে। দৌ—দয়ে ঔকার। আর ওটা—কি গো, মামা ?

শকুনি।—যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে, টেনে দৌড় গো বাবা!

দুঃশাসন।—চুপ কর বাপু, চুপ কর! বুকে জোর ক'রে দাঁড়াও! মুখে ছোট হব কেন ?—"আও!—যুদ্ধং দেহি"।

কার্ত্তিক।—কে হে তুমি এত বীরত্ব প্রকাশ ক'র্‌ছ ?

দুঃশাসন।—তুমি কেন বাবা ? তুমি তো অনেকক্ষণ ভাগ হ'য়ে গিয়েছ! (শকুনির প্রতি) ও মামা! ছোঁড়াটা যেন আগুনের ফিন্‌কুটী গো!

দুর্য্যোধন।—পিতামহ!—সকলেরই তো রথী-নির্ব্বাচন করা হ'ল, এখন আপনি কার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হবেন, বলুন দেখি ? আমার মতে, দেব-শূলপাণির সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য।

ভীষ্ম।—উত্তম! আমি তা'তেই প্রস্তুত! (শিবের প্রতি) পিতঃ পশুপতে! আসুন! যুদ্ধে ব্রতী হ'ন, আজ পিতা-পুত্রে তুমুল যুদ্ধ! জগতের লোকে দেখুক—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কত ভয়ানক!

মহাদেব।—বৎস শান্তনু-কুমার! আমি তোমার বলবীর্য্যের পরিচয় উত্তমরূপে জানি! যখন ভগবানের অংশাবতার পরশুরাম পর্য্যন্ত তোমার রণে পরাজয় স্বীকার ক'রেছেন, তখন যে, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ হবে, সে আর বিচিত্র কি ? তবে যা কখনও ঘটে নাই, এবং পরে ঘটবে, তাও ভাবি নাই, সেই একটী নূতন দৃশ্য আজ বিশ্ববাসিগণের চ'ক্ষে পতিত হ'ল! পূর্ব্বে, দেব-দানবে অনেক যুদ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু, দেব-মানবে যুদ্ধ এই প্রথম!

ভীষ্ম।—এই প্রথম ?—প্রমথনাথ! দেব-মানবে যুদ্ধ কি এই প্রথম ? তবে অর্জ্জুনের সঙ্গে বনমধ্যে বাহু-যুদ্ধ ক'রেছিল কে ?—সে কি তুমি নও ? যদি বল, সে কিরাতরূপে!—কিন্তু প্রভু যা দেখ্‌ছি, এও তো সেই কিরাতভাব। সে শিবময় মূর্ত্তি কৈ ? যদি বল কিরাতভাব দেখ্‌লে কিসে!—কিসে দেখ্‌লেম, শুন্‌বে ? কিরাতের বৃত্তিই পক্ষী ধরা।—কোন পক্ষীকে জীবিত ধৃত করে, কোনটাকে গুপ্তভাবে হনন করে! যেটিকে সুন্দর দেখে, সেটিকে আর বিনাশ করে না। অপরগুলিকে অনায়াসে বিনাশ করে। তোমার বৃত্তিও তাই। তুমি তমোগুণের অবতার—সংহারকর্ত্তা। জীবগণের প্রাণ-পক্ষী-হরণ করাই তোমার বৃত্তি। তবে সংসার-কাননে যেটিকে সুন্দর দেখ, যেটি 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি ব'ল্‌তে শিখেছে, দেহ-পাদপে ব'সে "তারয় রাম রাঘব" বুলি ব'ল্‌তে শিখেছে, সেটিকে আর বিনাশ কর না!—যত্নের সহিত রক্ষা কর! আর অপরগুলিকে অনায়াসে বিনাশ ক'রে ঘোর নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ কর। কিরাতগণ পক্ষ্যাদি ধৃত কর্‌বার সময় যেমন বিতংস সহ মাংসখণ্ড বা কোনরূপ আমিষ-প্রলোভন, সংযোগ ক'রে, অন্তরালে ব'সে থাকে, তুমিও তেমনি জীবগণের প্রাণ-পক্ষী ধর্‌বার জন্য, মায়া-বিতংস সহ বিষয়রূপ বিষম প্রলোভন সংযোগ ক'রে, অন্তরালে ব'সে থাক। আজ, পাণ্ডবদের প্রাণ-পক্ষী ধর্‌বার জন্য, কুরুক্ষেত্র-কাননে প্রবেশ ক'রেছ। এস, জাল বিস্তার কর। অগ্রে ভীষ্মের এই দেহরূপ, জীর্ণ মহীরুহস্থিত শীর্ণ পক্ষীটি হরণে প্রস্তুত হও। কিন্তু, এ পক্ষী কখনও "রাধাকৃষ্ণ" বুলি বলে নাই!—চিরদিনই বিষয়-কাননে থেকে, বিষফল ভক্ষণ ক'রে, জীর্ণ হ'য়েছে। এ পক্ষী ছেড়ে দিলেতো তুমি জীবিত রাখ্‌বে না। যদি বল, ছেড়ে দেওয়া না দেওয়ায় তোমার অধিকার কি ? পক্ষী তো কাহারও আয়ত্ব নয়। কিন্তু প্রভু! এ পক্ষীটি আয়ত্ব, যতদিন ছেড়ে না

দেবো তত দিন তুমি জোর ক'রে, কেড়ে নিতে পার্‌বে না। তবেই ছেড়ে দি, যদি আগে বল, আমার এই রাধাকৃষ্ণ-বুলি-বর্জ্জিত অশিক্ষিত পক্ষীটিকে সেই ঘোর নবকাগ্নিতে দগ্ধ ক'র্‌বে না—একবার ঐ শান্তি-পাদপের শাখায় শাখায় উড়্‌তে দেবে—প্রাণ ভ'রে 'রাধা-কৃষ্ণ' ব'লে ডাক্‌তে দেবে—তবেই ছেড়ে দি! নতুবা জোর ক'রে কেড়ে নিতে দেবো না।

শিব।—গাঙ্গেয়! তোমার প্রাণ-পক্ষী যে, 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি জানে না, এ কথা কি পাগল ভোলানাথকে ভোলাবার জন্য ব'ল্‌ছ! না, সমস্তই বিস্মৃত হ'য়েছ? অবশ্য, যখন নরদেহ ধারণ ক'রে, এই ধরাগর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছ, তখন আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু, আমি তো জানি, দৈব চক্র আর ব্রহ্মশাপই তোমার এই নরদেহ ধারণের একমাত্র মূল কারণ। কিন্তু, তা ব'লে কি পূর্ব্ব সংস্কারগুলি এককালে লুপ্ত হবে? কাকের কুলায় কোকিলে ডিম্ব প্রসব করে, আর সেই ডিম্ব বায়সের বাসায় স্ফুটিত হ'য়ে, কাক-কর্ত্তৃকই প্রতিপালিত হয়! কিন্তু কৈ! সে তো কোকিলের সেই মধুর কুহু ধ্বনির পরিবর্ত্তে, কাকের কর্কশ ধ্বনি প্রাপ্ত হয় না। বৎস! তুমি হরির পরম ভক্ত! তোমার ন্যায় মুক্ত পুরুষ—তোমার ন্যায় ধর্ম্মবীর—এই ধরাগর্ভে কে কোথায় জন্মগ্রহণ ক'রেছে!—ভীষ্ম, রে! তোর প্রাণ সর্ব্বদাই 'হরিবোল' বুলিতে বিভোর! —হরি-কল্প-বৃক্ষের মধুর মোক্ষ-ফললাভের জন্য নিয়তই লালায়িত! এমন হরিনামে বিভোর সদানন্দময় পাখী যে বৃক্ষে থাকে, আমার প্রাণ-পাখীও সেই বৃক্ষে—সেই হরি-বোলা পাখীর সঙ্গে—মাখামাখি ক'রে থাক্‌তে চায়। আয় বাপ! একবার আলিঙ্গন দে। দেখি, তোর হরি-বোলা পাখীর দেখাদেখি, আমার প্রাণ-পাখীও মাখামাখি ক'রে "হরি বোল" "হরি বোল" বুলি বলে কি না। আয় বাপ! একবার আলিঙ্গন

দে! আর মুক্তকণ্ঠে বদন ভ'রে "হরি বোল," "হরি বোল" বল্! (পরস্পরের আলিঙ্গন)।

ভীষ্ম।—আঃ ধন্য হলেম! আমি যে, দার পরিগ্রহ না ক'রে, 'কুমার' আখ্যা লাভ ক'রেছি, এত দিনে আমার সে নাম সার্থক হ'ল! মৃত্যুশয্যায় শয়নোন্মুখ বার্দ্ধক্য-অবস্থাতেও যে, কুমাররূপে পিতার অঙ্কে স্থান পেলেম, এ হ'তে আর আমার পক্ষে গৌরবের আখ্যা কি হ'তে পারে! পিতঃ পশুপতে! এই অভাজন আত্মজ আপনার অঙ্কে স্থান পাবার যোগ্য নয়! দাও! দয়া ক'রে পাদপদ্মে স্থান দাও! দেবে না? এখন যোড়-করে ব'ল্‌ছি, এর পর জোর ক'রে অধিকার ক'র্‌বো! কেন, যার মাতা মস্তকে স্থান পেয়েছে, সে কি পাদপদ্মেও স্থান পাবে না? দাও! পাদপদ্মে স্থান দাও!—(পদধূলি গ্রহণ)—ধন্যোঽহং! ধন্যোঽহং! এতদিনে ভীষ্মের জীবন-ধারণ সার্থক হ'ল! যিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম, যিনি নিখিল অখিলপতি, যাব দৃষ্ট কোপ মাত্রেই সব ভস্ম হয়, সেই বিশ্বনাথ আজ ভীষ্ম সহ সম্মুখ সমরে ব্রতী! আমার তুল্য ভাগ্যবান্ কে আছে! এতদিনে আমার জীবন সফল হ'ল!

গীত।

এতদিনে হ'ল আমার সফল জীবন।
বিশ্বমাঝে ভীষ্ম সম ভাগ্যবান্ কে আছে এমন॥
সুর নর কিন্নর গণে, পলকে যার প্রলয় গণে,
ভীষ্ম সহ রণাঙ্গনে সেই বিশ্বনাথের আগমন॥
তব রণে যদি জীবন যায় হে মৃত্যুঞ্জয়,
একান্ত হবেত অন্তে কৃতান্ত বিজয়;
জননী জাহ্নবী আমার শিরে স্থান পেয়েছেন তোমার,
তবে কেন পদে কুমার পাবে না স্থান অহিভূষণ॥

শিব।—না! আর ভীষ্মের সঙ্গে সদালাপে সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নয়! যে কার্য্যের জন্য আহূত হ'য়েছি, সেই কার্য্যে ব্রতী হওয়াই কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) গাঙ্গেয়! আমি তোমার বল-বীর্য্যের পরিচয় বিশেষরূপে অবগত আছি! এখন, হয় যুদ্ধে ব্রতী হও, নয় অভয় প্রার্থনা কর! আমি সন্তোষ সহকারে তোমায় অভয় দানে প্রস্তুত!

ভীষ্ম।—অভয় প্রার্থনা! সে তো এ ক্ষেত্রে নয়! যখন এই হস্তদ্বয় অস্ত্রধারণে অক্ষম হবে, ধনুঃশর পরিত্যাগ পুরঃসর সংসার-লীলা হ'তে অবসর লাভ ক'রবে, যখন জীবনান্তকাল জেনে, কৃতান্ত এসে শিরোদেশে দাঁড়াবে! সেই সময়—বিশ্বময়! সেই সময় সম্মুখে এসে অভয় দেবেন! কিন্তু, যতক্ষণ এই জীর্ণ দেহে জীবন থাক্‌বে, ততক্ষণ ভীষ্ম কারও কাছে অভয়প্রার্থী নয়! শূলপাণি! সমর-ক্ষেত্র, যে ক্ষত্রিয়ের ক্রীড়াভূমি!—এস! ক্রীড়াভূমিতে অবতীর্ণ হও! আজ দেবমানবের বল-বীর্য্যের তারতম্য-পরীক্ষা হোক্!

শিব।—কি সাহসে এত বল শান্তনুকুমার?
ভীষ্ম।—ঐ পদ-বল মাত্র ভরসা আমার!
শিব।—অমর জিনিতে সাধ, কেন এ কুমতি?
ভীষ্ম।—অবশ্য জিনিব, যদি থাকে পদে মতি!
শিব।—কে কবে পেরেছে রণে অমর জিনিতে?
ভীষ্ম।—ভক্তের অসাধ্য, দেব, কি আছে জগতে!
শিব।—ভক্ত জেনে সমরে কি হ'ব পরাভব?
ভীষ্ম।—নতুবা যে 'ভক্তাধীন' নাম যাবে তব!
শিব।—তবে কি বিজয় ভিক্ষা প্রার্থনা তোমার?
ভীষ্ম।—ভিক্ষা নয়, শিক্ষা দেওয়া, বাসনা আমার!
শিব।—ক্ষুদ্র জীব নর-দেহে, এত শক্তি কার?

ভীষ্ম।—কার্ম্মুক সম্মুখে পাবে পরিচয় তার!
শিব।—আর কেন? শীঘ্র তবে ধর ধনুঃশর!
ভীষ্ম।—প্রস্তুত সমরে ভীষ্ম!—হও অগ্রসর!

(উভয়ের ধনুতে জ্যা রোপন)

অর্জ্জুন।—বিজয় গাণ্ডীব এই হের ষড়ানন,
খাণ্ডব দহিয়া করি অগ্নির তর্পণ!
লভিলাম যে কোদণ্ড ত্রিলোক জিনিতে,
তোমার নিয়তি লেখা ইহার অগ্রেতে!
অমরত্ব অভিমানে যে গর্ব্ব তোমার,
নিশ্চয় সে অমরত্ব,   মম হস্তে হবে লুপ্ত,
জীবন-মরণ তব গাণ্ডিবে আমার॥
অমরের দেহ-চ্যুত না হয় জীবন।
মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাবে,   ক্ষণে না চৈতন্য পাবে
ঘোর অপমান মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছাই মরণ॥
লও অস্ত্র, হও শীঘ্র, অগ্রসর রণে।
যত ইচ্ছা হান বাণ,   রাখ দেব-কুল-মান,
দেব সেনাপতি তুমি বিখ্যাত ভুবনে॥

কার্ত্তিক।—করি বৃথা বাক্য ব্যয়, কেন কর কালক্ষয়?
প্রস্তুত সমরে ষড়ানন!
কৌরব পাণ্ডব বধি,   রুধিরে বহা'ব নদী,
শোণিত-সাগরে আজ করিব তর্পণ॥
ঘোর আর্ত্তনাদে আজ,   কাঁদিবে সে অন্ধরাজ,
গান্ধারী দহিবে দুখাগুনে॥

হবে অঙ্গ ধূলি-মাখা, সীমন্তে সিন্দুর-রেখা
ঘুচিবে, কাঁদিবে কুরু-কুল-বধূগণ ॥
ললাটে বৈধব্য বসি, হাসিবে বিকট হাসি,
দ্রৌপদী দহিবে মনাগুনে ॥
কুন্তীরহৃদে শান্তি নাই, পুড়িয়া হইবে ছাই,
অনিবার্য্য পুত্র-শোকাগুনে।
কেন বৃথা কালক্ষয়, ধর অস্ত্র ধনঞ্জয়,
বাক্য-যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন!
হের তব কাল আসি, অসি অগ্রভাগে বসি,
বিস্তারিয়া করাল বদন ॥

অর্জ্জুন।—কি বলিলি ষড়ানন! অসি অগ্রে তোর
বিস্তারি করাল গ্রাস ব'সেছে আসিয়া
কৃতান্ত আমার! ধিক্! অতি মূর্খ তুই!
সুর-কুল-কুলাঙ্গার! জান নাকি মনে,
যমত্ব, ইন্দ্রত্ব, মম গাণ্ডিবের আগে!
মনে কি পড়ে না? যবে বীর্য্যমদে মাতি
কাঁপায় অমরপুর, বিদলি অমরে,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরি ভাসাইলা যবে
সুরবৃন্দে দুর্দ্দশার অতল সাগরে
নিবাত কবচ দৈত্য দৈব বলে বলী!
ছিলি ত দেবতা কুলে সেনাপতি তুই!
কেন তবে নারিলি রোধিতে দৈত্য গতি!
কেন পলাইলি সবে শৃগালের প্রায়!
কিন্তু, ভেবে দেখ মনে, একা ধনঞ্জয়,

একমাত্র অগ্নি-দত্ত গাণ্ডীব সহায়ে,
বিনাশি অগণ্য দৈত্য, ফিরেছে ত্রিদিবে।
এই সে অর্জ্জুন আমি, এই সে গাণ্ডীব।
এই সে অক্ষয় তূণ, এই সেই শর।
তোমার নিয়তি লেখা ইহার অগ্রেতে।

কার্ত্তিক।—গাণ্ডীব-অগ্রেতে তোর নিয়তি আমার।
কি প্রলাপ, ধনঞ্জয়, এত অহঙ্কার
সাজে কিরে তোর মত ক্ষুদ্রজীব নরে?
ব'ধেছ দুর্ব্বল দৈত্য নিবাতকবচে,
তেঁই সদা পূর্ণ তুই আত্ম গরিমায়?
ধর্ অস্ত্র, বাগ্‌যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন,
হউক পরীক্ষা আজ বলাবল যত।

অর্জ্জুন।—হের সুরকুলাঙ্গার! নির্ভীক হৃদয়ে
প্রস্তুত সমরে পার্থ।—হও অগ্রসর।

কর্ণ।— কি দেখ মদন! হতাশ নয়নে,
আপনা পাসরি দাঁড়ায়ে দূরে?
কেন কাল ব্যাজ, হও হে প্রস্তুত,
ত্বরিতে যাইতে শমনপুরে!!
শিব-ক্রোধানলে, যেবার মরিলে,
বাঁচাইল সব দেবতাদলে।
কর্ণ-ক্রোধানলে, এবার মরিলে,
কে আর রাখিবে জগতীতলে!!
বসন-ভূষণে, অগুরু-চন্দনে,
যে তনু সজ্জিত ক'রেছ এবে,

ক্ষণকাল পরে, সমর ভূমিতে
ধূলি-ধূসরিত দেখিবে সবে !!
হও অগ্রসর, নহে চাহ ক্ষমা,
কাতর যদি হে প্রাণের ভয়ে !
চাহিয়ে আকাশে, বাতুলের প্রায়,
মৃত্যুর ছায়া কি দেখিছ চেয়ে ?

প্রদ্যুম্ন।—দেখিতেছি চিত্রপটে নিয়তির লেখা,
কিন্তু ভাবিতেছি এক বিষম ভাবনা,
কেমনে নিক্ষেপি অস্ত্র পাপ-অঙ্গে তোর,
অস্পৃশ্য ঘৃণিত তুই সূর্ত-কুলাধম !

কর্ণ।—বোঝা যাবে পাত্রাপাত্র, বাচালতা বৃথামাত্র;
বীরের পরীক্ষা-ক্ষেত্র সমর-প্রান্তর !

প্রদ্যুম্ন।—দাঁড়ায়ে কেন নীরবে, পরম পৌরষ রবে,
হউক পরীক্ষা তবে হও অগ্রসর !

যম।—সমরথী অশ্বত্থামা শমনের সহ !—
ধন্য হে গাঙ্গেয় তব রথি-নির্ব্বাচন,
জানি আমি দ্রোণ-পুত্র-জন্ম-বিবরণ,
যবে প্রসবিলা কৃপী, ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-ত্যাগী
কৌরব-পাদুকাবাহী দ্বিজ কুলাধমে
আকাশ-সম্ভবা বাণী হইল সে কালে—
" হে দ্রোণ ! এ পুত্র তব অজর অমর
হইবেক বীরশ্রেষ্ঠ-রথিকুল-মাঝে !"
সেই দৈব বাক্যে, ধ্রুব করিয়া বিশ্বাস,
শমনের সহ রণে নির্ব্বাচিলা বুঝি

তৃণসম দ্রোণপুত্রে, সমর-প্রাঙ্গণে,
শমন-ক্রোধাগ্নি-তেজে হ'তে ভস্মরাশি ?
ধন্য ভীষ্ম ! ধন্য তব রথি-নির্ব্বাচন !
কিন্তু, হের ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে অদূরে,
কালদণ্ড-কালানলে পতঙ্গ-আকারে
কিরূপে পোড়য়ে আজ দ্রৌণী অশ্বত্থামা !
দৈববাক্যে, ঘোর ভ্রান্তি, সুদৃঢ় বিশ্বাস !
চক্ষের সম্মুখে সব ঘুচিবে এখনি !
মুহূর্ত্তে অমর-গর্ব্ব মিটিবে দ্রৌণীর,
মিশিবে আকাশ-বাণী আকাশ-কুসুমে !

অশ্বত্থামা।—সুরকুল-রথিশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর
অতুল বিক্রম তব মৃত্যু-পতি যম !
নিয়তির বাধ্য জীব তোমার অধীন
কালচক্রে—বিধাতার সুদৃঢ় বিধান !
কিন্তু, দেব ! নিয়তি-শৃঙ্খল মুক্ত যেই
দৈব বলে, অধিকার কি তব তাহাতে ?
সত্য বটে, ভীত অন্যে, ভুজঙ্গের ভয়ে,
নাহি লক্ষ্যে বিরূপাক্ষ লক্ষ বিষধরে,
কোটী কোটী নাগ যার কটির বন্ধন !
কিম্বা, অমরতা-গর্ব্ব না করি প্রার্থনা,
অসি, ধনু, বাহুবল, বীরের সম্বল,
অমরতা মাত্র ক্ষুদ্র দেবের ভরসা !
কুরূপ সজ্জিত বটে বসনে ভূষণে,
সুরূপ আপন রূপে আপনি বিভোর !

যম।—'স্বরূপ আপন রূপে আপনি বিভোর'—
সত্য বটে, দ্রোণ-পুত্র, তব এ ভারতী!
কিন্তু, বল দেখি, বীর! এ অবনীমাঝে
কে না দেখে রূপরাশি আপন মূরতি,
ন্যুব্জ, কুব্জ, কাণা, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ কিবা!
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষুদ্রতম হৃদয় তোমার,
তেঁই সদা পূর্ণ তুমি আত্ম গরিমায়,
বড় বাহুবল তব দ্বিজ-কুলাধম,
ধর্ম্ম ভ্রষ্ট কাপুরুষ পর-আজ্ঞাবাহী!
বল্ দেখি, কোন্ ধর্ম্মে, কোন্ যুক্তিবলে,
ত্যজি ব্রহ্ম ধর্ম্ম-মর্ম্ম, বর্ম্ম-চর্ম্ম পরি,
ক্ষত্রধর্ম্ম-আচরণে রত দুরাচার?
পূজ্যতম—দেবকুল—পূজ্যতম—যেই,
ক্ষত্রিয়-পাদুকা সে কি বহেরে মস্তকে?
ধিক্! শত ধিক্! তোরে, ব্রহ্ম-কুল-গ্লানি!
বর্ণ-শ্রেষ্ঠ দ্বিজ যদি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট কভু,
বিষ্ঠাকীট হ'তে মানি নিকৃষ্ট তাহারে!

অশ্বথামা।—জানিলাম, দেবাধম, মহামূর্খ তুই!
ধর্ম্ম-ত্যাগী মোরা? কারে বলে ধর্ম্ম-ত্যাগ?
আশ্রিত-পালন কিরে নহে ধর্ম্মব্রত?
নাহি জানি দেব-দল, কোন্ যুক্তি-মতে,
ধর্ম্মাধিকরণ-ভার অর্পিয়াছে তোরে!
কোন্ পাপ-রসনায় কহিলি দুর্ম্মতি
কৌরব-পাদুকাবাহী অধার্ম্মিক মোরা?

হয় কি স্মরণ? বীর-নাদে মেঘনাদ,
উড়ায়ে ত্রিদিবপুরে বিজয়-পতাকা,
বাঁধি দেবদলে যবে আনিল লঙ্কায়,
কোন্ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলে, ধর্ম্মরাজ,
বীর-অলঙ্কারময়ী স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে?
অশ্বশালে নয়? থাকি ক্রীতদাসপ্রায়
যোগাইত অশ্ব-ভক্ষ্য তৃণরাশি সদা,
কে সে? সে কি তুমি নও, ধর্ম্মবীরবর?
রাক্ষস-পাদুকা-চিহ্ন দেবের গৌরব
এখনো র'য়েছে শিরে, দেখ হাত দিয়া!
উৎপাটিত শিরোরুহ পাদুকা-ঘর্ষণে,
তথাপি অমর-গর্ব্ব বীর-অহঙ্কার!
বাক্যজালে হ'ত যদি বীরত্ব-প্রকাশ,
মহারথী হ'ত তবে মুখরা রমণী!
স্থিরভাবে ব্রতী হও সম্মুখ সংগ্রামে,
বোঝা যাবে বলাবল মুহূর্ত্তেক পরে!

যম।—কা'রে পাপাধম! দেখাস্ বিক্রম?
শিবা-রবে কিরে কেশরী ডরে!

অশ্বত্থামা।—আনায়-মাঝারে পাইলে কিরাত
অনায়াসে তা'র জীবন হরে!

যম।—কাল পূর্ণ তোর বুঝিনু নিশ্চয়,
কেন বৃথা আর বিলম্ব তবে?

অশ্বত্থামা।—যমে যমালয়ে করিতে প্রেরণ,
আছিরে প্রস্তুত অটল ভাবে!

যম।—হের অস্ত্র নাগ-পাশ অন্তক তোমার!

অশ্বত্থামা।—মুহূর্ত্তে গরুড়-অস্ত্রে করিব সংহার!

যম।—বাথানি, বাথানি, ধন্য শিক্ষা দ্রৌণি,

এইবার অগ্নি-অস্ত্রে রাখ দেখি প্রাণ!

অশ্বত্থামা।—দ্রোণাচার্য্য পিতা যার,—কি ভয় সংগ্রামে তার

মুহূর্ত্তে বরুণ-অস্ত্রে করিব নির্ব্বাণ!

ভীম।—সকলেরই তো ভাগ হ'য়ে গেল! আর, আমি বুঝি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হাত-পা কামড়াব? পিতামহের সব সৃষ্টি-ছাড়া ব্যবস্থা! এর সঙ্গে ও—তা'র সঙ্গে সে—ভাগ কর, যোগ কর—যোগ্যা-যোগ্য বিচার কর—অত কেন? ধ'র্‌লেম গদা, বস্, একবারে ধুলো-কাদা উড়িয়ে দিলেম।—তা নয়!—এ যেন একটা সেই ছেলেবেলাকার চোক-টেপাটেপি খেল্‌তে ব'সেছেন!

বলরাম।—ওহে বৃকোদর! এ ছেলে-বেলাকার চোক-টেপাটেপি খেলা নয়! এর মধ্যে ভাগার একটু চোক-টেপা আছে ব'লেই, এখনো ক্ষান্ত আছি, তা না হ'লে, এতক্ষণ সকলকেই ধরা-শয্যা সার ক'র্‌তে হ'ত!

ভীম।—আরে! কে ও? হলধর ভায়া যে! তা বেশ হ'য়েছে, মনে ক'রেছিলেম, গদাটা বুঝি অপাত্রেই প্রহার ক'র্‌তে হয়! এখন দেখ্‌ছি উপযুক্ত পাত্রই মিলেছে!—তুমি হলধর! আমিও গদাধর! এস তো ভাই! দুই ধরে একবার ধরাধরর লেগে যাই!

[যুদ্ধ ঃ—শিবের সঙ্গে—ভীষ্ম; কৃষ্ণের সঙ্গে—দ্রোণাচার্য্য;
বলরামের সঙ্গে—ভীম; ইন্দ্রের সঙ্গে—দুর্য্যোধন,
কামের সঙ্গে—কর্ণ; ব্রহ্মার সঙ্গে—
যুধিষ্ঠির; যমের সঙ্গে—অশ্বত্থামা;
কার্ত্তিকের সঙ্গে—অর্জ্জুন]

কৃষ্ণ।—(স্বগত)—বৃকোদর যেরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ, অথচ দেবতাগণও যেরূপ অমিত তেজে যুদ্ধ ক'র্‌ছে, তা'তে দেবতাদের শক্তি হরণ ক'রে, পাণ্ডবদেহে অর্পণ ভিন্ন, অভিষ্ট-সিদ্ধির উপায় নাই! (পাণ্ডবদের প্রতি প্রকাশ্যে)—এ কি? ক্ষণকাল যুদ্ধ ক'রেই যে সকলে পরিশ্রান্ত? হয় পরাজয় স্বীকার কর, নয় যুদ্ধে ব্রতী হও।

দ্রোণ।—জয়-পরাজয় কার্য্যে প্রকাশ পাবে! এস—এখন যুদ্ধে ব্রতী হও।

[পুনর্ব্বার যুদ্ধ।—দ্রোণাচার্য্যের শরে কৃষ্ণের মূর্চ্ছা]

ভীম।—এ কি আচার্য্যদেব? মূর্চ্ছিত হ'য়ে ধরাশায়ী হ'ল কে ও? কৃষ্ণচন্দ্র নয়? হাঁ, সেই তো বটে! এ কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেন? হাঁরে কেশব! এ সব তোর কেমন খেলা ভাই? এই জন্যেই কি যুদ্ধের আয়োজন? আজ এ দৃশ্যও চ'ক্ষে দেখ্‌তে হ'ল! এমন শক্তি শেলও বক্ষে ধারণ ক'র্‌তে হ'ল! ধিক্ ক্ষত্রজন্মে! ধিক্ যুদ্ধে! ধিক্ আমার অস্ত্র-ধারণে! যদি কোটী জন্ম, পুরীষ-রাশি মধ্যে, কীটদেহ ধারণ ক'রে, জীবন যাপন ক'র্‌তে হয়, সেও কর্ত্তব্য, তথাপি যেন এমন নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়-কুলে কেউ জন্মগ্রহণ না করে। হায়রে! কাল যাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রেও আমার তৃপ্তি হয় নাই, আজ সেই পাণ্ডবদের হৃদয়নিধি নীলকান্তমণি ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! এও কি প্রাণে সয় রে কেশব? আয় ভাই, একবার কোলে করি! ভাইরে! শত্রুই হই, আর দুর্ব্বাক্যই বলি, পাণ্ডবের প্রাণ যে চিরদিনই তোর ঐ রাঙ্গা পায়ে বাঁধা! আয় রে রাধানাথ! আর ধূলার প'ড়ে, নয়ন-বারি বর্ষণ ক'র্‌ছিস্ কেন ভাই? একবার দাদা ব'লে কোলে এসে, প্রেমবারি বর্ষণ কর্!—(বলরামের প্রতি)—ভাই হলধর!—তুমি যুদ্ধে বিরত হ'ও না! আমি গদা ছেড়ে, এই গদাধরকে কোলে ক'রে দাঁড়ালেম, তুমি ভীমের পাষাণময় পাপ-দেহে

অস্ত্র প্রহার কর! কোনো ফলবান বৃক্ষ অস্ত্রাঘাতে ভূতলশায়ী হ'লে, সকলেই যেমন তা'র শিরোদেশ দলিত ক'রে ফল চয়ন করে, তেমনি আজ বৃকোদর-বৃক্ষ এই মোক্ষ-ফল বক্ষে ধারণ ক'রে দাঁড়াল, তুমি অস্ত্রাঘাতে এই ভীম-বৃক্ষকে ভূতলশায়ী ক'রে, শিরোদেশ দলন-পূর্ব্বক, এই মোক্ষ-ফল চয়ন কর!

বলরাম।—আহা! ধন্য পাণ্ডব! ধন্য তোমাদের হরিভক্তি! কি ভাবে, কেমন ক'রে, হরি-সাধনা ক'র্‌লে যে কি ফললাভ হয়, তাঁর মর্ম্ম কেবল তোমরাই জেনেছ! ভাই কৃষ্ণ! আর কপট মূর্চ্ছা কেন ভাই? তোমার অচৈতন্য দেখেই আমার চৈতন্য হ'য়েছে! পাণ্ডবদের হিতব্রত সাধন করাই তোমার সঙ্কল্প। তবে পাণ্ডবেরা যে আজ তোমার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ ক'রেছে, সেতো কর্ত্তব্যকার্য্যই ক'রেছে! তুমি বিপক্ষ বই সখ্যভাবে, কা'কে মোক্ষপদ দিয়েছ ভাই!

গীত।

বিপক্ষ বই সখ্য ভাবে মোক্ষ পদ দিয়েছ কা'য়।
পড়ে পদে পদে, সে ঘোর বিপদে, তোর্ পদে ভাই যে বিকায়॥
ভাই, তুমি অকূলের কর্ণধার, হনুমান যে তোর পদ জেনে মূলাধার,
যাবে ব'লে ভবের আঁধার, "রাম" ব'ল্‌তে তার বয় চক্ষে ধার,
মনে পড়ে না কি সে সাগরের ধার, হ'ল যার গুণে তোর সীতা-উদ্ধার,
তার কি ধার শুধিলি নীলকায়॥—(কৃষ্ণ রে)
ও ভাই, পাবে ব'লে তোর পদ-তরণী, বিভীষণ যে প্রাণাধিক পুত্র তরণী,
বিনাশের সন্ধান তোরে ব'লেছিল অকাতরে,
সে তো সম্পদের ভিখারী নয় ভাই, কেবল তোর পদ-ভিখারী কানাই,
রক্ষ দেহে মোক্ষ কৈ দিলি তায়॥

কৃষ্ণ।—কি! আমি অচেতন হ'য়েছিলেম! দেবগণ! আমার

অচৈতন্য-অবস্থায়, বৃকোদর আমাকে বক্ষে ধারণ ক'রে যেরূপ পুরুষত্ব প্রকাশ ক'র্‌লে, এ দেখেও কি তোমাদের ঘোর অপমান বোধ হ'ল না? এ অপমানের প্রতিশোধে, এখনও ক্ষান্ত আছ?

কার্ত্তিক।—কতক্ষণ লাগে, দেব? চ'ক্ষের নিমিষে,
অকৌরবা অপাণ্ডবা হ'বে আজ ধরা।
তবে যে বিলম্ব, শুদ্ধ তোমারই কারণে,
চক্রী তুমি, জ্ঞানাতীত চক্রান্ত তোমার!
নতুবা কি হয় দেব! স্পর্শিতে সাহসী
জারজ কৌন্তেয়গণ পবিত্রাঙ্গ তব?
তোমার প্রশ্রয়ে শুদ্ধ স্পর্দ্ধিত সকলে,
কুক্কুর, মস্তকে উঠে, প্রশ্রয়ের বলে!

ভীম।—ওরে কার্ত্তিক! অত বাড়াবাড়ি করিস্‌নে! ভাগ্যে গোটা পাঁচ-ছয় মুখ ছিল, তাই ফড়্‌ফড়্‌ ক'রে কতকগুলো ব'লে নিলি!—আমরা জারজ, আর ব্যাটা আমার কি কুলীন-সন্তান রে! কেউ বলে, শিবের ঔরসে শর-বনে জন্ম!—আবার কেউ বলে, গঙ্গার গর্ভে অগ্নি-কর্ত্তৃক উৎপন্ন! এই তো ব্যাটার জন্ম-বিবরণ! যার পিতার নির্ণয় নাই—মাতার স্থিরতা নাই—তিনিই হ'লেন কুলীন! বন্ধ্যা-নারী-মণ্ডলে যা'র আদর—তিনিই হ'লেন দেব-সেনাপতি! ওরে অর্জ্জুন! এখনও ওটার বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছিস্? যা হয় একটা ক'রে ফ্যাল্! আর না হয়, আমার কাছে পাঠিয়ে দে, আমি এক গদায় ব্যাটাকে ধরা-গর্ভে পাঠিয়ে দিই! সেই এক ব্যাটা অসুর যেমন সুধা পান ক'র্‌তে গিয়ে, আধ খানা রাহু, আর, আধ খানা কেতু হ'য়ে আছে, তেম্‌নি এই স্কন্দটাকে স্কন্ধ-কাটা ক'রে ফেলে রাখি! ওরে! ওর ফড়্‌ফড়ানি আর চোখের উপর দেখা যায় না!

অর্জ্জুন।—এস দেব-সেনাপতি! যুদ্ধে প্রস্তুত হও!

(সকলের যুদ্ধ—কার্ত্তিকের মূর্চ্ছা)

শিব।—(স্বগত) এই তো কার্য্যের শেষ সময় উপস্থিত। (প্রকাশ্যে)—দেবগণ! প্রাণাধিক কার্ত্তিকের মূর্চ্ছা দেখে, এখনও তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে কালযাপন ক'রছ? পূর্ব্বের সুধাপান কি তোমাদের পুরীষ-ভোজন ব'লে বোধ হ'চ্চে না? ভাল, এখন অন্য অস্ত্র থাক্, সকলেই আপন আপন অমোঘ অস্ত্র ধারণ কর। আমি এই মহাপ্রলয়কারী ত্রিশূল ধারণ ক'র্‌লেম।—(ত্রিশূল ধারণ)

কৃষ্ণ।—কৈ আমার সুদর্শন। শীঘ্র আমার হস্তে এস। (বলরামের প্রতি)—দাদা। হলায়ুধ ধারণ করুন।—(বলরামের লাঙ্গল ও কৃষ্ণের চক্র ধারণ)

ইন্দ্র।—এই আমি বজ্র ধারণ ক'র্‌লেম। (বজ্র ধারণ)

যম।—এই আমিও কালদণ্ড ধারণ ক'র্‌লেম। (দণ্ড ধারণ)

বরুণ।—আমিও আমার পাশ ধারণ ক'র্‌লেম। (পাশাস্ত্র ধারণ)

ব্রহ্মা।—আমি এই কমণ্ডলু ধারণ ক'র্‌লেম। (কমণ্ডলু ধারণ)

[সকলের যুদ্ধ]

(দ্রুতবেগে দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা।—কে নাশে রে শক্তিধর কুমারে আমার?

শক্তিপুত্র অচেতন, মানব সমরে।

ধিক্ রে অমর নামে! ধরিলাম অসি।

নিশ্চয় পাণ্ডব-শূন্য হবে বসুন্ধরা!

(অসি ধারণ-পূর্ব্বক যুদ্ধায়মান)

কার্ত্তিক ।—(উঠিয়া)—কি ! আমি অচেতন হ'য়েছিলেম ! কৈ ? আমার শক্তি-অস্ত্র কৈ ? এখনই পৃথিবীকে নিষ্পাণ্ডবা ক'রব !

(শক্তি ধারণ)

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

উভয় পক্ষের প্রতি উভয় বাহু বিস্তার-পূর্ব্বক

গীত ।

ক্ষান্ত হও দেবগণ, সম্বর সম্বর রণ,
কিবা ফল বৃথা সৃষ্টি নাশি ।
অষ্ট বজ্র সম্মিলনে, ব্রহ্মশাপ হুতাশনে,
শুভক্ষণে মুক্ত আজ উর্ব্বশী ॥
ধন্য ধন্য যুধিষ্ঠির, ধন্য ভীম ধর্ম্মবীর
ধন্য ধন্য পার্থ মহারথী ।
আশীর্ব্বাদ করি সবে, পূর্ণ থাক ধর্ম্মভাবে,
রহে যেন কৃষ্ণ-পদে মতি ॥

(দেবগণকে প্রণাম করিয়া উর্ব্বশীর অন্তর্ধান)

ভীম ।—ওঃ ! ভায়ার আমার এত খেলা ? তাইত বলি পাণ্ডবদের জীবন-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-ধন কি পর হ'তে পারে । ভাই বাঞ্ছাকল্পতরু ! তোর বাঞ্ছা তো পূর্ণ হ'য়েছে ভাই ! এখন আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবি কিনা বল্ ?

কৃষ্ণ ।—মধ্যম দাদা ! আমি আপনাদের বল-বীর্য্যে অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছি ! এখন আপনাদের কি বাসনা অপূর্ণ আছে বলুন, অবশ্যই পূর্ণ হবে ।

ভীম ।—ভাই বাঞ্ছাকল্পতরু ! অন্য বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে হয় করিস্, না করিস্ ! এক্ষণে, এই বাসনা পূর্ণ কর, তোরা দুটী ভাই

আমার কোলে আয়! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আসবার সময়, মাকে ব'লে এসেছিলেম যে, "মাগো সমর-সাগর মন্থন ক'রে, তোমার জন্য অমূল্য ধন ল'য়ে আসব!" আয়রে কলধর! আয়রে গিরিধর! তোরা দুটী ভাই আমার কোলে আয়! রাজা-শূন্য রাজ্যে রাজহস্তী যেমন ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে, মনোমত পাত্র অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়, তেমনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়-সিংহাসন শূন্য আছে দেখে, বৃকোদররূপ মত্তহস্তী ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে, মনোমত পাত্র অন্বেষণ করছিল, আজ পেয়েছে। তোরা এই বৃকোদর-মত্তহস্তীর মস্তকে আয়!—আয় আমি মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়-সিংহাসনের রাজা করিগে!—(দুইজনকে কোলে করিয়া)—হে জগৎবাসিগণ! আজ তোমরা ভীমের সৌভাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! আর শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে বদন ভ'রে হরি হরি বল!

গীত।

ত্রিলোকে ভ্রমিলে, যে ধন না মিলে,
জগৎবাসী মিলে, দেখ্‌রে দেখ্ নয়ন মেলে,
ভীমের ভাগ্য দেখ্‌রে দেখ্‌রে সকলে।
রত হ'য়ে বিপক্ষতায়, আজ সোণাদাদুদের পেলেম কোলে॥
যোগিগণ যুগে যুগে, সঁপে মন যার পদযুগে, ভক্তি-সংযোগে,
আজ কি আমার সে যোগ-যাগে,
যেন কৃষ্ণ জাগে হৃদ্‌কমলে॥

সমাপ্ত